দরসুল কোরআন

১ম খণ্ড

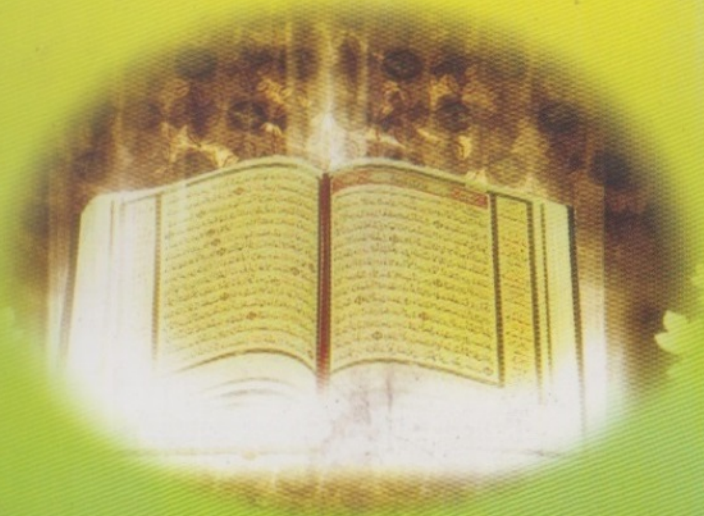

আবুল কালাম মুহাম্মাদ ইউসূফ

(মুমতাজুল মুহাদ্দেসীন)

দরসুল কোরআন

دَرْسُ الْقُرْاٰنِ

১ম খন্ড

আবুল কালাম মুহাম্মাদ ইউসূফ
(মুমতাজুল মুহাদ্দেসীন)

খেলাফত পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ
খেলাফত পাবলিকেশন্সের পক্ষে
মাহবুবুর রহমান
বাড়ী নং ৩৭/এ, রোড নং ১০/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ ঃ
মুহররম ১৪৩৩
পৌষ ১৪১৮ বাংলা
জানুয়ারী ২০১২ ইং

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য ঃ ৯০.০০ (নব্বই) টাকা মাত্র

কম্পোজ ঃ
বুশরা কম্পিউটার
৬২/৫, দক্ষিণ মুগদা পাড়া

পরিবেশক ঃ
দারুল আরাবিয়া বাংলাদেশ
৪৯৩ গ্রীণ ভ্যালী, (ওয়ারলেস রেল গেইট)
ঢাকা -১২১৭
মোবাঃ ০১৫৫২৩৮৫২৪১

মুদ্রণে ঃ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

www.pathagar.com

গ্রন্থকারের আরয

সমস্ত প্রশংসা সেই মহা-মহিয়ান সৃষ্টিকর্তার যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করে তার উপরে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পন করেছেন। আর অসংখ্য দরুদ ও সালাম বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপরে যাকে আল্লাহ সারা বিশ্ববাসীর জন্য রসূল হিসাবে প্রেরণ করে তার উপরে মহাগ্রন্থ আল-কোরআন নাযিল করেছেন।

মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাহ যেমন ছিলেন সারা বিশ্ব বাসীর রসূল, তেমনি তার উপরে নাযিলকৃত আল-কোরআনও সারা বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েতের কিতাব। উম্মতে মুহাম্মদী আমরা যারা কোরআনের উপরে ঈমান এনেছি, আমাদের কর্তব্য কোরআন পাঠ করা, কোরআনের অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করা, কোরআনের নির্দেশনা মোতাবেক চলা এবং কোরআনের দাওয়াত অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়া। সুতরাং মুসলমান যিনি কোরআনের ভাষা জানেন তার যেমন কোরআনের মর্ম জানা প্রয়োজন, তেমনি যিনি কোরআনের ভাষা না জানেন তারও উচিত অনুবাদের সাহায্যে কোরআনের মর্ম অনুধাবন করা।

ইদানিং বাংলাদেশে কিছু বিজ্ঞজন মাতৃভাষায় বিভিন্ন উপায় কোরআনের চর্চা শুরু করেছেন। এটা খুবই একটি মহৎ উদ্যোগ। অন্যদিকে মাসজিদ, মাজলিস ও ইসলামী সমাবেশে কোথাও কোথাও দরসে-কোরআনের সিল-সালা শুরু হয়েছে। দরসে কোরআনের প্রয়োজনকে সামনে রেখে আমি আমার এই ক্ষুদ্র কিতাবখানায় পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন অংশ হতে বিশটি বিষয়ের উপরে বিশটি দরস প্রস্তুত করে পুস্তাকারে প্রকাশ করলাম। কোরআন প্রেমিক দরস্ দানকারীদের এ পুস্তকখানা কিছুটা হলেও সাহায্য করবে আশা করি। তাছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের উপরে কোরআনের হেদায়েত ও নির্দেশনা যারা জানতে চান তাদরে জন্যও এ কিতাবখানা উপকারে আসবে।

পুস্তকখানা প্রকাশে বিভিন্নভাবে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছে আমি তাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে আমার মোনাজাত, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন এবং আখেরাতে যেন ইহাকে আমার এবং আমার পিতা-মাতার নাজাতের অছিলা বানান।

আবুল কালাম মুহাম্মাদ ইউসূফ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচী পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কোরআন শ্রবনের পথে বাঁধা সৃষ্টিকারীদের পরিণতি ও ঈমানের উপরে দৃঢ়তা অবলম্বনকারীদের সুসংবাদ	৭
মুমেনদের কতিপয় বিশেষ গুণাবলী	১৩
লেবাস সম্পর্কে কোরআনের ভাষ্য	১৮
নামাজে কোন্ ধরনের লেবাস পরিধান করবে	২৪
তাকওয়া, ইত্তেহাদ, আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনেল মুনকার	৩০
পর্দা সম্পর্কীয় কোরআনের বিধান	৩৮
আল্লাহর হক ও বান্দার হক সম্পর্কীয় বিবরণ	৪৩
আল্লাহর রাহে সম্পদ ব্যয় করার ফযিলত	৫২
বাতিল পন্থায় মানুষের সম্পদ ভোগ করার পরিণতি	৬০
ধার-করয ও ঋণ গ্রহণে লিখিত চুক্তির নির্দেশ	৬৫
অকৃতজ্ঞ জাতির আচরণ এবং দুনিয়ায় তার করুণ পরিনতি	৭১
যেসব পাপের কাজ মুমেনদের পরিবার ও সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে	৭৮
আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা ও জান্নাত লাভের উপায়	৮৪
হযরত লুকমান হাকিমের তার ছেলেকে উপদেশ দান	৯০
ইনসাফের উপরে অটল থাকা ও সত্য সাক্ষ্য দানের নির্দেশ	৯৬
অপরাধীর পক্ষালম্বন করে বিচারককে বিভ্রান্ত করার পরিণতি	১০০
কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতার বিবরণ	১০৬
কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ও নেককার-বদকারদের পরিণতি	১১২
নেককার লোকেরা পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানাদিসহ জান্নাতে একত্রে বসবাস করবে	১১৮
হযরত ইব্রাহীমকে আল্লাহর পরীক্ষা, নেতৃত্বদান, কাবাঘর নির্মাণ ও ইব্রাহীমের আল্লাহর বরাবরে দোয়ার বিবরণ	১২৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কোরআন শ্রবণের পথে বাধা সৃষ্টিকারীদের পরিনতি ও ঈমানের পথে দৃঢ় অবস্থানকারীদের জন্য সুসংবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَ تَسْمَعُوْا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ (٢٦) فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٢٧) ذَالِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ (٢٨) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلاَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الاَسْفَلِيْنَ (٢٩) إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ (٣٠) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِيْ الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ (٣١) نُزُلا مِنْ غَفُوْرٍ رَحِيْمٍ (٣٢)

(سورة حم السجدة، مكية، رقم الآية: من ٢٦ الى ٣٢)

অর্থঃ (২৬) কাফেরেরা বলে, তোমরা এ কোরআন শুনবেনা, আর কোরআন যেখানে পড়া হয় সেখানে হট্টগোল সৃষ্টি করবে যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (২৭) অবশ্য আমি এসব কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব, আর তাদেরকে তাদের এই জঘন্যতম

www.pathagar.com

অপরাধের উপযুক্ত প্রতিফল দেব। (২৮) আল্লাহর দুশমনদের এ শাস্তি হল জাহান্নাম, যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আর এটা হলো আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করার প্রতিফল। (২৯) কাফেরেরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, যেসব জিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা চরমভাবে অপমাণিত হয়। (৩০) অবশ্য যারা এ কথার ঘোষণা দেয়, যে আমাদের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ। অত:পর উহার উপরে অবিচল থাকে, তাদের উদ্দেশ্যে ফিরিশতা নাযিল হয় এবং তাদেরকে বলে আপনাদের কোন ভয় বা চিন্তার কারণ নাই। আর আপনাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ গ্রহণ করুন। (৩১) এ পার্থিব জগত ও পরকাল উভয় জায়গাই আমরা আপনাদের বন্ধু। সেখানে আপনারা আপনাদের চাহিদামত সব কিছু পাবেন, উপরন্তু আপনাদের মন যা চাবে তাও। (৩২) এটা হবে ক্ষমাশীল পরম করুণাময় আল্লাহর পক্ষ হতে আপনাদের জন্য আপ্যায়ন।

(সূরা হামীম সিজদা, মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত নং ২৬ হতে ৩২ পর্যন্ত)

নামকরণ:

সুরাটি শুরু হয়েছে حٰمٓ শব্দ দ্বারা, আর সূরার ভিতরে সাজদার আয়াত আছে এজন্য নামকরণ করা হয়েছে حٰمٓ السَّجْدَة

নাযিলের সময়কাল ও শানে নুযুল:

হযরত হামজার (রা:) ইসলাম কবুলের পরপরই যথাসম্ভব নবুয়তের ৫ম বর্ষে সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। বর্ণিত আয়াত নং ২৬,২৭ ও ২৮ আয়াত ক'টি বিশেষ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছিল, উহা ছিল এই যে, নবুয়তের ৫ম বর্ষে কোরাইশ সর্দাররা তাদের সবচেয়ে বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ ও সম্মানিত ব্যক্তি ওতবা বিন রবিয়াকে একটি আপোষ প্রস্তাব

www.pathagar.com

নিয়ে হযরত মুহাম্মাদের (সঃ) কাছে পাঠায়, তিনি হুজুরের কাছে গিয়ে নিম্ন বর্ণিত আপোষ প্রস্তাবটি পেশ করেন।

"ওতবা বলেন যে, হে মুহাম্মাদ, তুমি যদি নেতৃত্ব চাও তাহলে সবাই মিলে তোমাকে নেতা মেনে নিবে। তুমি যদি সম্পদ চাও তাহলে সবাই মিলে তোমাকে তোমার চাহিদা মোতাবেক সম্পদ জমা করে দিবে। আর যদি সুন্দরী রমনী চাও, তাহলে তোমার সে বাসনাও পূর্ণ করা হবে। বিনিময় তুমি বাপ দাদাদের ধর্মের বিরোধিতা পরিহার করবে এবং কোরাইশদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবে না।"

হুজুর জওয়াবে বললেন, আবুল অলিদ, নেতৃত্ব, সম্পদ এবং সুন্দরী নারী কেন, তোমরা যদি আমার এক হাতে আসমানের সূর্য এবং আর এক হাতে চন্দ্রও এনে দাও, তবুও আমি আমার দাওয়াত ইলাল্লাহর এ পয়গাম পরিত্যাগ করতে পারবনা। অত:পর হুজুর ওতবাকে সূরা হামীম সাজদার কয়েকটি আয়াত পড়ে শুনালেন। ওতবা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে উহা শুনল, তার বাক শক্তি রহিত হয়ে গেল এবং ভিতর হতে সে তার সমস্ত শক্তি ও সাহস হারিয়ে ফেলল। অত:পর ওতবা বিন রবিয়া সেখানে ফিরে গেল, যেখানে কোরাইশ নেতারা তার জন্য অপেক্ষা করছিল, আর মনে মনে একটা শুভ সংবাদের আশা করছিল। ওতবা বিন রবিয়া তাদেরকে বলল শুন, তোমরা মুহাম্মাদকে তার কাজ করতে দাও। তার এ দাওয়াত যখন কোরাইশদের এলাকার বাইরে পৌছে যাবে, তখন অকোরাইশ আরবদের সাথে তার সংঘাত হবে। ঐ সংঘাতে যদি সে পর্যদুস্ত হয় তাহলেতো তোমাদের লাভ। কেননা তোমাদের শত্রু পর্যদুস্ত হলো অথচ কোরাইশদের পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হতে হলোনা। আর যদি সে জিতে যায়, তাহলেও তোমাদের লাভ ছাড়া ক্ষতি নাই, কেননা কোরাইশ বংশের একটা লোক আরবদের নেতা হবে।

ওতবার এহেন প্রস্তাবে কোরাইশ সর্দাররা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। আর মনে মনে ভাবতে লাগল হঠাৎ মুহাম্মাদের কাছে পৌছে ওতবার এ মতিভ্রম ঘটল কেন? তাহলে কি মুহাম্মাদ তাকে যাদু করেছে; অবশেষে

www.pathagar.com

খবর নিয়ে জানতে পারল, মুহাম্মাদের মুখনিসৃত কোরআনের বাণী শুনে ওতবার এভাবে মতিবিভ্রাট ঘটেছে। ফলে মুহাম্মাদের ব্যাপারে সে নমনীয় হয়ে গিয়েছে। এঘটনা এবং ইতিপূর্বে ঘটিত আরও কয়েকটি ঘটনা দ্বারা তারা আঁচ করতে পারল যে, তাদের আসল দুশমন কোরআন, মুহাম্মাদ (স:) নয়, তখন তারা সকলে মিলে সিদ্ধান্ত করল যে, তারা নিজেরাও কোরআন শুনবেনা, আর অন্যকেও কোরআন শুনতে দিবে না, আর মুহাম্মাদ যেখানে কোরআন পাঠ করবে সেখানে গিয়ে তারা হৈ-হট্টগোল করবে ও ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি করবে যাতে কোরআন কেউ শুনতে না পারে।

মক্কার কাফের সর্দারদের এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা হামীম সাজদার উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেন।

আল্লাহ তায়ালা কাফের সর্দারদের এহেন হীন সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে বলছেন, "আর কাফেরেরা বলে যে তোমরা নিজেরাও এ কোরআন শুনবে না এবং কোরআন যেখানে তেলাওয়াত করা হবে সেখানে হট্টগোল সৃষ্টি করবে, তাহলেই হয়ত তোমরা (তোমাদের পরিকল্পনায়) সফলকাম হবে।"

ব্যাখ্যাঃ

২৬,২৭ ও ২৮ নং আয়াতে পরম পরাক্রমশালী আল্লাহ সেই সব অবিশ্বাসীদের যারা কোরআনের আওয়াজ মানুষের কানে পৌছাবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, পরকালে তাদের জঘন্যতম শাস্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন, আমি এসব কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব, আর তারা অনন্তকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

২৯নং আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন পরকালে কাফেরদের জাহান্নামের করুণ অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন, সেদিন তারা দুনিয়ায় যেসব বেঈমান নেতাদের কথায় কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিল তাদের প্রতি

www.pathagar.com

ক্ষিপ্ত হয়ে বলবে, হে আল্লাহ তুমি ঐসব নেতাদেরকে আমাদের সামনে হাজির করে দাও, আমরা তাদের প্রতি পদাঘাত করব।

অত:পর ৩০,৩১,ও ৩২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ ঐসব মুমেন যারা ঈমানের ঘোষণা দিয়ে উহার উপরে আমৃত্যু অটল ও অবিচল ছিলেন, অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের চাহিদা মোতাবেক আমল করেছিলেন, তাদের জন্য উত্তম প্রতিদানে সুসংবাদ দিয়েছেন।

ثُمَّ اسْتَقَامُوْا এখানে ঈমানের পরে যে ইসতেকামাত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, খোলাফায়ে রাশেদীনদের সকলেই এর অর্থ করেছেন, আল্লাহর নির্দেশসমূহ মেনে চলা ও আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ প্রত্যাখ্যান করা। একবার রসূলের সাহাবী সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ ছাকাফী (রা:) রসূলের কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল আমাকে এমন একটি উপদেশ দান করুন যার পরে অন্য কারও কাছে আর কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবেনা। রসূল বললেন,

قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ অর্থাৎ, "তুমি আল্লাহর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দাও, অত:পর তার উপরে অবিচল থাক।" এখানে অবিচল থাকার অর্থ হল তুমি ঈমানের ঘোষণার পরে ঈমানের চাহিদা মোতাবেক সারা জীবন আমল করতে থাকবে।

মুমিনদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, মুমেন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিবেন। আর তাকে বলা হবে জান্নাতে আপনার কামনা-বাসনা মোতাবেক আপনার যাবতীয় থাকা, খাওয়া পুরণ করা হবে এবং এসব হবে ক্ষমাশীল করুণাময় আল্লাহর পক্ষ হতে মেহমানী স্বরূপ, অর্থাৎ জান্নাতে মুমিন বান্দারা আল্লাহর মেহমান হিসাবে গণ্য হবেন।

www.pathagar.com

শিক্ষা:

আলোচ্য সূরার ২৬নং আয়াত হতে আমরা জানতে পারি যে, ইসলাম থেকে মানুষকে বিমুখ রাখার জন্য কাফেরদের সবচেয়ে বড় ষড়যন্ত্র ছিল আল্লাহর কালামের আহবান যাতে মানুষের কাছে পৌছাতে না পারে তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। কেননা আল্লাহর কালাম তথা কোরআন পাকের শিক্ষা হতে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেই ইসলামের দুশমনদের পরিকল্পনা সফল হবে। আর একাজটি রসূলের সময় থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় চলে আসছে। একাজটায় দুনিয়ার সব ইসলামের দুশমনরা একাট্টা। বর্তমান সময়ও এরা কোথাও আধুনিক শিক্ষার নামে, কোথাও বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তব শিক্ষার নামে শিক্ষা ব্যবস্থা হতে কোরআনী শিক্ষাকে বাদ দেয়ার নানা রকম কৌশল প্রয়োগ করে চলছে। শুধু অমুসলিম দেশে নয়, বরং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট দেশগুলিতে ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী এক ধরণের মুসলিম নামধারী কুলাংগাররাও এই প্রচেষ্টায় শরীক হয়ে আন্তর্জাতিক ইসলাম দুশমনদের ক্রীড়নক হিসাবে কাজ করছে।

২৭ ও ২৮নং আয়াতের শিক্ষা হল এই যে, উপরোক্ত অপরাধে (কোরআনের প্রচারে বাধা সৃষ্টিকারী) যারা অপরাধী, আল্লাহ তাদের উপরে খুবই রাগান্বিত হন এবং তাদেরকে আখেরাতে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন। আর তারা অনন্তকাল ধরে দোযখের শাস্তিভোগ করতে থাকবে।

৩০ নং আয়াত হতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, নিছক ঈমানের স্বীকৃতি বা ঘোষণা আখেরাতে নাজাতের জন্য মোটেই কাজে আসবেনা যদিনা ঈমানের উপরে অবিচল থেকে ঈমানের চাহিদা মোতাবেক আমল না করা হয়।

৩০নং আয়াতের একাংশে ও পরবর্তী ৩১ ও ৩২ নং আয়াতে মুমেনীন, সালেহীনদেরকে আল্লাহ পরকালে যে মহামূল্যবান পুরষ্কারে পুরস্কৃত করবেন তার সুসংবাদ দান করেছেন।

* * * * *

www.pathagar.com

মুমেনদের কতিপয় বিশেষ গুণাবলী, যা মুমেনদেরকে সার্বিক সফলতা দান করে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ (١) الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ (٢) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ (٣) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ (٤) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ (٥) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَالِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ (٧) وَالَّذِيْنَ هُمْ لاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ (٨) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ (٩) أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ (١٠) الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ (١١)

(سورة المؤمنون، مكية، رقم الآية: من ١ الى ١١)

অর্থঃ (১) অবশ্য সফলকাম হয়েছে সেইসব মুমেন ব্যক্তিরা। (২) যারা তাদের নামাজে বিনয়ী। (৩) যারা বাজে কাজ হতে দুরে সরে থাকে। (৪) যারা জাকাতের ব্যাপারে সক্রিয় থাকে। (৫) যারা তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। (৬) কেবলমাত্র নিজেদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যতীত, এদের ব্যাপারে তারা তিরস্কৃত হবে না। (৭) তবে যারা এদের বাহিরে গিয়ে অন্বেষণ করবে তারা হবে সীমালংঘনকারী। (৮) যারা তাদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে। (৯) আর যারা তাদের নামায সমূহের যথাযথ হেফাযত করে। (১০) এরা হবে প্রকৃত

www.pathagar.com

উত্তরাধিকারী। (১১) যারা তাদের উত্তরাধিকারে জান্নাতে ফিরদাউস লাভ করবে। আর সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে।

(সূরা মুমেনুন মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত নং ১ হতে ১১ পর্যন্ত)

সূরার নামকরণঃ

সূরার প্রথম বাক্য قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ এর মুমেন শব্দ দ্বারা সূরার নাম মুমেনুন রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়কালঃ

এ সূরাটি রসূলের মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময় নাযিল হয়েছে। সুরার ৭৫ ও ৭৬ নং আয়াত হতে জানা যায় যে, রসূলের (সঃ) মক্কী যুগের মাঝামাঝি সময় আরব এলাকায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে এ দূর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল রসূলের মক্কী যুগের মাঝামাঝি সময় অর্থাৎ নবুয়তের সপ্তম অথবা অষ্টম বর্ষে। ফলে সূরাটি ঐসময় অবতীর্ণ বলে মুফাচ্ছেরীনরা বর্ণনা করেছেন।

ব্যাখ্যাঃ মক্কায় তখনকার যে পরিস্থিতে এই আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছিল তা ছিল এই যে, মক্কার সচ্ছল ও ধনবান লোকেরা অধিকাংশ ছিল রসূলের দাওয়াতের বিরোধী। আর যে কজন লোক ইসলাম কবুল করেছিলেন, তার অধিকাংশ ছিলেন অস্বচ্ছল ও দরিদ্র। যে কতিপয় স্বচ্ছল ও ধনবান ব্যক্তি রসূলের দাওয়াত গ্রহণ করে ইসলাম কবুল করেছিলেন, মুশরিকদের সার্বিক বিরোধিতা ও অসহযোগিতার ফলে তাদের অবস্থাও তেমন ভাল ছিল না। ফলে কিছু লোক, বিশেষ করে মুহাম্মাদের (সঃ) দাওয়াতের বিরোধিতাকারীরা মনে করত মুহাম্মাদ এবং তার সাথীরা যদি ন্যায় এবং সত্যের পথের পথিক হত, তাহলে তারা সফলতা পাচ্ছে না কেন? বরং বিপরীত দিকে সফল দেখা যাচ্ছে তাদেরকে যারা মুহাম্মাদের (সঃ) দাওয়াতের বিরোধী। তাদের এই

www.pathagar.com

বাহ্যিক সফলতার ধারণা যে ঠিক নয়, উহার বিবরণ দেয়া হয়েছে সূরার প্রথমে বর্ণিত ১১টি আয়াতে।

সূরার প্রথমেই আল্লাহ বলছেন, প্রকৃত পক্ষে সফলতা তারাই লাভ করেছে যারা মুহাম্মাদের (সঃ) দাওয়াত কবুল করে ঈমান নিয়ে এসেছে। অত:পর পরবর্তী আয়াতসমূহ আল্লাহ রব্বুল আলামীন ঐসকল ঈমানদারদের আরও সাতটি গুণ ও বৈশিষ্টের বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ বলছেন, ঐসব মুমেনদের ১ম বৈশিষ্ট হলো যে, তারা তাদের নামাযে বিনয়ী। অর্থাৎ পূর্ণ আদব, বিনয় ও মনোনিবেশ সহকারে নামায আদায় করে। আয়াতে خشوع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ বিনয় বা নত হওয়া, কারও সামনে মাথা নত করে দাড়ান। নামাযে বিনয়াবনত হওয়ার অর্থ এখানে পূর্ণ আদবের সাথে, আন্তরিকতা সহকারে এবং আল্লাহকে হাজের নাজের মনে করে নামায আদায় করা। নামাযের বাহিরের কোন চিন্তা মনে না আনা, ইচ্ছার বিরুদ্ধে একান্ত যদি এসে যায়, তাহলে সাথে সাথে মনকে ফিরিয়ে নামায মুখী করা।

সফল মুমেনদের এখানে যে, দ্বিতীয় বৈশিষ্টটি বলা হয়েছে, তাহলো যে, তারা বাজে কাজ হতে বিরত থাকে। আয়াতে এখানে لغو শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। لغو বলা হয় এমন কথা ও কাজকে যা অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন, যাতে কোন লাভ বা কল্যাণ নাই। এসব সফল মুমনেরা শুধু পাপের কাজ হতেই বিরত থাকেনা। বরং অর্থহীন বাজে কাজ হতেও তারা নিজকে বিরত রাখে। মুমেনদের সফলতার তৃতীয় বৈশিষ্ট যেটা বর্ণনা করা হয়েছে, তাহলো যে, তারা যাকাতের ব্যাপারে সক্রিয় থাকে। যাকাতের ব্যাপারে সক্রিয় থাকা আর যাকাত আদায় করা এক বস্তু নয়, যাকাতের ব্যাপারে সক্রিয় থাকার অর্থ হলো তারা পরিশুদ্ধির ব্যাপারে নিয়তই সক্রিয় থাকে। তবে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মালের পরিশুদ্ধি এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থেকে আত্মার পরিশুদ্ধি এ উভয় অর্থেও এটা ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে। সফল মুমেনদের চতুর্থ যে বৈশিষ্টটি

www.pathagar.com

বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো যে, তারা তাদের বিবাহিত স্ত্রী এবং মালিকাধীন দাসী ছাড়া অন্য কারও সাথে অথবা অন্য কোনভাবে যৌনাকাঙ্খা পুরণ করেনা বরং উপরোক্ত দুই পন্থা ব্যতীত যৌন সম্ভোগের অন্য সব পন্থা হতে নিজেদের লজ্জাস্থান তথা যৌনাঙ্গসমূহের হেফাযত করে। আয়াতে পরিস্কার করে বলা হয়েছে যে, যৌন সম্ভোগের আল্লাহর শরীয়তে যে হালাল পদ্ধতি আছে উহা অবলম্বন করে যদি কেউ যৌনাঙ্খাকা পূরন করে, তাহেল সে তিরস্কৃত হবে না। তিরস্কৃত হবে তারা যারা এর বাইরে গিয়ে যৌন বাসনা পূরন করবে। আর তারা আল্লাহর শরীয়তের সীমা লংঘনকারী হিসাবে গণ্য হবে।

সফল মুমেনদের পঞ্চম বৈশিষ্ট হলো তারা তাদের উপরে অর্পিত যাবতীয় আমানতের হেফাযত করে। আমানত শব্দ এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এবং ব্যক্তি বা সমাজের পক্ষ হতে যে সব আমানত মানুষের উপরে অর্পিত হয়, এর সবটাই এর ভিতরে সামিল। সফল মুমেনদের ষষ্ঠ বৈশিষ্ট হলো যে তারা তাদের ওয়াদা তথা প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকে।

হাদিসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই তার ভাষণে বলতেন,

لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ (بيهقى)

অর্থঃ "যে আমানতের হেফাযত করে না সে ঈমানদার না, আর যে ওয়াদা রক্ষা করে না সে দ্বীনদার না। (বায়হাকী)

সফল মুমেনদের সপ্তম বৈশিষ্ট হলো যে, তারা তাদের নামায সমূহের হেফাযত করে। সূরার প্রথমে নামায এক বচনে বলা হয়েছিল আর এখানে বহু বচনে বালা হয়েছে। সূরার প্রথমে এক বচনের দ্বারা যে নামাযের কথা বলা হয়েছে তার লক্ষ্য ছিল মূল নামায। আর এখানে পৃথক পৃথকভাবে সব ওয়াক্তের নামায এবং যাবতীয় অন্যান্য নামাযের ব্যাপারে বলা হয়েছে। নামাযের হেফাযতের অর্থ, নামায সময়মত পড়া, ফরজ নামায জামাতের সাথে আদায় করা, নামাযের আহকাম আরকানের

www.pathagar.com

প্রতি খেয়াল রাখা, মোট কথা নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ফরজ, ওয়াযিব ও সুন্নত সমূহের প্রতি সতর্ক থাকা ও উহা যথাযথ আদায় করা।

১০ ও ১১নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন যে, যারা অর্থাৎ যেসব ঈমানদারেরা এসব বৈশিষ্টের অধিকারী হবে তারাই হবে জান্নাতে ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী। আর সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। তাদেরকে মহাশান্তির আবাসস্থল জান্নাতে ফিরদাউস হতে কখনও স্থানান্তর করা হবেনা।

শিক্ষা ঃ আলোচ্য সূরার ১নং আয়াত হতে ৯নং আয়াত পর্যন্ত আমাদের জন্য যে শিক্ষা রয়েছে এই যে, মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে সফল ঈমানদার হতে হলে আমাদেরকে সাতটি গুণের অধিকারী হতে হবে। ঐ সাতটি গুণের ১নং গুণ হলো সফল মুমেন তার নামাযে বিনয়ী হবে। ২নং গুন হলো বাজে ও অর্থহীন কাজ হতে দূরে থাকবে। ৩নং গুন হলো আত্মশুদ্ধির কাজে সচেষ্ট থাকবে। সফল মুমেনদের ৪নং গুন হলো তারা তাদের লজ্জাস্থান সমূহের পবিত্রতা রক্ষা করবে। ৫নং গুন হলো তারা তাদের উপরে অর্পিত যাবতীয় আমানতের হেফাযত করবে। ৬নং গুন হলো তারা তাদের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি যথাযথ পালন করবে। ৭নং গুন হলো তারা তাদের নামায সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। ১০নং ও ১১নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন যে, যেসব মুমেনরা উপরে বর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী হবে, আমি তাদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে জান্নাতে ফিরদাউসের অধিকারী করব, যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আলোচ্য আয়াত নাযিল করে আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সফলতা লাভ করতে হলে অবশ্যই মুমনেদেরকে ৭টি বৈশিষ্টের অধিকারী হতে হবে, আর প্রকৃত সফলতা হলো আখেরাতে সফলতা যেখানে তারা চিরন্তনভাবে জান্নাতে ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে।

* * * * *

www.pathagar.com

লেবাস সম্পর্কে কোরআনের ভাষ্য

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

يَا بَنِيْ اٰدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ (٢٦) يَا بَنِيْ آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ (٢٧) وَإِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ (٢٨)

(سورة الأعراف، مكية، رقم الآية ٢٦- ٢٧- ٢٨)

অর্থঃ (২৬) হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যদ্বারা তোমরা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করবে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র। আর তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম। এটা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম। হয়তো লোকেরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে। (২৭) হে আদম সন্তান! তোমাদেরকে যেন শয়তান প্রতারিত করতে না পারে যেভাবে প্রতারণার মাধ্যমে তোমাদের আদি পিতা ও মাতাকে বিবস্ত্র করে বেহেশ্‌ত হতে বের করেছিল। এমতাবস্থায় যে, তাদের পরস্পরের কাছে পরস্পরের লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। শয়তান এবং তার অনুসারীরা তোমাদেরকে এমন স্থান থেকে দেখে যেখানটা তোমরা দেখতে পাওনা। যারা ঈমান আনেনা তাদের জন্য এই শয়তানদেরকে তাদের অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি। (২৮) তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে তখন বলে আমাদের বাপ-

www.pathagar.com

দাদাদেরকে একাজ করতে দেখেছি। আর আল্লাহ আমাদেরকে একাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। হে রসূল! আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা আল্লাহর নামে এমন কথা কেন বলছ যা আল্লাহর কথা বলে তোমরা জাননা? (সূরা আল আ'রাফ, মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত নং ২৬ হতে ২৮ পর্যন্ত)

নাম ও নাযিলের সময়কালঃ

আলোচ্য সূরার ২৬ নং আয়াতে আরাফ বাসীদের বিবরণ আছে, সে কারণে সূরার নামকরণ করা হয়েছে আল-আরাফ। রসূল (সঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পর ১৩ বৎসরব্যাপী রসূলের (সঃ) উপরে মক্কায় যে সূরাসমূহ নাযিল হয়েছিল ঐ সূরাসমূহকে বলা হয় মককী সূরা। সূরা আরাফ মককী সূরা। রসূলের মককী জীবনের একেবারে শেষ সময় এ সূরাটি মককা মোকাররামায় নাযিল হয়েছিল বলে সূরাটিকে মককী সূরা বলা হয়।

ব্যাখ্যাঃ

আমি এখানে সূরা আল-আরাফের ২৬,২৭,ও ২৮ নং এই তিনটি আয়াত উদ্ধৃত করে তার সরল অনুবাদ পেশ করেছি। আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলছেন যে, আমি তোমাদের জন্য পোশাক অর্থাৎ পোশাকের উপকরণ নাযিল করেছি যাতে তোমরা এই পোশাক দ্বারা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করবে আর তোমাদের অঙ্গের শোভা বৃদ্ধি করবে। এখানে মহান আল্লাহ পোশাকের দুটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। (১) লজ্জাস্থান আবৃত করা। (২) দেহের শোভা বর্ধন করা। সুতরাং যে পোশাক দ্বারা এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন হবে ঐটাই শরীয়ত সম্মত পোশাক। আর যে লেবাস দ্বারা এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য হাসিল হবেনা উহা যেমন শরীয়ত সম্মত নয়, তেমনি আংশিক একটি উদ্দেশ্য হাসিল হলো আর একটি হলোনা সেটাও শরীয়ত সম্মত লেবাস হবেনা।

লজ্জাস্থান বলতে ঐসব অঙ্গকে বুঝান হয়েছে যা সাধারণত সুস্থ বিবেকবান মানুষ উন্মুক্ত বা খোলা রাখা পছন্দ করেনা। শরীয়তের

www.pathagar.com

পরিভাষায় এটাকে সতর বলা হয়। তবে পুরুষের সতর ও নারীর সতরের পরিধি সমান নয়। পুরুষের সতর হলো নাভি হতে শুরু হয়ে হাটু পর্যন্ত। আর নারীর সতর হলো মুখমন্ডল, হাত-পা বাদে শরীরের সব অংশ। নামাজের ফরজ সমুহের একটি অন্যতম ফরজ হলো পবিত্র পোশাক দ্বারা সতর আবৃত করা।

মহান আল্লাহ পোশাকের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বলেছেন অঙ্গের শোভা বর্ধন। সুতরাং যে পোশাক অপরিচ্ছন্ন, অপবিত্র, কুরুচি সম্পন্ন ও অসুন্দর সেটাও শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ পোশাক নয়। যদিও সেটা সতর আবৃত করে। আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ বলেন, মানব জাতির জন্য তাকওয়ার লেবাসই হলো সর্বোত্তম। অর্থাৎ লেবাস বা পোশাকের উদ্দেশ্য নিছক সাজ-সজ্জা ও লজ্জাস্থান আবৃত করা নয় বরং মানুষের মনে তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করা। সুতরাং যে পোশাক মানুষের মনে আল্লাহ ভীতির পরিবর্তে অহমিকা সৃষ্টি করে উহা এবং নারীর পোশাক পুরুষ এবং পুরুষের পোশাক নারীকে পরতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। আর মুসলমানদেরকে বিজাতির পোশাকও পরিহার করে চলা উচিত। মহান আল্লাহ বলেন, মানুষের পোশাকের উপকরণ নাযিল করে তার জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করা ছিল আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন, যা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

২৬ নং আয়াতে আল্লাহ মানব জাতিকে সাবধান করতে গিয়ে বলেছেন যে, দেখ শয়তান যেভাবে প্রতারণার মাধ্যমে তোমাদের আদি পিতা আদম ও আদি মাতা হাওয়াকে বিবস্ত্র করে জান্নাত থেকে এ অবস্থায় বের করেছিল যাতে পরস্পরের লজ্জাস্থান পরস্পরের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। আর শয়তান এবং তার সাথীরা তোমাদের এমন অবস্থান থেকে দেখে যে তাদের সে অবস্থান তোমরা দেখতে পাওনা। আমি শয়তানকে তাদের অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি যারা বেঈমান। সুতরাং তোমরা সাবধান থাকবে যাতে শয়তান তোমাদিগকে প্রতারিত করতে না পারে।

www.pathagar.com

আলোচ্য আয়াতে দেখা যায় যে, মানুষকে প্রতারণা করার সর্বশ্রেষ্ঠ ও কার্যকর অবলম্বন হলো তাকে উলঙ্গ করা, যার সাহায্য নিয়ে শয়তান আদম দম্পতিকে বেহেশ্‌ত হতে বের করেছিল। আর এ প্রতারনাকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য শয়তান মিথ্যা প্রলোভন দিয়েছিল। আজও শয়তান আর তার মানুষরূপী সঙ্গীরা সভ্যতার নামে মানুষকে বিশেষ করে নারী জাতিকে এমনভাবে উলঙ্গ করতেছে, যাতে তারা পরকালে বেহেশতের ধারে কাছেও যেতে না পারে।

২৭নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, এরা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এভাবে করতে দেখেছি। আর আল্লাহ আমাদেরকে এসব কাজ করতে বলেছেন। হে রসূল, আপনি বলে দিন, আল্লাহ কখনও অশ্লীল কাজের হুকুম দেন না। তোমরা কেন আল্লাহর নামে এমন কথা বলছ, যা তোমরা আল্লাহর কথা বলে জাননা।

অত্র আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন আরবদের একটি জঘন্যতম প্রথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। উহা হলো আরববাসীরা উলঙ্গ হয়ে কাবা শরীফ তাওয়াফ করত। তবে কোরাইশরা আল্লাহর ঘরের সেবক হওয়ার কারণে উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করতনা। আর এব্যাপারে তাদের নারীরা পুরুষের চেয়ে অগ্রণী ছিল। তবে পার্থক্য ছিল এই যে, নারীরা রাত্রে কাবা ঘরের তাওয়াফ করত, আর পুরুষেরা দিনে তাওয়াফ করত। তাদের যুক্তি ছিল যে, আমাদেরকে এভাবেই তাওয়াফ করতে আল্লাহ বলেছেন। তারা মনে করত, যে বস্ত্র পরিধান করে আমরা পাপের কাজ করেছি ঐ বস্ত্র পরে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা যায় না। তাদের উপরোক্ত যুক্তির প্রতিবাদ করে আল্লাহ বলছেন যে, অবৈধ ও অশ্লীল কাজ বাপ-দাদারা করেছিল বলে করতে হবে এটা কোন দলিল সিদ্ধ যুক্তি নয়। আর তাদের দ্বিতীয় যুক্তি ছিল এই যে, আল্লাহ একাজের নির্দেশ দিয়েছেন বলে আমাদের পূর্ব পুরুষরা করত। এটাও মিথ্যা। কেননা আল্লাহ কোন অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। এক দিকে তারা পাপের কাজ করছে, অন্যদিকে আবার

www.pathagar.com

আল্লাহ সম্পর্কে ভিত্তিহীন কথা বলছে। অথচ আল্লাহ কখনও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না।

কোরআনে বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ মানব জাতিকে সাবধান করেছেন এই বলে যে, মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তান প্রতারণা বা প্রলোভনের মাধ্যমে সর্ব প্রথম তাকে বিবস্ত্র বা উলঙ্গ করতে চায়। যেমন সে তোমাদের আদি পিতা-মাতাকে বিবস্ত্র করে জান্নাতে বসবাসের অনুপোযোগী করে দিয়েছিল। তেমনি শয়তান প্রগতির নামে প্রতারণার মাধ্যমে তোমাদেরকে উলঙ্গ সভ্যতার দিকে ধাবিত করে তোমাদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথকে রুদ্ধ করতে চায়। সুতরাং এ ব্যাপারে তোমরা সাবধান থাকবে। যেসব পথে শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করে, তন্মধ্যে শয়তানের দৃষ্টিতে সর্বত্তোম পথ হল মানুষকে বিবস্ত্র করে লজ্জাহীন করা। কেননা মানুষকে বিবস্ত্র করার মাধ্যমে যদি লজ্জাহীন করা যায়, তাহলে তারা যৌন উচ্ছৃংলতায় লিপ্ত হবে, ফলে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থা পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়ে ধবংস প্রাপ্ত হবে।

মহান আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতে শয়তানের এই কলা-কৌশলের ব্যাপারে সাবধান করে উহা হতে বেঁচে থাকার জন্য মানব জাতিকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন।

শিক্ষা: উপরে বর্ণিত আয়াত হতে আমরা যা শিখতে পাই তা হচ্ছে-

১ নম্বর: আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে কেবলমাত্র মানব জাতির জন্যই পোশাক অবতীর্ণ করেছেন। অন্য কোন সৃষ্টির জন্য নয়।

২ নম্বর: মানুষের পোশাক এরকম হওয়া চাই যাতে দুটো উদ্দেশ্য সাধন হয়। এক তার পোশাক যেন তার পুরা সতর আবৃত করে, আর ২য় তার পোশাক যেন তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। প্রাসাংগিক আর একটি উদ্দেশ্যের

www.pathagar.com

দিকে আল্লাহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাহলো তাকওয়া। অর্থাৎ তার পোশাক যেন তার মনে আল্লাহ ভীতি সৃষ্টি করে।

সুতরাং যে পোশাক মানুষের মনে অহমিকা সৃষ্টি করে সে পোশাক তাকে পরিহার করতে হবে। হাদীসে আল্লাহর রসূল নারীর পোশাক পুরুষকে এবং পুরুষের পোশাক নারীকে পরতে নিষেধ করেছেন।

* * * * *

www.pathagar.com

নামাজে কোন ধরনের লেবাস পরিধান করবে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

يَا بَنِيْ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (٣١) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللَّهِ الَّتِيْ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِّنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا فِيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ (٣٢) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ (٣٣) (سورة الأعراف، مكية، رقم الآية ٣١- ٣٢- ٣٣)

অর্থঃ (৩১) হে আদম সন্তান! তোমরা প্রতি নামাজের সময় তোমাদের সুন্দর ভূষন (পোশাক) পরিধান করে নাও এবং তোমরা খাও ও পান কর, তবে সীমা লঙ্ঘন করো না। কেননা আল্লাহ কিছুতেই সীমা লঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। (৩২) হে রসূল! আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, কে হারাম করেছে (তোমাদের জন্য) উত্তম পোশাক যা আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য বের করেছেন। আর কেইবা হারাম করল পবিত্র খাদ্য। আপনি বলে দিন, এসব বস্তু দুনিয়ার জীবনে মুমেনদের জন্য। আর পরকালেতো একমাত্র তাদের জন্যই। আর এভাবেই আমি আমার কালাম তাদের জন্য পরিস্কার করে বর্ণনা করি যারা জ্ঞান রাখে। (৩৩) হে রসূল, আপনি তাদেরকে বলুন, আমার রবতো হারাম করেছেন সব রকমের গোপন ও প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ, গুনাহের কাজ, না হক সীমালঙ্ঘণ, আর আল্লাহর সাথে শরীক করা, যার পক্ষে তাদের কাছে

www.pathagar.com

কোন দলিল নাই, আর আল্লাহর সম্পর্কে তোমাদের এমন (কল্পিত) কথা বলা যা তোমরা জাননা।

(সূরা আল-আ'রাফ, মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত নং ৩১ হতে ৩৩ পর্যন্ত)

উপরোক্ত তিনটি আয়াতের সার সংক্ষেপ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ তার বান্দাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে, তোমাদের জন্য আল্লাহ যেসব বস্তু হালাল করেছেন যেমন, উত্তম খাদ্য, উত্তম পোশাক তা তোমরা নিজেদের জন্য হারাম করে রেখেছ। আর আল্লাহ যে সব বস্তু তোমাদের জন্য হারাম করেছে তা তোমরা অবলীলাক্রমে করে যাচ্ছ। আর এটা করছ তোমরা শয়তানের প্ররোচনায়। অথচ হালাল-হারাম করার মালিক একমাত্র আল্লাহ।

নামকরণ ও নাযিলের সময়কালঃ

সূরার ৪৬ নং আয়াতে আরাফ বাসীর বিবরণ আছে বলে সূরাটির নাম আল-আরাফ রাখা হয়েছে। আলোচ্য সূরা আল-আরাফ রসূলের মক্কী জীবনের একেবারে শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে সূরাটির মাত্র তিনটি আয়াত, অর্থাৎ ৩১, ৩২ ও ৩৩ নং আয়াতের অনুবাদ পেশ করা হয়েছে। এখন উহার ব্যাখ্যা পেশ করা হবে।

ব্যাখ্যাঃ

জাহেলিয়ত যুগে আরবদের ভিতরে লেবাস-পোশাকে তেমন শালীনতা ছিলনা। উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা এমন পর্যায় চলে এসেছিল যে, তাদের নারী ও পুরুষরা একেবারেই উলঙ্গ হয়ে কাবা ঘর তাওয়াফ করত, আর এর পক্ষে তারা তদের পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত পেশ করত। তারা বলত, আমাদের বাপ-দাদারা এভাবেই উলঙ্গ হয়ে কাবা ঘর তাওয়াফ করেছে। আর আল্লাহর নির্দেশ না থাকলে কি আমাদের বাপ-দাদারা একাজ করত? একদিকে তারা লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে-সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায় আল্লাহর পবিত্র ঘর তাওয়াফ করত। আর আল্লাহর উপরে মিথ্যা আরোপ করে বলত, আল্লাহ আমাদেরকে এভাবেই উলঙ্গ হয়ে কাবা ঘর

www.pathagar.com

তাওয়াফের নির্দেশ দিয়েছেন। ৩২নং আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের এই মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ করেছেন যে, কেন তোমরা এমন কথা বলছ যে সম্পর্কে তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ নাই।

ইসলাম পূর্ব জাহেলিয়াতে আরবরা হজের মত পবিত্র অনুষ্ঠান পালন করতে গিয়ে আল্লাহর ঘর তওয়াফের সময় নারী-পুরুষ সকলেই একেবারে বস্ত্রহীন হয়ে যেত এবং হজের সময় তারা একেবারে নিম্নমানের লেবাস ও নিম্নমানের খাবার গ্রহণ করাকে ধর্মীয় কাজ অর্থাৎ ইবাদত মনে করত। অনুরূপ ইসলাম পূর্ব দুনিয়ায় খৃষ্টান, ইহুদী ও পৌত্তলিকদের ধর্মীয় লোকদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, নিম্নমানের অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ ও নিম্ন মানের অপর্য্যাপ্ত বস্ত্র গ্রহণ করা একটি ধর্মীয় কাজ, বিশেষ করে পূজা-পার্বণ ও সৃষ্টি কর্তার কাছে প্রার্থনা করার সময়।

আলোচ্য ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষের বিশেষ করে আরবদের উপরোক্ত ধারণার অসারতার প্রতিবাদ করে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা নামাজে তোমাদের পুর্ণাঙ্গ লেবাস গ্রহণ করবে। অর্থাৎ এমন পবিত্র ও সুন্দর লেবাস গ্রহণ করবে যাতে তোমাদের সতরও আবৃত হবে এবং অঙ্গের সৌন্দর্য্যও প্রকাশ পাবে। সুতরাং নামাজে আল্লাহর সমীপে হাজিরা দেওয়ার সময় এমন সাধারণ লেবাস পরা উচিত নয়, যা পরিধান করে লোকেরা সাধারণত সভা-সমাবেশ ও আত্মীয় স্বজনদের বাড়ীতে যাওয়া পছন্দ করেন না। আয়াতে زينت শব্দ দ্বারা পূর্ণাঙ্গ লেবাস বুঝান হয়েছে। যাতে লেবাসের দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন হয়। এরপর আল্লাহ বলছেন, তোমরা খাও ও পান কর তবে বাহুল্য ব্যয় পরিহার করবে। অর্থাৎ লেবাস- পোশাক ও খাদ্য-খাবার প্রয়োজন মোতাবেক গ্রহণ করায় কোন নিষেধ নাই। তবে নিষেধ হচ্ছে অপব্যয় করা। অর্থাৎ মানুষ নিজের বা পরিবারের প্রয়োজনীয় বস্তু যেমন কাপড়-চোপড় ও খানা-পিনার ব্যাপারে কৃপণতা করুক এটা আল্লাহ যেমন পছন্দ করেননা, তেমনি অযথা মাত্রারিক্ত ব্যয় করুক

www.pathagar.com

এটাও আল্লাহ পছন্দ করেন না। প্রত্যেকেই তার অবস্থা মোতাবেক ব্যয়-বিনিয়োগ করবে এটাই শরীয়তের কাম্য।

একদা একজন স্বচ্ছল সাহাবী রসূলের দরবারে নিম্ন মানের পোশাক পরে আসলেন। হুজুর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, اَلَكَ مَالٌ তোমার কি কোন সম্পদ আছে? উত্তরে সাহাবী বললেন, হাঁ হুজুর আমার সম্পদ আছে। পুনরায় হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, কি কি সম্পদ আছে? সাহাবী জওয়াবে বললেন, হে আল্লাহর রসূল আল্লাহ আমাকে ঘর-বাড়ী, বাগ-বাগিচা, ক্ষেত-খামার ইত্যাদি সব সম্পদ দান করেছেন। হুজুর তখন বললেন,

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ أَنْ يَّرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ অর্থাৎ "আল্লাহ রব্বুল আলামীন বান্দাকে যে নেয়ামত দান করেছেন তার চিহ্ন যেন তার পোশাক-আশাকে ও চাল চলনে প্রকাশ পায়, এটা আল্লাহ কামনা করেন"। কেননা ধনী ব্যক্তি যদি ফকিরের বেশে চলা-ফেরা করে, তাহলে ফকির তাকে তার মত ফকির মনে করে তার কাছে কিছু চাবে না। তবে খানা-পিনা ও পোশাক-পরিচ্ছদে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই উত্তম।

অত:পর ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, হে রসুল! আপনি তাদেরকে বলুন, কে হারাম করল তোমাদের জন্য সাজ-সজ্জা (সুন্দর পোশাক) যা আল্লাহ শুধু তার বান্দাদের জন্য বের করেছেন। আর কেই বা হারাম করল পবিত্র-উত্তম খাদ্য।

পোষাকের উপকরণ ও খাদ্য সামগ্রী এ সবই আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি তার বান্দাদের জন্য এগুলি তৈরী করেছেন। সুতরাং যিনি এর স্রষ্টা, তিনিই হালাল-হারাম করার মালিক, তিনি ছাড়া তো কেউ এগুলিকে হারাম করার অধিকার রাখেনা। হে নবী, আপনি বলুন, আল্লাহর সৃষ্ট এই নেয়ামত সমুহের এই দুনিয়ায় আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারী মুমিনরাই প্রকৃত হকদার আর পরকালে তো একমাত্র মুমিনরাই এসব ভোগ করবে। অর্থাৎ দুনিয়ায় যদিও আল্লাহর এসব বস্তুসমূহের প্রকৃত

www.pathagar.com

হকদার আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী মুমেন বান্দারা, তবে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী নেমক হারামরাও এটা ভোগ করতে পারবে। কিন্তু আখেরাতের জিন্দিগিতে এসব ভোগ করার অধিকার একমাত্র মুমেনদের জন্যই সংরক্ষিত থাকবে। আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ বলছেন, এভাবেই আমি আমার নিদর্শন সমূহকে পরিস্কার করে তাদের জন্য বর্ণনা করতেছি যারা জ্ঞানবান।

৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলতেছেন, আল্লাহতো তোমাদের জন্য হারাম করে রেখেছেন প্রকাশ্য-গোপন সব রকমের অশ্লীল কাজ, গুনাহের কাজ, নাহক সীমা লংঘন, আল্লাহর সাথে শরীক করা যে ব্যাপারে তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ নাই, আর হারাম করে রেখেছেন আল্লাহর প্রসংগে না জেনে-শুনে আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলা।

আয়াতে পাঁচটি নিষিদ্ধ কাজের একটা তালিকা দেয়া হয়েছে, আল্লাহ এ সময়ের আরবদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন, তোমরা অজ্ঞতাবসত: আল্লাহর হালাল করা বস্তুকে নিজেদের জন্য হারাম করে রেখেছে। আর আল্লাহ যা হারাম করেছে তা তোমরা অবলীলাক্রমে করে যাচ্ছ। আর এটা তোমরা করছ মানব জাতির চির শত্রু ইবলিসের প্রতারণায়, যে তোমাদের আদি পিতা আদম দম্পতিকে মিথ্যা প্রতারণা ও প্রলোভনের মাধ্যমে প্রতারিত করে জান্নাত থেকে বের করেছিল। তার কাজই হল আদম সন্তানকে বিভ্রান্ত করে তার মাধ্যমে এমন কাজ করান, যাতে তার জন্য বেহেশতের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়।

বর্ণিত সর্বশেষ ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার নিষিদ্ধ পাঁচটি কাজের একটি ফিরিস্তি দিয়েছেন তাহলো ১নং প্রকাশ্য-গোপন সব রকমের অশ্লীল কাজ, ২নং গুনাহের কাজ, (অপরাধমূলক কাজ) ৩নং অন্যায়ভাবে সীমালংঘন, ৪ নং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, ৫নং আল্লাহ প্রসংগে এমন এমন কথা বলা যে, ব্যাপারে তাদের কিছু জানা নাই।

www.pathagar.com

শিক্ষা:

১) প্রতি নামাজের সময় নামাজীকে এমন পোশাক পরতে হবে যা পূর্ণাঙ্গ। অর্থাৎ এমন পোশাক যাতে সতরও আবৃত হবে এবং অঙ্গের সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি পাবে।

২) পোশাক-আষাক ও খাদ্য-পানীয় গ্রহনে শরীয়তে কোন বিধি-নিষেধ নাই, বিধি -নিষেধ হল বাহুল্য ব্যয় অর্থাৎ অপচয়। হাদীসে আছে অহঙ্কার ও অপচয় পরিহার করে মানুষের যে কোন হালাল খাদ্য ও বৈধ পোশাক পরিধান করতে কোন বাধা নাই।

৩) হালাল-হারাম ঘোষণার মালিক একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীন। যিনি মানুষসহ যাবতীয় বস্তুর স্রষ্টা। কোন মানুষের নিজস্বভাবে কোন বস্তুকে হালাল ও কোন বস্তুকে হারাম করার কোন ইখতেয়ার নাই।

www.pathagar.com

তাকওয়া, ইত্তেহাদ, দাওয়াত ও আমর-বিল মারুফ ও নাহি-আনিল মুনকার প্রসংগে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ (١٠٢) وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (١٠٣) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (١٠٤) وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١٠٥)

(سورة آل عمران، مدنية، رقم الآية ١٠٢- ١٠٣- ١٠٤- ١٠٥)

অর্থঃ (১০২) হে ঈমানদারেরা! আল্লাহকে ভয় কর ভয়ের হক আদায় করে। আর ইসলামের উপরে অবস্থানকারী অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় খবরদার তোমরা মৃত্যুবরণ করবেনা। (১০৩) আর তোমরা সকলে মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জু ধারণ কর, তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। তোমরা আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা স্মরন কর, যখন তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে। অত:পর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে পরস্পরের জন্য ভালবাসার সৃষ্টি করলেন। ফলে তোমরা আল্লাহর মেহেরবানীতে পরস্পরের ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নি গহবরের পার্শ্বে অবস্থান

www.pathagar.com

করছিলে, আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদেরকে বাঁচিয়ে নিলেন। এভাবেই আল্লাহ তার নিদর্শন সমূহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করছেন যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পার। (১০৪) অবশ্য তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা লোকদেরকে নেক ও কল্যাণের দিকে আহবান জানাবে। আর তারা ভাল কাজের নির্দেশ দিবে ও অন্যায় কাজ হতে লোককে বিরত রাখবে। প্রকৃত পক্ষে এরাই হবে সফলকাম। (১০৫) তোমরা তাদের মত হয়োনা যারা স্পষ্ট হেদায়েত পাওয়ার পরেও মতভেদ করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আর এসব লোকের জন্যই নির্ধারিত হয়ে আছে কঠিন শাস্তি।

(সূরা আল ইমরান, মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত নং ১০২ হতে ১০৫ পর্যন্ত)

সূরার নামকরণ ও নাযিলের সময়কাল:

সূরাটির ৩৩নং আয়াতের "আল-ইমরান" কথাটিকে ভিত্তি করে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে আল ইমরান।

এই দীর্ঘ সূরাটি রসূলের মাদানী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নাযিল হলেও সূরাটির আলোচনা হতে প্রমাণ হয় যে, সূরাটির বেশীরভাগ মাদানী জীবনের ১ম দিকে নাযিল হয়েছে। কেননা অহুদ যুদ্ধ, বদর ও আহযাব যুদ্ধ রসূলের মাদানী জিন্দিগির ১ম দিকে সংঘটিত হয়েছে যার বিশদ বিবরণ এই সূরায় আছে।

ব্যাখ্যা: ১০২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুমেনদেরকে সম্বোধন করে বলতেছেন, হে মুমেনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ভয়ের হক আদায় করে। تَقْوى শব্দের শাব্দিক অর্থ হল বেঁচে থাকা, পরহিজ করা। আর শরীয়তের পরিভাষায় تَقْوَى (তাকওয়ার) অর্থ হল শিরকসহ আল্লাহর নিষিদ্ধ যাবতীয় গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা।

اَلْمُتَّقِيْ مَنْ يَتَّقِيْ عَنِ الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِيْ

www.pathagar.com

অর্থাৎ, মুত্তাকী বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি শিরকসহ যাবতীয় গুনাহের কাজ হতে নিজেকে বিরত রাখেন।

বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ মুমেনদেরকে তাকওয়ার হক আদায় করে মুত্তাকী হতে বলেছেন। অর্থাৎ কামিল মুত্তাকী, কেননা আল্লাহ অপুর্ণাঙ্গ কোন কাজ পছন্দ করেননা এবং গ্রহণও করেন না। তিনি তার বান্দার কাছ হতে কামেল ঈমানের দাবী করেছেন, যেমন দাবী করেছেন কামিল ইসলামের ও কামিল তাকওয়ার। আংশিক ঈমান, আংশিক ইসলাম ও আংশিক তাকওয়া আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়।

লক্ষ্য করার বিষয় আল্লাহ এখানে ঈমানদারদেরকে মুত্তাকী হতে বলেছেন। তার মানে ঈমানের দাবীদাররা সকলেই মুত্তাকী নয়, অথবা যে মানের তাকওয়া আল্লাহ দাবী করেন সেই মানের তাকওয়া তার ভিতরে নাই। আল্লাহ কোরআনে অন্য জায়গায় বলেছেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا آمِنُوْا অর্থাৎ হে ঈমানদারেরা, ঈমান নিয়ে আস। এখানে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে ঈমান আনার জন্য আহবান জানাচ্ছেন। তার মানে ঈমানের দাবীদার প্রত্যেকেই ঈমানদার নয়, অথবা যে মানের ঈমান আল্লাহ বান্দার কাছে কামনা করেন সে মানের ঈমান তার মধ্যে নাই। সুতরাং আমাদেরকে আল্লাহর নির্দেশের আলোকে পূর্ণাঙ্গ মুমেন, পূর্ণাঙ্গ মুসলিম ও পূর্ণাঙ্গ মুত্তাকী হওয়ার জন্য অব্যাহত চেষ্টা করতে হবে। আর কখনও যদি ভুলে অথবা শয়তানের প্ররোচনায় তাকওয়া বিরোধী কোন কাজ হয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে তওবা করে তাকওয়ার পথে ফিরে আসতে হবে।

আয়াতের শেষ বাক্যে আল্লাহ বলেছেন, তোমাদের মুত্যু যেন মুসলমান অবস্থায় হয়। আল্লাহ চাচ্ছেন আমরা যেন, সর্বাবস্থায় নিয়তই ইসলামের উপরে অবিচল থেকে ইসলাম মোতাবেক আমল করতে থাকি। তাহলেই মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করতে পাবর। কেউ কেউ এই আয়াতের অর্থ করেছেন এই বলে যে, "তোমরা মুসলমান না হয়ে মুত্যুবরণ করনা"

www.pathagar.com

আয়াতের এই অর্থ আদৌ ঠিক নয়। কেননা এর অর্থ দাড়ায় এই যে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তুমি মুসলমান হবে, যাতে তুমি মুসলমান হিসাবে মৃত্যু বরণ করতে পার। কিন্তু মুফাচ্ছেরীনদের কেহই আয়াতের এই পরবর্তী অর্থ করেননি।

১০৩ নং আয়াতে মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে আল্লাহর দ্বীনকে অবলম্বন করে ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও মতানৈক্য সৃষ্টির করে বিচ্ছিন্ন হতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। সদ্য প্রতিষ্ঠিত মদিনার এই নুতন ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যেভাবে মক্কার মুশরিকরাসহ আরব এলাকার ইহুদী ও খৃষ্টান শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্রটিকে ষড়যন্ত্র ও শক্তি প্রয়োগ করে মিটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিল, এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুহাজির-আনসার নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে এক মাত্র ইসলামকে অবলম্বন করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ও থাকার কঠোর নির্দেশ দান করেছেন। আর কোন অবস্থায়ই যেন তারা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায় সে ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। যদিও উপরোক্ত আয়াত মদীনার বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। কিন্তু এর নির্দেশনা কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য। এ প্রসংগে মুফাচ্ছেরীনের আরবীতে একটি পরিভাষা আছে। উহা হল اَلْمَوْرَدُ خَاصٌ وَالْحُكْمُ عَامٌ অর্থাৎ, নাযিল যদিও বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কিন্তু এর কার্যকারিতা সর্বকালের জন্য। ফলে মদীনার ঐ সময়ের বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হলেও এর নির্দেশনাটি সর্বকালের মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য। আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন এখানে মুসলমানদেরকে দু'টি নির্দেশনা দিয়েছে, একটি হল ইতিবাচক, অর্থাৎ, মুসলমানেরা যেন সবসময় ঐক্যবদ্ধ থাকে। আর একটি হল নেতিবাচক অর্থাৎ, মুসলমানেরা যেন দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। আয়াতে মহান আল্লাহ মুসলমানদের জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকাকে ফরজ করেছেন এবং মতভেদ করে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে হারাম করেছেন।

www.pathagar.com

হাদীস হলো কোরআনের ব্যাখ্যাঃ

জামায়াত বদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ থাকার ব্যাপারে হাদীসে আল্লাহর রসূল বিশেষভাবে তাকিদ করেছেন। এ প্রসংগে নিম্নের হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً (صحيح مسلم)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আমি আল্লাহর রসূলকে একথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমিরের আনুগত্যকে অস্বীকার করত জামায়াত পরিত্যাগ করল এবং সেই অবস্থায় মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)

হযরত আনাস (রা:) হতে রসূলের আর একটি হাদীস বর্ণিত আছে,

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ (أحمد - أبوداود)

"হযরত আনাস (রা:) বলেন, রসূল (স:) বলেছেন, যে ব্যক্তি জামায়াত ত্যাগ করে এক বিঘাত পরিমান দূরে সরে গেল, সে ইসলামের রজ্জু হতে নিজের গর্দানকে আলাদা করে নিল"। (আহমদ, আবু দাউদ)

আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ ইসলামের কেবল পূর্বে মদীনাবাসী আনসারদের পরস্পর দু'টি বংশের (আওস ও খাজরাজ) অনৈক্য ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন, তোমরা কিছু দিন আগেও পরস্পর পরস্পরের শত্রু ছিলে, তোমাদের অবস্থা ছিল এই যে, তোমরা একটি জলন্ত অগ্নি গহবরের কিনারায় এসে পৌঁছে ছিলে। ঠিক এই

www.pathagar.com

অবস্থায় মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে নবীর দাওয়াত তোমাদের কাছে পৌঁছে দিলেন, ফলে তোমরা উভয় বংশের লোকেরা ইসলামের কোলে আশ্রয় নিয়ে দুশমনি ত্যাগ করে পরস্পর মহব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ হলে। সুতরাং আল্লাহর ঐ অনুগ্রহের কথা স্মরনে রেখে তোমরা সব সময় ঐক্যবদ্ধ থাকবে। পরিশেষে আল্লহ বলছেন, এভাবেই পরিস্কার করে তোমাদের উদ্দেশ্যে আমার নির্দশনসমূহ বর্ণনা করতেছি যাতে তোমরা হেদায়েত পেতে পার। লক্ষনীয় যে, এখানে আল্লাহ কেবল ঐক্যবদ্ধ হতেই বলেননি, বরং কিসের ভিত্তিতে এবং কোন বস্তুকে অবলম্বন করে ঐক্যবদ্ধ হবে তাও বলে দিয়েছেন। তাহলো حَبْلُ اللهِ অর্থাৎ আল্লাহর রজ্জু। আল্লাহর রজ্জু বলতে এখানে কোরআনে কারিমকে বুঝান হয়েছে। মোট কথা ঐক্যকে অটুট রাখার জন্য ঐক্যের সূত্রটি শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। আর এ সুত্রটি যদি حَبْلُ اللهِ আল্লাহর রজ্জু হয়, তাহলে এর চেয়ে আর কোন সূত্রই শক্তিশালী হতে পারে না। বর্তমান দুনিয়ায় এমনকি অতীতে বিভিন্ন বস্তুকে ভিত্তি করে লোকেরা ঐক্যবদ্ধ হয় বা হয়েছে। যেমন কেথাও ভাষার ভিত্তিতে, কোথাও এলাকা বা অঞ্চলের ভিত্তিতে, কোথাও বর্ণের ভিত্তিতে আবার কোথাও গোত্রের ভিত্তিতে। ঐক্যের এসব ভিত্তি ক্ষণস্থায়ী এবং দুর্বল। পক্ষান্তরে ইসলামকে অর্থাৎ ইসলামী আদর্শকে অবলম্বন করে যে ঐক্য হয় তা অনেক মজবুত ও শক্তিশালী।

১০৪ নং আয়াতে আল্লাহ আবার মুমেনদেরকে সম্বোধন করে বলছেন, যে তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা নিয়তই লোকদেরকে কল্যাণের দিকে দাওয়াত দিবে। আর ভাল কাজ করতে লোকদের বাধ্য করবে। আর অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর এরাই হবে সফলকাম।

প্রকৃত পক্ষে দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ প্রতিটি মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। তবে আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মোনকারের জন্য

www.pathagar.com

ক্ষমতাধর হওয়া প্রয়োজন। অক্ষম ও ক্ষমতাহীন কোন ব্যক্তির পক্ষে কাউকে নির্দেশ দান বা বিরত রাখা সম্ভব নয়। তবে দাওয়াত দান সম্ভব। সাধারণভাবে সকল মুসলমানের উপরে দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ সামর্থ ও সুযোগ মোতাবেক বাধ্যতামূলক হলেও, আল্লাহ মুসলমানদের প্রত্যেক জনপদের মধ্যে কিছু লোককেই উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য সাধ্য ও সামর্থ মোতাবেক নিয়তই নিয়োজিত থাকতে বলেছেন।

১০৫ নং আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুমেনদেরকে আরও সাবধান করে দিয়েছেন যে, খবরদার তোমরা অতীতের উম্মত সমুহের মত হয়োনা, যাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে পরিস্কার নির্দেশনা আসার পরেও তারা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল। আর যারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করে এ ধরনের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তাদের জন্য নির্ধারিত আছে বড় ধরনের শাস্তি।

বর্ণিত তিনটি আয়াতে মহান আল্লাহ মুমেনদের উদ্দেশ্যে তিনটি নির্দেশনা দিয়েছেন।

১নং নির্দেশ হলো যে, মুমেনগণ তোমরা সর্বাত্মক তাকওয়ার পথ অবলম্বন করবে। আর তোমরা ইসলামের উপরে প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।

২নং নির্দেশ হলো যে, মুমেনগণ তোমরা আল্লাহর দ্বীনকে অবলম্বন করে সকলেই নিয়ত ঐক্যবদ্ধ থাকবে। আর কোন অবস্থায়ই তোমরা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে না।

৩নং নির্দেশ হলো যে, মুমেনগণ তোমরা তোমাদের মধ্যে একটি দলকে সার্বক্ষণিক ভাবে দাওয়াতে দ্বীন ও আমরে-বিল মারুফ ও নাহি আনেল মুনকারের কাজে নিয়োজিত রাখবে।

শিক্ষা :

বর্ণিত আয়াত হতে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। ১নং আমাদেরকে কামিল অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ মুত্তাকী হতে হবে। তাহলে আমরা

www.pathagar.com

আমাদের তাকওয়া দ্বারা দুনিয়া আখিরাত উভয় জাহানে লাভবান হতে পারব।

২নং আমাদেরকে অব্যাহতভাবে ইসলামী আমল ও আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে, তাহলেই আমরা মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করতে পারব যেটা আল্লাহ্ তায়ালার কাম্য।

৩নং শিক্ষা, মুমেনদেরকে আল্লাহর দ্বীনকে অবলম্বন করে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

৪নং শিক্ষা, মুমেনদের এমন কোন কাজ করা যাবে না যাতে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে ঐক্য বিনষ্ট হয়।

* * * * *

www.pathagar.com

পর্দা সম্পর্কীয় কোরআনের বিধান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُوْلِيْ الاَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْا إِلَى اللَّهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (٣١)

(سورة النور، مدنية، رقم الآية ٣٠- ٣١)

অর্থঃ (৩০) হে নবী! আপনি মুমেন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত করে এবং লজ্জাস্থান সমূহের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতা আছে। আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত আছেন। (৩১) আর আপনি মুমেন মহিলাদেরকেও বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে, তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাজত করে, আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তবে যা প্রকাশমান এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না দ্বারা বক্ষদেশ আবৃত করে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর দিকের

www.pathagar.com

পুত্র, ভাই, ভাইপো, বোনের ছেলে, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত দাসী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ, আর ঐসব বালক যারা নারীদের যৌনাংগ সম্পর্কে অচেতন, এদের ব্যতীত কারো কাছে যেন তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। আর তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদধ্বনি না করে। মুমেনগন, তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে তওবা কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

(সূরা নূর, মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত নং ৩০ হতে ৩১ পর্যন্ত)

নামকরণঃ

পঞ্চম রুকুর প্রথম আয়াতে اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ উল্লেখিত "নূর" শব্দ হতে এই সূরার নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সুরা নূর বনি মুস্তালিক যুদ্ধের সময় নাযিল হয়। এ বিষয়ে সব ঐতিহাসিকগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। বনি মুসতালিকের যুদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাকের মতে ৬ হিজরীর শা'বান মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং সূরা নূরের নাযিলের সময়কাল হিজরী ৬ষ্ঠ সন।

ব্যাখ্যাঃ যে দু'টি আয়াতের অনুবাদ এখানে পেশ করা হয়েছে এ দু'টি আয়াতে বিশেষভাবে হিজাব অর্থাৎ পর্দা সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোরআনে কারিমের দু'টি সূরায় হিজাব সম্পর্কীয় হুকুম নাযিল হয়েছে। একটি হল সূরা নূর আর একটি সূরা আহযাব। আর এ দু'টি সূরাই মদীনা শরীফে নাযিল হয়েছে। সূরা আহযাব ৫ম হিজরীতে এবং সূরা নূর ৬ষ্ঠ হিজরীতে নাযিল হয়েছে। এখানে ৩০নং আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুমেন পুরুষদেরকে দুটি নির্দেশ দিয়েছে।

একটি হলো, মুমেন পুরুষরা যেন মুহাররম নয় এমন মহিলাদের থেকে দৃষ্টিকে সংযত রাখে, আর নিজের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এখানে হুকুম হলো দুটি। ১টি চোখ বা দৃষ্টি শক্তির হেফাযত অর্থাৎ, চোখের

www.pathagar.com

পবিত্রতা রক্ষার জন্য মুহাররাম নয় এমন স্ত্রী লোকদের দিকে আগ্রহ সহকারে না তাকান।

পুরুষের জন্য আল্লাহর দ্বিতীয় হুকুমটি হলো, সে তার যৌনাঙ্গের হেফাযত করবে। অর্থাৎ একমাত্র নিজের বিবাহিত স্ত্রীর বাইরে অন্য কোন স্ত্রীলোকের সাথে মিলনের মাধ্যমে অথবা শরীয়ত নিষিদ্ধ কোন পন্থায় তারা যেন যৌন লালসাকে পূরণ না করে।

৩১নং আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুমেন মহিলাদের হিযাব সম্পর্কে ৬টি নির্দেশনা দিয়েছেন। কেননা মহিলাদের পর্দা পুরুষের পর্দার আওতা হতে অধিকতর প্রসারিত ও ব্যাপক। মহিলাদের জন্য ১নং নির্দেশ, তারা যেন তাদের চক্ষুকে সংযত রাখে। অর্থাৎ তারা যেন মুহাররম নয় এমন পুরুষদের দিকে কামভাবে না তাকায়। ২নং নির্দেশ, তারা যেন তাদের লজ্জাস্থান সমূহের (যৌনাঙ্গের) পবিত্রতা রক্ষা করে। অর্থাৎ একমাত্র আপন স্বামী ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সাথে মিলনের মাধ্যমে, অথবা সমকামিতা ও শরীয়ত নিষিদ্ধ কোন পন্থায় যেন তারা তাদের যৌন লালসা পুরণ না করে। মহিলাদের জন্য ৩নং নির্দেশ, তারা যেন তাদের সৌন্দয্যের প্রদর্শণ না করে, শুধু যা প্রকাশমান তা ব্যতীত। এখানে প্রকাশমান দ্বারা এমন সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে যা গোপন করা সম্ভব নয়। যেমন যে শাড়ী, চাদর বা বোরকা দ্বারা সে তার শরীর আবৃত করেছে, ঐ শাড়ী, চাদর এবং বোরকারও একটা সৌন্দর্য্য আছে যা গোপন করা সম্ভব নয়। মুমেন মহিলাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ৪নং নির্দেশ, তারা যেন তাদের বক্ষদেশ মাথার উড়না দ্বারা আবৃত করে রাখে। মহিলাদের জন্য ৫নং নির্দেশ, আয়াতে বর্ণিত ১২ ধরণের পুরুষ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের কাছে যেন তারা তাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ না করে। মুমেন মহিলাদের জন্য ৬নং নির্দেশ, তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সজোরে পদধ্বনী না করে।

বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন এলাকায় কোন কোন মহিলারা দু'পায়ে এক ধরণের অলঙ্কার ব্যবহার করে। পর্দাহীন মহিলারা

www.pathagar.com

চলা-ফিরার সময় দু'পায়ের অলঙ্কারের নড়াচড়া ও ঝংকারের ধ্বনি দ্বারা পর-পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষন করে থাকে। আয়াতে এই ধরণের আচরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে

পর্দার বিধানঃ

ইসলাম যেনা তথা ব্যাভিচারকে জঘন্যতম কবিরা গুনাহ্ বলে ঘোষণা দিয়ে উহাকে যেমন হারাম করেছে, তেমনি হারাম করেছে ঐসব পথ ও পন্থাকে যা মানুষকে ব্যভিচার বা যেনার দিকে আকৃষ্ট করে। ঐ সব পথ-পন্থার মধ্যে অন্যতম হলো, নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা এবং সাজ-সজ্জা সহকারে নারীদের অবাধ বিচরণ। সুতরাং যেনার পথকে রুদ্ধ করার জন্য ইসলাম হিযাবের বিধানকে বাধ্যতামূলক করেছে, যাতে নারী-পুরুষ অবাধে মেলা-মিশার মাধ্যমে যেনার দিকে আকৃষ্ট হতে না পারে।

যাদের থেকে মহিলাদের পর্দা করতে হবেনা তাদের মধ্যে পিতার উল্লেখ আছে, আয়াতে এখানে آباء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ শুধু বাপ নয়; বরং দাদা ও দাদার বাপ, নানা ও নানার বাপও এর অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ ভাবে ছেলে বলতে শুধু ছেলে নয়, বরং নাতি, নাতির ছেলে, দৌহিত্র ও দৌহিত্রের ছেলেও এর মধ্যে শামিল। ভাইদের মধ্যে সহোদর ভাই ব্যতীত বৈমাত্রীয় ও বৈপিত্রীয় ভাইকেও বুঝান হয়েছে।

হেযাব বা পর্দা সম্পর্কে হাদীসেও আল্লাহর রসূল (সঃ) বিশেষভাবে তাকিদ করেছেন, পর্দা সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ হুজুর (সঃ) হতে নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন,

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

www.pathagar.com

অর্থঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল (সঃ) বলেছেন, মহিলারা হল পর্দায় থাকার বস্তু, সুতরাং তারা যখন পর্দা উপেক্ষা করে বাহিরে বের হয়, তখন শয়তান তাদেরকে (অন্য পুরুষের কাছে) আকর্ষনীয় করিয়ে দেখায়। (তিরমিজি)

শিক্ষাঃ

(১) সূরা নূরের বর্ণিত দু'টি আয়াতের মাধ্যমে আমরা যে শিক্ষা লাভ করতে পারি তাহলো এই যে, নারী-পুরুষ উভয়কেই পর্দা করতে হবে।

(২) আয়াত থেকে ২য় যে বিষয় আমরা শিক্ষা পাই তাহলো যে, পুরুষের চেয়ে নারীর পর্দার আওতা অধিক প্রসারিত।

(৩) তৃতীয় যে শিক্ষাটি আয়াত থেকে লাভ করা যায় তা হলো মহান আল্লাহ নারী-পুরুষ উভয়কেই লজ্জাস্থান তথা যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। আর যৌনাঙ্গের পবিত্রতা ব্যাহত হয় যেনার মাধ্যমে। আর নারী-পুরুষের অবাধ মিলনই যেনার দিকে প্ররোচিত করে। তাই ইসলাম অবাধ মিলনের পথ রোধ করার জন্য পর্দাকে বাধ্যতামুলক করেছে।

* * * * *

www.pathagar.com

আল্লাহর হক ও বান্দার হক সম্পর্কীয় বিবরণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

وَاعْبُدُوْا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِيْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِيْ الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالا فَخُوْرًا (٣٦) الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُهِيْنًا (٣٧) وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الاَخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا (٣٨) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوْا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَأَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيْمًا (٣٩)

(سورة النساء، مدنية، رقم الآية: من ٣٦ الى٣٩)

অর্থঃ (৩৬) তোমরা সকলে আল্লাহর বন্দেগী কর। আর তার সাথে কাউকে শরীক করবে না। উত্তম আচরণ কর পিতা-মাতার সাথে, নিকটাত্মীয়দের সাথে, ইয়াতিম-মিসকীনদের সাথে, আত্মীয় প্রতিবেশী ও অনাত্মীয় প্রতিবেশীর সাথে। সদাচারণ করবে তোমরা তোমাদের সাথী-সঙ্গী, মুসাফের ও তোমাদের অধীনস্থ চাকর-চাকরাণীর সাথে। আর আল্লাহ কখনও দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (৩৭) যারা

www.pathagar.com

নিজেরা কৃপণতা করে ও অন্যকেও কৃপণতা করার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ তাকে স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা যা কিছু দিয়েছেন তা লুকিয়ে রাখে। আমি এসব অকৃতজ্ঞদের জন্য অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। (৩৮) আল্লাহ ঐসব লোককেও পছন্দ করেনা যারা মানুষকে দেখাবার জন্য টাকা পয়সা দান করে আর প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করেনা এবং শয়তান যার সাথী হয়েছে সে জঘন্যতম সাথী পেয়েছে। (৩৯) তাদের কি ক্ষতি ছিল, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান নিয়ে আসতো এবং আল্লাহ তাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছে তা হতে দান করত, আর আল্লাহ তো তাদের ব্যাপারে অবগত আছেন।

(সূরা নিসা মদীনায় অবতীর্ণ ৩৬ নং আয়াত হতে ৩৯ পর্যন্ত)

নামকরণঃ

এই সূরার কয়েক জায়গায়ই النِّسَاءَ নিসা শব্দ এসেছে সে কারণে এ সূরার নাম সূরা নিসা রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়কালঃ

সূরার বিষয়বস্তুর উপরে নজর করলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ সূরাটি মদীনা শরীফে হিজরী ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম হিজরী সনের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ দুনিয়ায় মানুষের উপরে দুই ধরণের হক বর্তায়। তার একটা হলো মানুষের উপরে আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালার হক। মানুষের উপরে আল্লাহর হক হলো, মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে আর তার সাথে কাউকে শরীক করবেনা। ৩৬ নং আয়াতে সর্ব প্রথম আল্লাহ এই হকের কথাই বলেছেন যে, "হে মানব জাতি তোমরা আমার ইবাদাত কর আর আমার সাথে কাউকে শরীক করবেনা।" শির্‌ক এমন একটা গুনাহ যা আল্লাহ, তওবা করে শির্‌ক পুরাপুরি প্রত্যাখ্যান না করা পর্যন্ত মাফ করবেন না। কোরআনে কারিমে আল্লাহ বলেন,

www.pathagar.com

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَالِكَ

"অবশ্য আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না। তবে শিরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ মাফ করবেন।"

আয়াতে মানুষের উপরে মহান আল্লাহর হকের বিবরণ দেয়ার পরেই মানুষের পরস্পরের উপরে পরস্পরের যে হক আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার বিবরণ দিয়েছেন। আয়াতে এখানে আল্লাহর হকের পরেই পিতা-মাতার হকের বিবরণ দিয়েছেন। কেননা আত্মীয়-স্বজনসহ অন্যান্য যে সব মানুষের উপরে মানুষের হক বর্তায় তার ভিতরে সর্বাগ্রে হলো পিতা-মাতা। কেননা মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহর পরেই মানুষের উপরে সবচেয়ে বেশী অনুগ্রহ ছিল পিতা-মাতার। মা, তাকে গর্ভে ধারণ করেছে, স্তন্য দিয়েছে ও দীর্ঘদিন তাকে কোলে কাকে বহন করেছে। আর তার শিশু অবস্থা থেকে আরম্ভ করে যৌবনে পৌছা পর্যন্ত তার সেবা শশ্রুষাসহ যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেছে তার পিতা। সুতরাং হক সংশ্লিষ্ট সকল আত্মীয়-স্বজন ও অন্যানের চেয়ে পিতা-মাতার হক সর্বাগ্রে ও সর্বাধিক। কোরআন ও হাদীসে পিতা-মাতার অধিকারের ব্যাপারে যথেষ্ট তাকিদ এসেছে। সূরা লুকমানে আল্লাহ রব্বুল আলামীন পিতা-মাতার অধিকারের বর্ণনা দেয়ার পরই বলছেন: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ "তোমরা আমার ও পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক।" সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা হতে একটি হাদীস নিম্ন মর্মে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ ». قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

(صحيح مسلم)

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রসূল (স.) (সাহাবাদের মজলিসে) বললেন, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলা মলিন হোক! ঐ ব্যক্তির নাম ধুলা মলিন হোক, সাহাবীদের মধ্য হতে কেউ বললেন, হুজুর এই হতভাগ্য ব্যক্তিটি কে? হুজুর বললেন, সে হলো ঐ ব্যক্তি যে, পিতা-মাতা উভয়কে অথবা কোন একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও বেহেশতে যেতে পারল না। (মুসলিম)

رَغِمَ أَنْفُهُ আরবী একটি পরিভাষা। এর শব্দার্থ হলো, তার নাম ধুলা মলিন হোক। বাংলা ভাষায় এটা হতভাগ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। হাদীসটির মর্মার্থ এই যে, যে সন্তান তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা কোন একজনকে বার্ধক্য ও দুর্বল অবস্থায় পেয়েও সেবা-সশ্রুষার মাধ্যমে তাদেরকে সন্তুষ্ট করে বেহেশতে যেতে পারল না, তার মত হতভাগ্য আর কেউ হতে পারে না। সুতরাং পিতা-মাতাকে বার্ধক্য, অসহায় ও দুর্বল অবস্থায় পাওয়া সন্তানদের জন্য সৌভাগ্য ও আল্লাহর পক্ষ হতে একটি পরীক্ষাও বটে। আল্লাহ ও রসূলে বিশ্বাসে প্রতিটি মানুষের এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জান্নাত লাভ করা উচিত।

আয়াতে পিতা-মাতার হকের পরেই নিকট আত্মীয়ের হকের কথা বলা হয়েছে।[১] আত্মীয়দের সকলেরই সকলের উপরে হক আছে। তবে এ হকে তারতম্য আছে। আত্মীয়দের মধ্যে আপন চাচাও আছে। আবার চাচাত চাচাও আছে। আবার চাচাত ভাইও আছে এবং আপন ভাইও আছে। এখানে আপন চাচার হক চাচাত চাচার চেয়ে অধিক। যেমন অধিক আপন ভাইয়ের হক চাচাত ভাইয়ের চেয়ে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স.)

---

১. আত্মীয়, বিশেষ করে নিকট আত্মীয় যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক আছে, তাদের সাথে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখা এবং কোন অবস্থায়ই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করার জন্য আল্লাহ মানুষকে তার পবিত্র কালামে বার বার সতর্ক করেছেন। সূরা নিসার ১নং আয়াতের একাংশে আল্লাহ বলেন,

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (سورة النساء - ١)

www.pathagar.com

আমাদেরকে একটি মুলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন। তা হলো: اَلأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ অর্থাৎ সম্পর্কের দিক দিয়ে যে যত কাছে তার হক তত বেশী।

আয়াতে নিকট আত্মীয়ের হকের পরেই বলা হয়েছে ইয়াতিমের ও মিসকিনের হকের কথা। তার পরে আত্মীয় প্রতিবেশী ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী কথা। এখানে হকের তারতম্য আছে। যেমন আত্মীয় ইয়াতিমের হক অনাত্মীয় ইয়াতিমের চেয়ে অধিক। যেমন অধিক আত্মীয় মিসকীনের হক অনাত্মীয় মিসকীনের চেয়ে। রসূল (স.) বলেছেন, মিসকীনকে দান করলে একটা হক অর্থাৎ মিসকীনের হক আদায় হয়। আর আত্মীয় মিসকীনকে দান করলে দু'টো হক আদায় হয় অর্থাৎ আত্মীয়ের হক ও মিসকীনের হক। অনুরূপভাবে আত্মীয় প্রতিবেশীর হক অনাত্মীয় প্রতিবেশীর চেয়ে অধিক। তবে হক উভয়েরই আছে।[২] এর পরে বলা হয়েছে পার্শ্বে উপবিষ্ট সাথী-সঙ্গী। এরা খণ্ডকালীন সঙ্গী হলেও এদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের হক ও অধিকার আছে। যা আদায় করার জন্য আল্লাহ ও তার রসূল (স.) নির্দেশ দিয়েছেন। আয়াতের

অর্থ: "তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নাম নিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। আর সতর্ক থাকবে আত্মীয়-স্বজনদের (অধিকারের) ব্যাপারে।" অবশ্য আল্লাহ তোমাদের উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। (সূরা নিসা আয়াত নং -১)

কোরআনে কারিমের সূরা মুহাম্মাদে আল্লাহ বলেন,

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (٢٣)

অর্থ: "তবে কি তোমরা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে ধরাপৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টি করবে আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এদের উপরে আল্লাহ লা'নত, আল্লাহ এদেরকে বধির ও অন্ধ করেছেন। (সূরা মুহাম্মদ আয়াত নং ২৩ ও ২৪)

মহানবী তাঁর পবিত্র হাদীসে আত্মীয়তার হকের ব্যাপারে তার উম্মতকে বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন। এ প্রসংগে নিম্নে ২টি হাদিস পেশ করা হলো-

١) وَ عَنْ سَلْمَانَ ابْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَهِىَ عَلَىْ ذِىْ الرَّحْمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

শেষাংশে আল্লাহ অসহায় মুসাফির ও অধীনস্ত চাকর-চাকরাণীর হকের উল্লেখ করেছেন।

দাস-দাসী ও চাকর-চাকরানী সম্পর্কে আল্লাহর রসূল (স.) বলেছেন,

হযরত সালমান বিন আমের বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, মিসকীনকে দান করলে শুধু দানের সওয়াব পাবে। আর দরিদ্র আত্মীয়কে দান করলে দানের সওয়াব যেমন পাবে, তেমনি আত্মীয়ের হক আদায় করার সওয়াব পাবে। (তিরমিযি)

২) وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالَّذِىْ بَعَثَنِى بِالْحَقِّ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهِ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةُ مُحْتَاجُوْنَ اَلَى صِلَتِهِ وَيَصْرِفُ اِلَىٰ غَيْرِهِمْ

(الترغيب)

হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রসূল (সঃ) বলেন, আমি সেই সত্তার শপথ করে বলছি যিনি আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার অনুগ্রহপ্রার্থী আত্মীয়কে বাদ দিয়ে অন্যকে দান করে, আল্লাহ তার এ দান কিছুতেই কবুল করবেন না। উপরোক্ত কোরআন ও হাদীসের নির্দেশনার আলোকে আত্মীয়দের হকের ব্যাপারে আমাদের সকলকে সতর্ক থাকতে হবে, আর আমাদের কারও পক্ষে আত্মীয়দের সাথে এমন আচরণ করা যাবে না যাতে আত্মীয়তার সম্পর্ক দূর্বল, ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ছিন্ন হতে পারে।

২. প্রতিবেশীর হকের প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল (স:) বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্বাস (রা.) নিম্নে বর্ণিত হাদিসটি হুজুর (স:) হতে বর্ণনা করেছেন।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ (مشكوة)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর রসূলকে (স:) একথা বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে খায় আর তারই পার্শ্বে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্থ থাকে সে কিছুতেই মুমেন নয়।

হযরত আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত হাদিসটি প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে খুবই প্রনিধানযোগ্য।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: ما زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أنَّهُ لَيُوَرِّثُهُ (صحيح البخاري ومسلم)

হযরত আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (স:) বলেছেন, নিয়তই জিবরীল (আ:) আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে তাকিদ দিচ্ছিলেন। এমনকি এক সময় আমার এ ধারণা হয়েছিল, হয়ত আল্লাহ প্রতিবেশীকে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী করবেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

إِخْوَانُكُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَ اللّٰهُ تَحْتَ أَيْدِكُمْ (الحديث)

"এরা হল তোমাদের ভাই। এরা হল তোমাদের ভাই। আল্লাহ এদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছে। সুতরাং তোমরা যা খাবে তাই তাদেরকে খাওয়াবে আর তোমরা যা পরিধান করবে তাই তাদেরকেও পরিধান করাবে।"

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ বলছেন, "আল্লাহ কিছুতেই দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। আয়াতের এ অংশ দ্বারা এ কথা বুঝান হয়েছে যে, উপরোক্ত হক হুকুক আদায়ের ব্যাপারে তারাই বেপরোয়া যারা অহংকারী ও দাম্ভিক। পরবর্তী ৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারা এমন লোক নিজেরাও কৃপণতা করে আর সাথী-সঙ্গী অন্য লোকদেরকেও কৃপণতা করার নির্দেশ দেয়। অর্থাৎ শুধু নিজেরাই এই ঘৃণিত কাজটা করে থেমে যায় না বরং অন্যকেও এই ঘৃণিত কাজটি করার পরামর্শ দেয় ও উৎসাহিত করে। উপরন্তু তারা আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাকে যে সম্পদ দিয়েছে তা অন্য থেকে গোপন করে। আল্লাহ ঘোষণা দেন যে, আমি এসব অকৃতজ্ঞদের জন্য অসম্মানজনক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।

যারা আল্লাহ ও বান্দার হকের ব্যাপারে বেপরোয়া তারা তিন ধরনের অপরাধে লিপ্ত। এক, তারা নিজেরা কৃপন। দ্বিতীয়, অন্যান্যদেরকেও তারা কৃপন হওয়ার পরামর্শ বা নির্দেশনা দেয়। তৃতীয় যে জঘন্য পাপ কাজটিতে সে লিপ্ত। তা হলো আল্লাহ তাকে যে, সহায়-সম্পত্তি দিয়েছে তা অন্য থেকে গোপন করে। যাতে অন্যান্যরা তাকে অসচ্ছল মনে করে কেহ তার কাছে ধার-করজ বা অনুদানের জন্য না আসে। প্রকৃত পক্ষে কৃপন আর যারা সম্পদ গোপন করে তারাই আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায়ের ব্যাপারে উদাসীন ও বেপরোয়া।

স্বচ্ছল ব্যক্তি যাতে তার স্বচ্ছলতা গোপন না করে এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল লোকদেরকে হুশিয়ার করেছেন। একদা রসূলের একজন ধনবান

www.pathagar.com

সাহাবী একেবারেই সাধারণ কাপড়-চোপরে রসূলের দরবারে আসলেন। রসূল (স.) তাকে এ অবস্থায় দেখে বললেন,

أَلَكَ مَالٌ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ "তোমার কি কোন সম্পদ আছে? জওয়াবে সে বলল, হে আল্লাহর রসূল।" রসূল তাকে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, مِنْ أَيِّ مَالٍ "তোমার কি কি সম্পদ আছে?" জওয়াবে সে বলল, হুজুর আমাকে আল্লাহ জমি-জায়গা, বাগ-বাগিচা, গরু-ছাগল ইত্যাদি সব ধরণের সম্পদ দিয়েছেন। হুজুর তখন তাকে লক্ষ্য করে বললেন, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ "আল্লাহ বান্দাকে যে নেয়ামত দান করেছেন তার প্রমাণ তার পোশাক-আশাক ও চাল-চলনে প্রকাশ হোক এটা আল্লাহ কামনা করেন।" কেননা ধনী যদি দরিদ্রের ন্যায় চলা-ফেরা করে, তাহলে অভাবীরা তাকে তাদের মত অভাবী মনে করে তার কাছে কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে না।

৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন, আমি আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করি না, যারা লোক দেখাবার জন্য দান করে। অথচ তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। পরিশেষে আল্লাহ বলছেন, শয়তান যার সঙ্গী হয়েছে তার ভাগ্যে খুব খারাপ সঙ্গীই জুটেছে।

৩৯ নং আয়াতে আল্লাহ আপসোসের সাথে বলছেন, তাদের কি ক্ষতি হত যদি তারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান নিয়ে আসত এবং আল্লাহর দেয়া সম্পদ হতে দান করত। আর আল্লাহ তো তাদের ব্যাপারে সব কিছু অবগত।

শিক্ষাঃ

কোরআনে করিমের সূরা নেসার ৩৭, ৩৮, ৩৯ নম্বর এই তিনটি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে দুই ধরণের হক বা অধিকার সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

www.pathagar.com

১ নম্বর হলো হুকুকুল্লাহ অর্থাৎ, মানুষের উপরে আল্লাহর হক। মানুষের উপরে আল্লাহর হক হলো মানুষ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে ন।

২ নম্বর হক হলো মানুষের পরস্পরের উপরে পরস্পরের হক। এ হক হলো আট প্রকার: ১. পিতা-মাতার হক। ২. নিকট আত্মীয়ের হক। ৩. ইয়াতিমের হক। ৪. মিসকিনের হক। ৫. আত্মীয় প্রতিবেশীরক হক। ৬. অনাত্মীয় প্রতিবেশীর হক। ৭. অস্থায়ী বা খণ্ডকালীন প্রতিবেশীর হক। ৮. অধীনস্থ দাস-দাসী বা চাকর-চাকরাণীর হক।

উপরোক্ত আলোচ্য আয়াতগুলো হতে আমরা আর একটা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, তা এই যে, আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, উপরোক্ত দুই ধরণের হকের ব্যাপারে তারাই গাফেল ও বেপরোয়া হয় যারা অহংকারী, কৃপন ও স্বচ্ছলতা গোপনকারী। সুতরাং আমরা যেন ঐসব দোষ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে পারি, যেসব দোষ মানুষকে আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায়ের ব্যাপারে গাফেল ও উদাসীন করে।

* * * * *

www.pathagar.com

আল্লাহর রাহে সম্পদ ব্যয় করার ফজিলত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (٢٦١) الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُوْنَ مَا أَنْفَقُوْا مَنًّا وَلاَ أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٢٦٢) قَوْلٌ مَعْرُوْفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ (٢٦٣) يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُوْنَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوْا وَاللَّهُ لاَ يَهْدِيْ الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ (٢٦٤)

(سورة البقرة، مدنية، رقم الآية: من ٢٦١ الى ٢٦٤)

অর্থঃ (২৬১) যারা আল্লাহর পথে স্বীয় সম্পদ ব্যয় করে, তাদের এব্যয়ের দৃষ্টান্ত হলো একটি শস্য বীজের ন্যায়, যা থেকে সাতটি শীষ বের হয়ে আসে। আর প্রতিটি শীষের সাথে থাকে একশত করে দানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে এর চেয়েও অধিক দিবেন। আল্লাহ উদারহস্ত ও মহাজ্ঞানী। (২৬২) যারা স্বীয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, অত:পর

www.pathagar.com

ঐ ব্যয়ের পিছনে কোন রকম খোঁটা কিম্বা মনোকষ্ট দেয় না। তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে রক্ষিত থাকবে, আর তাদের ভয় বা আশংকার কোন কারণ থাকবে না (২৬৩) মিষ্টি ভাষা ও ক্ষমা প্রদর্শন, ঐ দান হতে অনেক উত্তম যে দানের পিছনে মনোকষ্ট থাকে। আর আল্লাহ হলেন মুখাপেক্ষীহীন ও ধৈর্যশীল (২৬৪) হে ঈমানদারেরা, তোমরা খোঁটা ও মনোকষ্ট দিয়ে তোমাদের দানকে বরবাদ করোনা। ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে লোক দেখানোর জন্য দান করে, অথচ সে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করেনা। এর দৃষ্টান্ত হলো যেমন একটি মসৃন পাথরখন্ড, যার উপরে ছিল মাটির আস্তরণ। অত:পর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে ধুয়ে মুছে ছাফ করে দিলো। সে তার অর্জিত বস্তুর কোন প্রতিদান পাবেনা। আর আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

(সূরা বাকারা মদীনায় অবতীর্ণ ২৬১ নং হতে ২৬৪ পর্যন্ত)

নামকরণ:

বর্ণিত আয়াতসমূহ সূরা বাকারা হতে গ্রহণ করা হয়েছে। আরবী ভাষায় بَقَرَةٌ "বাকারা" বলা হয় গাভীকে। এই সূরার ৬৭ নং আয়াতে (বাকারা) গাভীর কথা এসেছে। তাই ঐশব্দ অনুসারে সূরার নাম গাভী অর্থাৎ বাকারা রাখা হয়েছে। আরবী ভাষার ব্যবহারে এটাকে বলা হয় اِسْمُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ বস্তুর নাম তার একটি অংশ দ্বারা রাখা।

নাযিলের সময়কাল:

সূরা বাকারা কোরআন মজিদের দীর্ঘ সূরা সমূহের একটি অন্যতম সূরা। এ সূরার অধিকাংশ অংশ রসূলের মদীনা শরীফে হিজরতের পরপরই নাযিল হয়েছে।

www.pathagar.com

শানে নযুলঃ

হুজুরের এবং মক্কায় ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের বড় একটি অংশ মদীনায় হিজরতের পরপর মদীনার নব প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্রের উপরে যে আর্থিক চাপ পড়েছিল এবং মুসলিম সমাজের বিশেষ করে মুহাজিরদের পুণর্বাসন ইত্যাদি ব্যাপারে যে আর্থিক প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, উহা পুরণের নিমিত্ত মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন ঈমানদার স্বচ্ছল লোকদেরকে মুক্ত হস্তে দানের জন্য বর্ণিত আয়াত সমূহে আহবান জানিয়েছেন।

ব্যাখ্যাঃ

উদ্বৃত্ত ২৬১নং আয়াতে মহান আল্লাহ যারা নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করে, তাদের এই দানের প্রতিদান কিভাবে বাড়িয়ে কয়েকশত গুণ করে দিবেন, তার একটি উদাহরণ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, চাষী যেমন জমিনে একটি বীজ বা দানা বপন করল। আর ঐ বীজ হতে সাতটি একশত দানা বিশিষ্ট ছড়া বের হয়ে আসল। ফলে চাষী একটি দানা বপন করে সাতশতটি দানা লাভ করল। অনুরূপভাবে আল্লাহর রাহে দানকারী ব্যক্তি তার দানের বিপরীতে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছ থেকে একটি মুদ্রার বিনিময় সাতশত মুদ্রা দানের সওয়াব পাবে। ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহ এর চেয়েও অধিক সওয়াব দিবেন। বর্ণিত আয়াতটি আয়াতে আমছালের (اَمْثَالْ) অন্তর্ভুক্ত। মুফাচ্ছেরীনেকেরাম পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। এক প্রকারের আয়াত হল আয়াতুল আহকাম। آيَاتُ الاَحْكَام অর্থাৎ যেসব আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষকে কোন কিছু করার বা না করার হুকুম দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন, أَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَآتُوْ الزَّكَاةَ অর্থাৎ তোমরা নামাজ কায়েম কর ও জাকাত দাও। এটা হলো আয়াতুল আহকাম, অর্থাৎ নির্দেশনামূলক আয়াত। দ্বিতীয় প্রকারের

www.pathagar.com

আয়াত হলো আয়াতুল আমছাল اٰيَاتُ الْاَمْثَالْ। অর্থাৎ যেসব আয়াত দ্বারা আল্লাহ কোন উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ সূরা জুময়ায় ইহুদী আলেম যারা তাদের ইলম মোতাবেক আমল করত না। তাদের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوْا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

এসব আলেমদের উদাহরণ হলো যেমন গাঁধা, গাঁধা তার পিঠে কি বোঝা চাঁপান হয়েছে তার খবর সে রাখেনা। তেমনি ইহুদী আলেমরা তওরাতের আলেম হওয়া সত্ত্বেও তওরাতের উপরে আমল না করার কারণে ঐ ভারবাহী গাঁধার ন্যায়, যে তার পিঠে কি বোঝা চাঁপানো হয়েছে তার খবর রাখেনা। তৃতীয় প্রকারের আয়াত হল, আয়াতুল কাসাস্ اٰيَاتُ الْقَصَصِ অর্থাৎ ঘটনা সমূহের আয়াত। মহান আল্লাহ মানুষকে হেদায়াতের পথে আনার জন্য পবিত্র কোরআনে বেশ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যেমন ফেরাউন, নমরূদের ঘটনা এবং তাদের করুণ পরিণতি। অন্যদিকে ইব্রাহিম ও ইউসূফ আলাইহিসসালামের ঘটনা এবং তাদের সফলতার কাহিনী।

আলোচ্য সূরা বাকারার ২৬১নং আয়াতটি আয়াতুল আমছালের অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ এই আয়াতটি দ্বারা আল্লাহর রাহে দানকারী ব্যক্তির কয়েক শতগুণ সওয়াব প্রাপ্তির প্রসংগটিকে একজন চাষীর বীজ বপন আর একটি বীজ বা দানার মাধ্যমে কয়েক শতগুণ দানা প্রাপ্তির উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজে থেকেই কিছু নিয়ম-নীতি অনুসরণ করার ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন, কোরআনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন,

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا

www.pathagar.com

অর্থাৎ "কেউ যদি কোন নেক কাজ করে, তাহলে তাকে কমপক্ষে ঐ কাজের দশগুণ সওয়াব দেয়া হবে। আর যদি কেউ কোন পাপ কাজ করে তাহলে তাকে শুধুই ঐ টুকু শাস্তি দেয়া হবে, যেটুকু পাপ সে করেছে।" অর্থাৎ আল্লাহ নেককারকে অতিরিক্ত দিয়ে মেহেরবানী করবেন, কেননা আল্লাহ মেহেরবান, অন্যদিকে আল্লাহ পাপীকে পাপের শাস্তি অতিরিক্ত দিয়ে তার প্রতি জুলুম করবেন না। কেননা আল্লাহ জালেম নন।

হাদীস হল কোরআনের ব্যাখ্যা। নেক কাজের অধিক সওয়াব দানের ব্যাপারে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীস নিম্নে পেশ করা হলো,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ (بخاري ومسلم)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল (সঃ) বলেছেন, আদম সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের প্রতিদান মহান আল্লাহ দশগুণ হতে আরম্ভ করে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিবেন। (বুখারী, মুসলিম)

সম্পদ ব্যয়ের ব্যাপারটা এখানে বিশেষ কোন খাতের সাথে নির্দিষ্ট নয়। বরং ব্যাপক যেমন, গরীব-মিসকিনের জন্য দান, অভাবী আত্মীয়-স্বজনদের জন্য, মাসজিদ -মাদ্রাসাসহ যেকোন জনকল্যাণমূলক কাজে দান, আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য ব্যয় বা দান, এমনকি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয়ও ইহাতে সামিল।

একই ধরনের কাজের সওয়াব কাউকে দিবেন দশগুণ, কাউকে একশতগুণ আবার কাউকে সাতশত গুণ এটা কেন? এর জওয়াব হলো আল্লাহ দানের পরিমাণ দেখে সওয়াব দিবেন না। বরং কোরবানী বা

www.pathagar.com

স্যাকরিফাইজের মাত্রা বিবেচনা করে সওয়াব দিবেন। মনে করুন, এক ব্যক্তি এক হাজার টাকার মালিক, আর ব্যক্তি এক লাখ টাকার মালিক, আর একজন হলো এক কোটি টাকার মালিক। এরা তিনজনই একটি উত্তম কাজের জন্য একশত টাকা করে দান করলেন। পরিমানের বিবেচনায় সকলের দান সমান হলেও, কোরবাণীর মাত্রায় বেশ তারতম্য আছে। এখানে হাজার টাকার মালিকের কোরবানী লাখ ও কোটি টাকার মালিকের চেয়ে অধিক, আবার লাখ টাকার মালিকের কোরবাণী, কোটি টাকার মালিকের চেয়ে অধিক। সুতরাং মহান আল্লাহ সওয়াব দানের ব্যাপারে শুধু ব্যয়কৃত সম্পদের পরিমান দেখবেন না। বরং দানকারী বান্দার কোরবাণীর মাত্রা বিবেচনায় নিয়ে প্রতিদান দিবেন। পরবর্তী ২৬২, ২৬৩ ও ২৬৪ নং আয়াতে পরম করুণাময় আল্লাহ যেসব আচরণের কারণে দানকারীর দান আল্লাহর দরবারে কবুল হয় তার বিবরণ যেমন দিয়েছেন, তেমনি যেসব জঘন্য আচরণ দ্বারা দানকারীর দান বরবাদ হয়ে যায় তার বিবরণও দিয়েছেন। ২৬২নং আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করেন, আমার যেসব বান্দারা আমার রাহে দান-খয়রাত করে, অত:পর অনুদান গ্রহণকারীকে কোন রকমের খোঁটা বা মনে কষ্ট দেয়না, তাদের প্রতিদান আমার কাছে পূর্ণ হেফাযতে থাকবে, আর তাদের কোন ভয় বা চিন্তার কারণ থাকবে না। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলছেন, যে দানের পিছনে মনোকষ্ট থাকে ঐ দানের চেয়ে মিষ্টি কথার মাধ্যমে বিদায় করা অথবা ক্ষমা করা বা ক্ষমা চেয়ে নেয়া অনেক উত্তম।

২৬৪নং আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ঈমানদার বান্দাদেরকে সম্বোধন করে বলছেন, যে হে ঈমানদারেরা! দান গ্রহীতাকে খোঁটা দিয়ে অথবা তার মনে কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে বরবাদ করবে না। যেমন বরবাদ করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দানকারী ব্যক্তিরা। প্রকৃতপক্ষে এ ধরণের লোকদের আল্লাহ ও পরকালে আদৌ বিশ্বাস নাই। আয়াতের শেষাংশে কিভাবে মনে কষ্ট ও খোঁটা দানকারী ও রিয়াকারের দান বরবাদ হয়ে যায় তার একটি উদাহরণ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ বলছেন, এসব রিয়াকার ও খোঁটা দানকারীদের দানের দৃষ্টান্ত যেমন একখানা মসৃণ পাথর খন্ড, যার উপরে আছে মাটির আস্তরণ, হঠাৎ মুশলধারে বৃষ্টি এসে পাথর খন্ডের মাটিকে ধুয়ে-মুছে শেষ করে দিল। অনুরূপভাবে রিয়াকার ও খোঁটাদানকারীর দানের সওয়াব খোঁটা ও রিয়ার বর্ষা ধুয়ে মুছে ছাফ করে দেয়। ফলে পরকালে তার আল্লাহর কাছে কিছুই প্রাপ্য থাকবে না। আর আল্লাহ কুফরীর পথ অবলম্বন কারীদেরকে কখনও হেদায়েত দেন না।

যে ব্যক্তি দান করে সুযোগমত দান গ্রহণকারীকে খোঁটা দেয় তার ব্যাপারে রসুলের নিম্নোক্ত হাদীসটি খুবই প্রনিধানযোগ্য-

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ، قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: اِلْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ (صحيح مسلم)

অর্থঃ "হযরত আবু জার গেফারী হতে বর্ণিত রসূল (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন পরম পরাক্রমশালী আল্লাহ (গোস্বাভরে) তিন ধরনের লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, আর তাদের গুনাহখাতা মাফ করে তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য নির্ধারিত আছে বেদনাদায়ক শাস্তি। আবু জার গেফারী (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল, এরা কারা? হুজুর বললেন, একজন হলো সে, যে গর্বভরে পরিধানের বস্ত্র পায়ের গোড়ালীর নীচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেয়, ২য় হলো ঐ ব্যক্তি যে দান করে খোঁটা দেয়, আর ৩য় হলো ঐ ব্যক্তি যে মিথ্যা কসম করে পণ্য বস্তুর কাটতি বাড়ায়।" (মুসলিম)

www.pathagar.com

দান গ্রহণকারীকে খোঁটা দেয়া যে, কত বড় অপরাধ উপরোক্ত হাদীসের ভাষ্যে আমরা তা অবহিত হতে পারি।

শিক্ষা ঃ

সুরা বাকারার আলোচ্য চারটি আয়াত হতে আমরা তিনটি শিক্ষা লাভ করতে পারি।

এক, ২৬১ নং আয়াত দ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে, নিছক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নেক কাজে যে অর্থ ব্যয় করা হয়। তার সওয়াব আল্লাহ রব্বুল আলামিন বাড়িয়ে দিবেন। আর এই বাড়তির পরিমাণ দানকারী ব্যক্তির নিয়ত ও ত্যাগের বিবেচনায় সাতশতগুণ এমনকি তার চেয়েও অধিক হতে পারে।

দুই, আয়াতে মহান আল্লাহর দানকারীকে সাবধান করেছেন, যে সেযেন দান গ্রহীতার ব্যাপারে এমন কোন আচরণ না করে যাতে তার মনে কষ্ট পায়। অর্থাৎ দান করে খোটা দেয়া বা অন্যত্র বলে বেড়ান দানের সওয়াবকে বরবাদ করে দেয়।

তিন, আয়াতের শিক্ষা হলো এই যে, যদি কোন কারণে অনুগ্রহ প্রার্থীকে কিছু না দেয়া যায় তা হলে যেন তাকে সুন্দর কথা বলে বিদায় করা হয়। এমনকি সে যদি দুর্ব্যবহার করে তাহলেও যেন তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

* * * * * *

www.pathagar.com

বাতিল পন্থায় মানুষের সম্পদ ভোগ করা ও আল্লাহর পথ হতে মানুষকে ফিরিয়ে রাখা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لاَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (٣٥)

(سورة التوبة مدنية رقم الآية: من ٣٤ الى ٣٥)

অর্থঃ (৩৪) ঈমানদারেরা (আহলে কিতাবের) অধিকাংশ আলেম ও পীরেরা মানুষের সম্পদ নাহক পন্থায় ভোগ করে। আর লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে ফিরিয়ে রাখে। যারা সোনা ও রূপা (সম্পদ) জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে উহা ব্যয় করেনা তাদেরকে বেদনাদায়ক আজাবের সুসংবাদ দাও। (৩৫) এমন একদিন আসবে যেদিন এ সোনা-রূপাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, অত:পর উহা দ্বারা তাদের ললাটে, পাজরে ও পৃষ্টদেশে দাগ দেয়া হবে। (বলা হবে) এই সেই সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং তোমরা তোমাদের সেই জমা করা সম্পদের স্বাদ গ্রহণ কর।

(সূরা তওবা মদীনায় অবতীর্ণ ৩৪ নং আয়াত হতে ৩৫ নং আয়াত পর্যন্ত)

www.pathagar.com

নামকরণঃ

এ সুরাটি দু'টি নামে পরিচিত আত্তওবা ও আল বারায়াত। এ দুটি শব্দই সূরার মধ্যে আছে তাই ঐ শব্দ দ্বারা সূরার নাম রাখা হয়েছে।

নাযেলের সময়কাল ও শানে নযুলঃ

এ গোটা সূরাটি মক্কা বিজয় ও হুনাইনের যুদ্ধের পরে তবুক যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে। এ সূরায় নিবেদিত প্রাণ মুমেনদের প্রসংগে যেমন আলোচনা আছে, তেমনি আলোচনা আছে মুসলমানদের সমাজে লুকায়িত কপট মুনাফিকদের ব্যাপারে, আরও আলোচনা আছে আহলে কিতাব ইহুদী খৃষ্টানদের ব্যাপারে।

ব্যাখ্যাঃ এখানে এই দীর্ঘ সূরাটির মধ্যে হতে মাত্র দু'টি আয়াত উদ্ধৃত করে তার অর্থ পেশ করা হয়েছে। এখানে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন ঈমানদারদেরকে উদ্দেশ্য করে সেই সময়ের আহলি কিতাব দুটি জাতি অর্থাৎ ইহুদি ও নাসারাদের আলেম ও পীর-বুজর্গের লেবাসধারীরা কিভাবে ধর্ম্মের নাম করে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করতো, তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। ৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, হে ইমানদারেরা অধিকাংশ ধর্মের লেবাসধারী আলেম ও পীর-বুজর্গেরা বিশেষভাবে ধর্মের নামে প্রতারণার মাধ্যমে মানুষের কাছে থেকে সম্পদ সংগ্রহ করলেও তারা মানুষকে প্রকৃত পক্ষে ধর্ম হতে ফিরিয়ে রাখে। এই একই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ বলছেন, এসব কপটেরা ধর্মের নামে প্রতারণার মাধ্যমে প্রচুর সম্পদ জমা করলেও তা তারা আদৌ আল্লাহর রাহে ব্যয় করেনা। এমন কি তারা জাকাতও দেয় না। ৩৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে পরকালে এসব কপটদের জমাকৃত মালকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের কপালে, পাজরে ও পিঠের উপরে দাগ দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে নাও, তোমরা তোমাদের জমাকৃত মালের স্বাদ গ্রহণ কর।

www.pathagar.com

اَحْبَارٌ হলো حَبْرٌ এর বহুবচন, আর رُهْبَانٌ হলো رَاهِبٌ এর বহুবচন। ইহুদী আলেমদেরকে বলা হতো احبار। আর খৃষ্টানদের তথাকথিত দুনিয়া ত্যাগি ধর্মীয় লোকদেরকে বলা হতো رهبان। আয়াতে আলেম হওয়া এবং দুনিয়া ত্যাগী ফকির, দরবেশ হওয়াকে মালামত করা হয়নি। বরং মালামত করা হয়েছে। তাদের আল্লাহর মর্জি বিরোধী একটি জঘন্য কাজকে, উহা হলো ধর্মের নামে প্রতারণার মাধ্যমে মানুষের কাছ থেকে তাদের অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করে আত্মসাৎ করা। একদিকে তারা ফতওয়া বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করতো, অন্যদিকে তারা তাদের অনুগতদের মাঝে এমন ধারনা সৃষ্টি করত যে, তাদেরকে অনুসরণ করলেই আল্লাহ তাদের উপরে খুশী হয়ে যাবেন, আর তাদেরকে অর্থ-সম্পদ, হাদীয়া-তোহফা দিয়ে রাজি করলেই আল্লাহ তাদের উপরে রাজী হয়ে যাবেন এবং তাদেরকে পরকালে নাজাত দিয়ে দিবেন। লক্ষ্য করার বিষয় যে, আল্লাহ এখানে كثير শব্দ ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ অধিকাংশ আলেম ও দুনিয়া ত্যাগী দরবেশ উপরোক্ত দোষে দোষী। তাহলে কিছু সংখ্যক আলেম ও দরবেশ তাদের সংখ্যা যতই নগন্য হোক এ দোষে দোষী নয়। তারা ধর্মের নামে লোককে প্রতারিত করে তাদের কাছ হতে অর্থ গ্রহণ করেনা।

দ্বিতীয় যে কথাটি লক্ষ্য করার বিষয় তাহলো তারা আল্লাহ ও ধর্মের নামে এ কাজটি করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা মানুষকে আল্লাহ ও ধর্মের পথ হতে বিচ্যুত করে। অর্থাৎ তারা মানুষকে ধর্মের অনুসারীও আল্লাহর গোলাম না বানিয়ে নিজেদের অনুসারী ও তাদের অবৈধ লালসার গোলাম বানায়। আয়াতে বলা হয়েছে, وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ "অর্থাৎ, তারা আল্লাহর রাস্তা হতে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে"

আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করার বিষয়। তাহলো আল্লাহ রব্বুল আলামীন ঈমানদারদেরকে অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রসুলের (সঃ) অনুসারীদেরকে ইহুদী-নাসারাদের আলেম ও পীর-ফকিরদের উপরোক্ত প্রতারণার কথা স্মরণ

www.pathagar.com

করিয়ে সাবধান করে দিয়েছেন যে, তোমাদের মাঝেও এই ধরনের প্রতারক আলেম ও পীর-ফকির সৃষ্টি হবে যারা আল্লাহ ও ধর্মের নাম করে তোমাদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করবে, সুতরাং তাদের ব্যাপারে তোমরা সাবধান থাকবে। তবে আমাদের একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে মহান আল্লাহ এখানে كثير শব্দ ব্যবহার করছে। جميع অথবা كل শব্দ ব্যবহার করেনি। ফলে সব সময় এবং সব যুগেই কিছু সংখ্যক আলেম ও পীর ফকির হকের পথে থাকবেন। তবে তাদের সংখ্যা হবে নগন্য। এখানে আর একটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য তাহলো رهبانية অর্থাৎ সন্ন্যাস জীবন তথা দরবেশী জীবন। আসলে আল্লাহর শরীয়তে সংসার বিরাগী ফকির বা দরবেশ সাজার কোন অবকাশ নেই। আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেছেন, لاَ رَهْبَانِيَةَ فِي الاَسْلاَمِ অর্থাৎ ইসলামে দুনিয়া ত্যাগী বৈরাগ্যবাদের কোন অনুমোদন নাই।

সূরায়ে হাদীদে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন-

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

"এ দরবেশী জীবন তাদের কল্পিত। আমি তাদের উপরে এটা ফরয করিনি। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তারা এপথ অবলম্বন করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা উহার পরে টিকে থাকেনি।" (সুরা হাদিদ-২৮)

এখানে আল্লাহ বলছেন যে, সংসার জীবন ত্যাগ করে দরবেশী জীবন যাপনের কোন নির্দেশ আমি তাদেরকে দেইনি। আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই তারা এ পথ ধরেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সীমা অতিক্রম করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পরিবর্তে তার ক্রোধ লাভ করেছে।

একই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ বলছেন, যারা এভাবে মানুষের কাছ থেকে অর্থ-সম্পদ নিয়ে সম্পদের স্তুপ বানায়, আর এ সম্পদ হতে

www.pathagar.com

আল্লাহর রাহে কিছু খরচ করেনা তাদের পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। এমনকি কিয়ামতের দিনে তাদের জমাকৃত মালের সিল বা মহর বানিয়ে জাহান্নামের আগুনে উহা গরম করিয়ে তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ দাগান হবে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে যারা সম্পদ জমা করে আর আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা তাদের জন্য এ শাস্তি। কিন্তু যারা তাদের জমাকৃত মাল হতে আল্লাহর রাহে ব্যয় করে তারা এ আযাবের আওতায় আসবেনা। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে মাল হতে জাকাত আদায় করা হয়, সেমাল কান্‌জ (كنز) অর্থাৎ সঞ্চিত মালের মধ্যে গণ্য হবেনা। (আবু দাউদ)

শিক্ষাঃ

সূরা তওবার এ দুটি আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইহুদী ও নাছারাদের ধর্মের নামে প্রতারণাকারী আলেম ও পীরদের প্রসংগ আলোচনা করে মুমেনদেরকে সাবধান করে দিচ্ছেন যে, তোমাদের মাঝেও এধরনের প্রতারক আলেম ও পীর হবে যারা জনগনের সম্পদ ধর্মের নামে প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করবে। সাবধান তোমরা তাদের খপ্পরে পা দিবেনা। কেননা তারা তোমাদেরকে দ্বীনের নামে দ্বীন হতে বিচ্যুত করবে।

* * * * * *

www.pathagar.com

ধার-করয ও ঋণ গ্রহণে লিখিত চুক্তির নির্দেশ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢) وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ

www.pathagar.com

مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

(سورة البقرة، مدنية، رقم الآية: ٢٨٢- ٢٨٣)

অর্থঃ (২৮২) হে ঈমানদারেরা, তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও। আর কোন একজন লেখক যেন তোমাদের মধ্যে ইনসাফ সহকারে উহা লিখে দেয়। আর আল্লাহ্ যাকে লেখার যোগ্যতা দান করেছেন তার পক্ষে লিখতে অস্বীকার করা উচিত নয়, বরং তার লিখে দেয়া উচিত। করযদার যেন লেখার বিষয় বলে দেয়। সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্র কম বেশ না করে। করযদার যদি অবুঝ ও দূর্বল হয় অথবা লেখার বিষয় বলে দিতে অপারগ হয়, তাহলে তার অভিভাবক যেন ইনসাফ সহকারে বলে দেয়। তারপর তোমাদের পুরুষদের মধ্যে দু'জনকে সাক্ষী করে নিও, যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হলেও হবে। যাতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন মনে করিয়ে দিতে পারে। এসব সাক্ষী তোমাদের মধ্য হতে নিতে হবে, যাদের সাক্ষ্য তোমাদের কাছে গ্রহণ যোগ্য হয়। সাক্ষীদেরকে যখন সাক্ষ্যের জন্য ডাকা হয়, তখন তাদের অস্বীকার করা উচিত নয়। লেন-দেনটা ছোট হোক কিম্বা বড় হোক মেয়াদ নির্দিষ্ট করে উহার দলিল লিখে নিতে অবহেলা করবে না। এ লিখে রাখার নিয়মটা আল্লাহর কাছে অত্যাধিক ইনসাফপূর্ণ এবং সাক্ষ্যের ব্যাপারটাও এতে সুসংহত হয়। আর তোমাদেরও সন্দেহে পতিত হওয়ার অশংকা থাকে না। তবে লেন-দেনটা যদি তোমাদের মধ্যে নগদ হয়, তাহলে তা না লিখলেও তোমাদের জন্য কোন দোষ নাই। কিন্তু বিক্রির সময়ও সাক্ষী রাখাটা উত্তম। লেখক বা সাক্ষীকে কোন রকম কষ্ট দেয়া উচিত নয়। যদি

www.pathagar.com

তোমরা এরূপ কর তাহলে তোমাদের জন্য গুনাহ্ হবে। আল্লাহকে ভয় কর, তিনি তোমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ হলো সর্বাধিক জ্ঞাত। (২৮৩) তোমরা যদি সফরে থাক এবং দলিল লেখার লোক না পাও, তাহলে বন্ধক রেখে নিতে পার। যদি তোমাদের কেউ অন্যকে বিশ্বাস করে লেন-দেন করে তাহলে যাকে বিশ্বাস করা হয়, তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা এবং আল্লাহকে ভয় করা। তবে তোমরা কখনও সাক্ষ্য গোপন করবে না। যে সাক্ষ্য গোপন করে তার অন্তর পাপে পূর্ণ। আর আল্লাহ তোমাদের সব বিষয় অবহিত।

(সূরা বাকারা, মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত নং ২৮২-২৮৩)

সূরার নামকরণঃ সূরার এক জায়গায় একটি বাক্যে بَقَرَة শব্দ এসেছে। তাই ঐ শব্দ দিয়ে সূরার নাম রাখা হয়েছে سُوْرَةُ الْبَقَرَة (সূরা আল বাকারাহ)

নাযিলের সময়কালঃ সূরার বেশীর ভাগ অংশ রসূলের (স.) মদীনা শরীফে হিজরতের পরপর প্রথম দিকে নাযিল হয়েছে। সূরার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ঘটনা বা বিষয়কে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে। যে দু'টি আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা আলোচনায় এসেছে ও সামনে আসতেছে এ দু'টি আয়াতের ২৮২ নং আয়াতটি বেশ বড়। কুরআনের প্রায় এক পৃষ্ঠা লেগেছে আয়াতটি লিখতে।

ব্যাখ্যাঃ যে দু'টি আয়াতের অনুবাদ উপরে পেশ করা হয়েছে, উহাতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুমেনদেরকে করয প্রদান, গ্রহণ ও আর্থিক লেন-দেন ইত্যাদি চুক্তি সমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে পরবর্তীতে দাতা গ্রহীতার মধ্যে কোন সমস্যা না হয়। আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে যখন আরবদের মধ্যে লিখা-পড়ার তেমন প্রচলন ছিল না এবং যাবতীয় লেন-দেন মৌখিকভাবে সম্পাদন হত। তখন আল্লাহ মুমেনদেরকে তাদের যাবতীয় আর্থিক লেন-দেন দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে লিখে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা বাকারার

www.pathagar.com

আলোচ্য দু'টি আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন লেন-দেন লিখে নেয়ার যেমন নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি কে লিখবে, কিভাবে লিখবে, কে লিখাবে, সাক্ষী কিভাবে নিবে, কাকে সাক্ষী নেয়া যাবে ইত্যাদি সবিস্তারে বলে দিয়েছেন। যাতে পরবর্তীতে কোন ঝামেলা না হয় এবং মুমেনদের সমাজে এ নিয়ে কোন বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয়।

২৮২নং আয়াতের সূচনায় আল্লাহ তায়ালা মুমেনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, হে ঈমানদারেরা, তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণের আদান-প্রদান করবে, তখন তা দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে লিখে নিবে। আর একজন লেখক যেন তোমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে উহা লিখে দেয়। আর লেখককে আল্লাহ যেহেতু লেখা-পড়ার জ্ঞান দান করেছেন, সুতরাং সে যেন লিখতে অস্বীকার না করে। দলিলের খসড়া ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে শুনে যেন সে তৈরী করে। কেননা ঋণ তাকেই পরিশোধ করতে হবে। কথা-বার্তা যেভাবে চূড়ান্ত হয়েছে, আল্লাহকে ভয় করে যেন সেই ভাবে লিখিয়ে দেয়। আর লেখার ব্যাপারে যেন কম-বেশি না করে। তবে হ্যাঁ ঋণ গ্রহীতা যদি অজ্ঞ অথবা দুর্বল হয় আর খসড়া তৈরী করার ব্যাপারে যোগ্যতা না রাখে, তাহলে তার পক্ষ হতে তার অভিভাবক যেন ন্যায় সংগতভাবে খসড়াটা তৈরী করিয়ে দেয়। এরপর আল্লাহ বলছেন, দলিল সম্পাদনের পরে তোমরা ঐ দলিলে তোমাদের উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণীয় দুইজন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষীর দস্তখত নিয়ে নিবে। কেননা মহিলাদের একজন যদি ভুলে যায় তাহলে অন্যজন তাকে মনে করিয়ে দিবে। আর সাক্ষীদের যখন সাক্ষ্য দানের জন্য ডাকা হবে তখন যেন তারা সাক্ষ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ না করে। লেন-দেনটা ছোট হোক কিম্বা বড় হোক মেয়াদ উল্লেখ করে উহা লিখে নিতে তোমরা অবহেলা করবে না। উপরোক্ত নিয়মটা আল্লাহর কাছে অধিক ইনসাফপূর্ণ এবং সাক্ষীর ব্যাপারটা এতে শক্তিশালী হয়। আর তোমাদেরও সন্দেহের আশংকা থাকে না।

www.pathagar.com

২৮৩ নং আয়াতটি অপেক্ষাকৃত ছোট। এতে বলা হয়েছে যদি তোমরা সফরে থাক। আর এই অবস্থায় যদি ঋণ গ্রহণ করতে হয় এবং লেখক না পাওয়া যায়, তা হলে তোমরা বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করতে পার। আর যদি তোমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করে ঋণের আদান-প্রদান কর, তাহলে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে কথা ও ওয়াদা মোতাবেক ঋণ পরিশোধ করে। শেষে আল্লাহ সাক্ষীদেরকে সাক্ষ্য গোপন করতে নিষেধ করেছেন।

শিক্ষা: আলোচ্য দু'টি আয়াত হতে আমরা পারস্পরিক লেন-দেন ও ঋণের আদান-প্রদান সম্পর্কে বেশ কিছু বিষয় শিখতে ও জানতে পারি, যার বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো-

(১) মহান আল্লাহ মুমেনদেরকে করয বা ঋণ আদান-প্রদানের ব্যাপারে মেয়াদ উল্লেখ করে দলিল লিখে নিতে বলেছেন। কেননা সময়, সাক্ষী নির্দিষ্ট করা ব্যতীত দলিল অর্থহীন হয়ে যায়। সময় বলতে এখানে দিন তারিখ বুঝান হয়েছে।

(২) লিখিত দলিল হলেও তাতে সাক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। কেননা সাক্ষী ছাড়া নিছক লিখিত দলিল কোর্ট আদালত কোথাও গ্রাহ্য হবে না।

(৩) সাক্ষী মুসলমান ও উভয় পক্ষের কাছে বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

(৪) সাক্ষীর সংখ্যা কমপক্ষে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হতে হবে।

(৫) দলিলের বিষয়বস্তুর খসড়া তৈরীতে করয গ্রহণকারীর সাহায্য ও পরামর্শ নিবে। কেননা করয গ্রহণকারীকেই করয পরিশোধ করতে হবে। তবে করয গ্রহণকারী যদি অবুঝ বা দুর্বল হয়, তাহলে তার অভিভাবক খসড়া তৈরীর বিষয় বলে দিবে।

www.pathagar.com

(৬) লেখক বা সাক্ষীকে কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। লেখককে লিখার মজুরী প্রয়োজনে দিতে হবে এবং সাক্ষীকে যাতায়াত ভাড়া ও খাবার খরচ ইত্যাদি দিয়ে দিবে। লেখক বা সাক্ষীকে কারণে-অকারণে কষ্ট দেয়া যাবে না।

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

www.pathagar.com

অকৃতজ্ঞ জাতির আচরণ ও দুনিয়ায় তাদের করুণ পরিণতি

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (١٥) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ (١٦) ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُورَ (١٧) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ (١٨) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لاَيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (١٩)

(سورة سبأ - مكية رقم الآية من ١٥ الى ١٩)

অর্থ: (১৫) সাবা জাতির জন্য তাদের আবাসস্থলে ছিলো (কুদরতের) নিদর্শন। ডানে-বামে দু'ধারী বাগান। আল্লাহর দেয়া রিযিক হতে তোমরা আহার গ্রহণ কর। আর তার শোকরীয়া আদায় কর। মনোরম ও পরিচ্ছন্ন দেশ এবং ক্ষমাশীল পরওয়ারদেগার। (১৬) তারা অবাধ্য হলো। ফলে আমি তাদের বিরুদ্ধে বাঁধ ভাঙ্গা বন্যা পাঠালাম। আর তাদের উদ্যানদ্বয়কে এমন দু'ধরনের উদ্যানে পরিণত করে দিলাম যেখানে জন্মেছিল কিছু তিক্ত বিষাদ ফল, ঝাউগাছ ও অল্প কিছু কুল বৃক্ষ। (১৭) এটা ছিলো তাদের কুফুরীর বিনিময় আমার পক্ষ হতে প্রদত্ত শাস্তি। আর

www.pathagar.com

একেবারেই অকৃতজ্ঞ ব্যতীত কাউকে আমি এ ধরনের শাস্তি দেই না। (১৮) আমি তাদের (জনপদ) আর ঐসব জনপদ যেখানে আমি ইতিপূর্বে বরকত দান করেছিলাম এর মাঝখানে বেশ কিছু দৃশ্যমান জনপদ সৃষ্টি করেছিলাম এবং এসবের মধ্যবর্তী স্থানে ভ্রমণের একটা পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম। ভ্রমণ কর তোমরা এসব জনপদের মধ্যে দিয়ে দিবা-রাত্রি পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে। (১৯) কিন্তু তারা বললো, হে আমাদের প্রতিপালক তুমি আমাদের ভ্রমণের পথ দীর্ঘায়িত করে দাও। তারা নিজেরাই নিজেদের উপরে যুলুম করেছিলো। শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে উপখ্যানে পরিণত করলাম এবং একেবারেই তাদের ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম। (সূরা সাবা, মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত নং -১৫ হতে ১৯ পর্যন্ত)

নামকরণঃ সূরার প্রথম বাক্যের لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ

سَبَإَ শব্দ হতে এই সূরার নাম 'সাবা' রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়কালঃ বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়ের উপরে দৃষ্টি দিলে সূরাটি রসূলের নবুয়তী জিন্দিগীর ১ম দিকে মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

ব্যাখ্যাঃ ১৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন একেবারেই সংক্ষিপ্ত আকারে ইয়ামনের সাবা নামক একটি সমৃদ্ধশালী জাতির উত্থানের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন, সাবা জাতির জন্য তাদের আবাসস্থলে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন ছিলো। তাদের জনপদের ডান ও বাম দিক দিয়ে সুমিষ্ট ফল-ফলাদির বাগানসমূহ সারিবদ্ধভাবে দুর-দুরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। যেটা ছিলো আল্লাহর নিদর্শন ও সাবা জাতির জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ। আল্লাহ তাদের কাছে পর্যায়ক্রমে প্রেরিত একাধিক নবীর মাধ্যমে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা মহান রব্বুল আলামীনের দেয়া এসব নেয়ামত ভোগ কর ও মহান প্রভুর শোকরীয়া আদায় কর। এজন্য যে তিনি তোমাদের দেশকে তোমাদের জন্য মনোরম ও সুন্দর করে দিয়েছেন। আর তিনি ক্ষমাশীল বটে। অর্থাৎ

www.pathagar.com

তোমরা যদি তার অনুগত বান্দাহ হও, তাহলে তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতিও আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন।

এরপরে ১৬ নং আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেন, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো এবং নবীর কথা শুনলো না। ফলে আমি তাদের বিরুদ্ধে বাঁধ ভাঙ্গা মহা প্লাবন পাঠালাম। যে প্লাবন তাদের বাড়ী ঘর, দালান-কোঠা, বাগ-বাগিচা ও ফসলের ক্ষেত ইত্যাদি ধ্বংস করে দিয়েছিলো। পরবর্তীতে তাদের উত্তম ফল বৃক্ষের জায়গায় তিক্ত ও বিস্বাদ ফল গাছ, কিছু ঝাউগাছ (যা কোন ফল দেয় না) এবং সামান্য কিছু জংলী কুলগাছ তাদের জন্য রেখে দিলাম।

১৭নং আয়াতে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ বলছেন, এ ছিলো তাদের কুফরীর প্রতিদান, যা আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম আর অকৃতজ্ঞ মানুষ ছাড়া আমি কাউকে এহেন প্রতিদান দেই না।

এরপর ১৮নং আয়াতে আল্লাহ আবার সাবার প্রসংগ উত্থাপন করে তাদের উপরে আল্লাহর আরও যেসব অনুগ্রহ ছিলো তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন, "আমি তাদের জনপদ আর ঐ জনপদ যেখানে আমি বরকত নাযিল করেছিলাম সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে দৃশ্যমান আরও জনপদ সৃষ্টি করেছিলাম এবং একটি পরিমাণ অনুযায়ী তাদের ভ্রমণের দূরত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম। (আর তাদেরকে বলা হয়েছিল) এসব জনপদে তোমরা দিবা-রাত্রি নিরাপত্তা সহকারে ভ্রমন করো। তারা নিজেরাই নিজেদের উপরে যুলুম করেছিলো। ফলে আমি তাদেরকে উপখ্যানে পরিণত করেছিলাম। আর তাদেরকে একবারেই ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছিলাম। নিশ্চিতভাবে উপরোক্ত ঘটনার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা অত্যাধিক সবরকারী ও শোকর গুজার।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের মর্ম এই যে, আল্লাহ পরিমিত পানি সরবরাহ ও অনুকূল আবহাওয়ার মাধ্যমে শুধু কৃষি ক্ষেত্রেই যে তাদের সমৃদ্ধি দিয়েছিলেন তা নয়, বরং তাদের দেশ মায়ারিব এবং সিরিয়া ও

www.pathagar.com

ফিলিস্তিনের মাঝখানে আরও কিছু জনপদ সৃষ্টি করে তাদের স্থলপথে বানিজ্যিক চলা-চলের পথও সুগম ও নিরাপদ করে দিয়েছিলেন। যেখানে তারা নিরাপদে দিবা-রাত্রি তাদের ব্যবসায়িক সামগ্রী নিয়ে চলা-ফিরা করতো। ফলে একটানা কয়েক শতাব্দী ধরে সাবারা দুনিয়ায় একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রেখেছিলো। হযরত সুলায়মানের কাছে সাবার রাণী বিলকিস ইসলাম কবুল করে। যথাসম্ভব তার পর-পর কয়েক শতাব্দি ছিলো সাবা জাতির সমৃদ্ধির কাল।[১] অত:পর তাদের মধ্যে আবার শিরক ঢুকে পড়ে এবং তারা আল্লাহর নাফরমানী শুরু করে দেয়। ফলে আল্লাহ ভয়াবহ প্লাবনের মাধ্যমে তাদেরকে ও তাদের দেশকে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করে দেন। যার বিবরণ শেষোক্ত আয়াতে দেয়া হয়েছে।

---

১. **সাবা জাতির পরিচয়:** দক্ষিণ আরব তথা ইয়ামনের একটি বৃহৎ জাতির নাম ছিল 'সাবা'।কতগুলি বড় বড় গোত্রের সমন্বয়ে এ জাতিটি গড়ে উঠেছিলো। এ জাতির প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিলো 'সাবা'। ফলে তার নামানুসারে এ জাতির নাম 'সাবা' রাখা হয়। সাবার আসল নাম ছিলো আবদে শামস্ ইবনে ইয়াশহার ইবনে কাহতান। হযরত সুলায়মানের (আঃ) শাসনামলে সাবার সাম্রাজ্ঞী ছিলো রানী বিলকিস। পবিত্র কোরআনের সূরা আন নামলে সাবার বর্ণনা এভাবে এসেছে,

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (٢٢) إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (٢٣) وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (٢٤) (سورة النمل ٢٢-٢٣-٢٤)

"(হুদহুদ পাখি) সুলায়মানের (আঃ) কাছে আরয করলো, আমি আপনার কাছে সাবা হতে সুনির্দিষ্ট সংবাদ নিয়ে এসেছি। আমি এক নারীকে সাবা জাতির উপরে রাজত্ব করতে পেয়েছি। তাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে এবং তার একটা বড় সিংহাসনও আছে। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করে।

(সূরা নামল, আয়াত নং ২২ থেকে ২৪ পর্যন্ত)।

হযরত সুলায়মানকে (আঃ) মহান আল্লাহ শুধু মানব জাতি নয়, বরং জ্বিন ও পশু-পক্ষীর উপরেও শাসনক্ষমতা দিয়েছিলেন এবং তিনি পশু-পক্ষীর ভাষাও বুঝতেন। যথাসম্ভব তিনি হুদহুদ পাখিকে দুরদুরান্তের খবর নিয়ে আসার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন।

www.pathagar.com

রাণী বিলকিসের আগে থেকেই সাবা জাতি সূর্য পূজারী ছিলো, যার বিবরণ কোরআনে আছে। সুলায়মানের (আঃ) কাছে ইসলাম কবুল করার পরে তাদের সম্রাজ্ঞীর অনুকরণে পুরা সাবার লোকেরা যথাসম্ভব সবাই ইসলাম কবুল করেছিলো। আর এর পর হতে শুরু হয়েছিলো সাবা জাতির উন্নয়নের পালা। সাবার প্রধান শহর মায়ারিব বর্তমান ইয়ামনের রাজধানী সোনয়া হতে প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিলো। সাবার স্বর্ণযুগে তারা যেমন কৃষিতে উন্নতি করেছিলো, তেমনি উন্নতি করেছিলো ব্যবসা-বাণিজ্যে। তাদের বসতি ছিলো দুই পাহাড়ের মধ্যে উপত্যকায়। তারা পাহাড়ের পাদদেশে পাথরের সাহায্যে বাঁধ দিয়ে জলাধারা তৈরী করেছিলো। বর্ষার মওসুমে তারা অতিরিক্ত পানি এই জলাধারে সংরক্ষণ করে রাখতো এবং শুকনার মওসুমে বাঁধের গেট খুলে চাষাবাদ ও পানাহারের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় পানি নিয়ে নিতো। প্রকৃতপক্ষে এই বাঁধই কৃষিক্ষেত্রে তাদের ভাগ্য খুলে দিয়েছিলো।

অন্যদিকে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের আবাসস্থল মায়ারিব হতে শাম ও ফিলিস্তিন পর্যন্ত তাদের বাণিজ্যিক পথকে এমন সুগম ও নিরাপদ করে দিয়েছিলেন, যে পথ দিয়ে তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা পণ্য সামগ্রী নিয়ে দিবা-রাত্রি নিরাপদে যাতায়াত করতো। এভাবে কয়েক শতাব্দী ধরে তারা এই অঞ্চলে কৃষি ও বাণিজ্যে উভয় ক্ষেত্রে সমানে তাদের প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিলো। তাদের প্রধান নগরী মায়ারিব পূর্ব ও পশ্চিমের দেশ সমূহের বাণিজ্যিক নগরীতে পরিণত হয়েছিলো। দু'টি পথে এ ব্যবসা চলতো একটা স্থল পথ আর একটা সমুদ্র পথ। আর এ উভয় পথের উপরেই তারা প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিলো।

রানী বিলকিসের পরের কয়েক শতাব্দী ছিলো সাবার স্বর্ণযুগ। এর পরে তাদের মধ্যে আবার শিরক ঢুকে পড়ে এবং তাদের ভিতরে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়। তাদের কাছে পর্যায়ক্রমে প্রেরিত কয়েকজন পয়গম্বর তাদের উপরে বর্ষিত আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে তাদেরকে নাফরমানীর পথ পরিহার করার আহ্বান জানান। কিন্তু

www.pathagar.com

তারা তাদের কথা মোটেই আমলে নিলো না। ফলে পরাক্রমশালী আল্লাহ মহা প্লাবনের মাধ্যমে তাদের বাঁধ ধ্বংস করে দেন এবং জনপদ বাগ-বাগিচা ও দালান-কোঠাকে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করেন। এভাবে তাদের দেশ বসবাসের অনুপোযোগী হয়ে যায়। অত:পর তাদের যে সব লোক এই মহা প্লাবনের হাত হতে রক্ষা পেয়েছিলো তারা উত্তর ও পূর্ব আরবের বিভিন্ন দেশে খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে হিজরত করতে বাধ্য হয়। এভাবেই দুনিয়ার বুক হতে সাবায়ী সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। অত:পর ইতিহাসে তাদের কাহিনীটুকু শুধু বাকী থেকে যায়। যে সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন: وَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيْثَ "অত:পর আমি তাদের কাহিনীটুকু শুধু রেখে দেই।"

শিক্ষা: এই পার্থিব দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালা মানুষের ভাল-মন্দ কাজের প্রতিফল দেন না। শাস্তি বা পুরস্কার আল্লাহ পরকালে দিবেন। কিন্তু কখনও কখনও আল্লাহ এর ব্যতিক্রম ঘটায়ে কোন কোন জাতিকে এই দুনিয়ায়ই শাস্তি দিয়ে থাকেন, যদি তারা জাতি হিসেবে ব্যাপকভাবে পাপে লিপ্ত হয়ে যায়, আর তাদের থেকে কোন ভালো কাজের আদৌ আশা না থাকে। এ ধরনের শাস্তি আল্লাহ কখনও কখনও প্লাবন বা জলোচ্ছাসের মাধ্যমে, কখনও দাবানলের মাধ্যমে, আবার কখনও ঝড় তুফান ও ভূমিকম্পের মাধ্যমে দিয়ে থাকেন। দুনিয়ার মানুষ এটাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে থাকে।

এ ধরনের শাস্তি প্রাপ্ত কয়েকটি জাতির বিবরণ আল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে দিয়েছেন। কোরআনের বর্ণনা হতে আমরা জানতে পারি যে আল্লাহ তিনটি জাতিকে পানির শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করেছেন। একটি হলো হযরত নূহের জাতি, আর একটি হলো ফিরআউনের জাতি, আর একটি সাবা জাতি। নূহের জাতির ধ্বংসের খবর কোরআনের সূরা মুমেনুনে নূহকে (আঃ) আল্লাহ এভাবে দিয়েছেন,

www.pathagar.com

وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ "হে নূহ, যালেমদের ব্যাপারে আর তুমি আমার কাছে দো'য়া করবে না। আমি তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিব। (সুরা মুমেনুন - ২৭)

সূরা বাকারায় আল্লাহ রব্বুল আলামীন ফিরয়াউন আর তার লোক লস্করের ধ্বংসের খবর দিয়ে বলছেন,

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

"হে বনি ইসরাঈল, মনে কর সেই সময়ের কথা যখন আমি সাগরের ভিতর দিয়ে রাস্তা করে দিয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করে আনলাম। আর ঐ রাস্তায় আমি ফিরয়াউন ও তার লাও-লস্করকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিলাম, যা তোমরা সাগর পাড়ে থেকে দেখতেছিলে।

(সূরা বাকারা, আয়াত নং ৫০)

সাবা জাতির ধ্বংসের ইতিহাস সূরা সাবায় এভাবে দিচ্ছেন,

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ "সাবা জাতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো, (নবীর কথা অগ্রাহ্য করলো) ফলে আমি বাঁধ ভাঙ্গা প্লাবন দিয়ে তাদেরকে শেষ করে দিলাম।" (সূরা সাবা, আয়াত নং ১৭)

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন সাবা জাতিসহ যে সব জাতির ধ্বংসের ইতিহাস কোরআনে বর্ণনা করেছেন, তা এই জন্য যে, এ থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি এবং আল্লাহর নাফরমানীর পথ সর্বোতভাবে পরিহার করে আল্লাহর পথের অনুসারী হই।

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

www.pathagar.com

যেসব পাপের কাজ মুমেনদের পরিবার ও সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُوْنُوْا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الاِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ (١١) يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوْا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيْمٌ (١٢) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (١٣)

(سورة الحجرات، مدنية، رقم الآية: من ١١ الى ١٣)

অর্থঃ (১১) হে ঈমানদারেরা, তোমরা কেউ অন্য কাউকে উপহাস করবেনা। কেননা সে উপহাসকারী হতে উত্তম হতে পারে। আর কোন মহিলাও যেন অপর কোন মহিলাকে উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারিণী হতে উত্তম হতে পারে। তোমরা পরস্পরে দোষারোপ করোনা এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকোনা। কেউ ঈমান আনার পরে তাকে মন্দ নামে ডাকা অপরাধ। যারা এ থেকে তওবা না করে

www.pathagar.com

তারা জালেম। (১২) ঈমানদারেরা, তোমরা অধিকাংশ অনুমান পরিহার করে চল। কেননা কোন কোন অনুমান গুনাহ। তোমরা কারও গোপন বিষয় অনুসন্ধান করবেনা, কেউ কারো গীবত করবেনা, তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত: তোমরা একে ঘৃনাই করবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো। অবশ্য আল্লাহ তওবা কবুলকারী ও দয়ালু। (১৩) হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি। অত:পর বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি নিছক পরিচয়ের জন্য। অবশ্য আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যদাশীল যে অধিক পরহিজগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ে অবহিত।

(সূরা হুজরাত মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত নং ১১ হতে ১৩ পর্যন্ত)

সূরার নামকরণঃ

সূরার ৪নং আয়াতের حُجُرَاتِ শব্দ হতে এই সূরার নাম سورة الحجرات সূরা হুজুরাত রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়কালঃ

সূরাটি রসূলের (স:) মাদানী জিন্দেগীর শেষের দিকে মদীনা শরীফে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়েছে। এ সূরার মাধ্যমে মহান আল্লাহ মুমিনদের পরিবার ও সমাজকে সুষ্ঠ, সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রাখার জন্য যে সব নিয়ম নীতি অনুসরণ করা দরকার তার যেমন তালীম দিয়েছেন, তেমনি যে সব ক্রটি বিচ্যুতি ও আচরণ পরিবার ও সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে উহা পরিহার করার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। সাথে সাথে নবী করিমের (স:) উচ্চ মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নবী করিম (স:) এবং তার পরিবারের সাথে কি ধরনের আদব ও শিষ্টাচার অবলম্বন করতে হবে, তারও নির্দেশনা দিয়েছেন।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যাঃ বর্ণিত ১১নং আয়াতে মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে সম্বোধন করে তিনটি মন্দ কাজ যা সমাজে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে ও সামাজিক শান্তি ব্যাহত করতে পারে উহা পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। ১নং হলো পুরুষদের কোন ঘরোয়া বা সামাজিক বৈঠকে অন্য পুরুষদেরকে উপহাস করা এবং অনুরূপ ভাবে মহিলাদের কোন মজলিশে অন্য মহিলাদের উপহাস করা। আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তোমরা যাদেরকে উপহাস করছ তারা হয়ত তোমাদের চেয়ে উত্তম। এ প্রসংগে আল্লাহ পুরুষ ও নারীদেরকে আলাদা করে সম্বোধন করেছেন এই জন্য যে, মুসলিম সমাজে নারী পুরষদের অবাধ মেলা-মেশা ও মিশ্র বৈঠকাদি শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। আয়াতে يَسْخَرُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। يَسْخَرُ শব্দের উৎপত্তি سُخْرِيَةٌ হতে। এর মর্ম হলো কারও সম্পর্কে মজলিশে তার দোষ বা ত্রুটি এমনভাবে বলা যাতে হাসির উদ্রেক হয়। আয়াতে দ্বিতীয় যে দোষটি পরিহার করার জন্য তাকিদ দেয়া হয়েছে তাহলো পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করা। এটাও সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ফলে এ থেকে বিরত থাকার জন্য বিশেষভাবে আল্লাহ মুমেনদেরকে নির্দেষ দিয়েছেন।

তৃতীয় যে দোষটি হতে মুমেনদেরকে পরহিজ করতে বলা হয়েছে তাহলো কাউকে মন্দ নামে ডাকা। আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ "তোমরা কাউকে মন্দ নামে ডাকবেনা" অর্থাৎ মানুষকে তার ভাল নামে ডাকবে। তাহলে যে ডাকে তার প্রতি ঐ মানুষটির মনে শ্রদ্ধাবোধ জাগবে। এখানে মন্দ নাম বলতে যেমন একজন লোকের শারীরিক ত্রুটির মাধ্যমে ডাকা, যেমন একজন খোড়া লোককে খোড়া বলে এবং একজন অন্ধ লোককে অন্ধ বলে ডাকা। অথচ তাদের একটি ভাল নাম আছে। কোন ভাল নামকে বিকৃত করে ডাকাও অপরাধ। যেমন নূরুল ইসলামকে নূরু বলে ডাকা, আব্দুল আজিজকে আজিজ্যা বলে ডাকা ইত্যাদি। বর্তমানে আমাদের সমাজে কিছু লোক

www.pathagar.com

আছে যারা তাদের সন্তানের দু'টি করে নাম রাখে। একটাকে বলে ভাল নাম আর একটাকে বলে ডাক নাম। যেমন ভাল নাম হল আব্দুর করিম আর ডাক নাম লিটন, আবার কারও ভাল নাম হল সোয়ায়েব আর চলতি বা ডাক নাম হল সবুজ। উপরোক্ত চলতি বা ডাক নাম দিয়ে বুঝা যায়না সে হিন্দু, খৃষ্টান না মুসলমান। সুতরাং এ ধরনের অর্থহীন নাম যার মাধ্যমে বুঝা যায় না সে হিন্দু কি মুসলমান উহাও পরিহার করা উত্তম। তবে ডাক নাম বা কুনিয়াত যদি উত্তম ও ভাল অর্থ বোধক হয়, তাহলে তা দোষণীয় নয়। সহাবায়ে কেরামদের এ ধরনের কুনিয়াত ছিল।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ বলছেন, ঈমান আনার পরে একজন ঈমানদারকে মন্দ নামে ডাকা খুবই গর্হিত। অত:পর আল্লাহ বলেছেন, এসব অপরাধমূলক আচরণ হতে যারা তওবা না করবে তারা জালেম। পরবর্তী ১২নং আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুমেনদেরকে সমাজে ফেৎনা সৃষ্টিকারী এবং পরস্পরের ভিতরে অশান্তি সৃষ্টিকারী আরও তিনটি মারত্মক জঘন্য পাপকাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তন্মধ্যে ১নং হলো আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করা। আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারেরা, তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধারণা পরিহার করে চল, কেননা কোন কোন ধারণা বা অনুমান অমুলক বা পাপের কারণ হয়। তাই নিছক আন্দাজ, অনুমানের ভিত্তিতে তোমরা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেনা। ২নং- আল্লাহ রব্বুল আলামীন অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করতে নিষেধ করছেন। আয়াতে মুমেনদের জন্য আল্লাহর ৩নং নির্দেশটি হচ্ছে গীবত পরিহার করা। সমাজ বা পরিবারে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টির জন্য উপরোক্ত তিনটি পাপ কাজ সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় কাজ করে। তাই উক্ত তিনটি কাজ পরিহার করে চলার জন্য আল্লাহ মুমেনদেরকে বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছেন। উপরোক্ত তিনটি পাপ কাজের মধ্যে ৩নং এর কাজটি হল অধিকতর ফিৎনা সৃষ্টিকারী। উহা হল গীবত, তাই আল্লাহ গীবতকে মৃত মানুষের গোস্ত ভক্ষণ করার সাথে

www.pathagar.com

তুলনা করেছেন। আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ মুমেনদেরকে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে উক্ত পাপাচার হতে বিরত থাকতে বলেছেন।

আলোচ্য সূরার ১১নং আয়াতে তিনটি এবং ১২নং আয়াতে তিনটি এই মোট ছয়টি পাপ কাজ পরিহার করার জন্য বিশেষভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুমেনদেরকে তাকিদ দিয়েছেন। কেননা এ ধরনের পাপ কাজের প্রচলন মুমেনদের সমাজ ও পরিবারে ফিৎনা ও অশান্তি সৃষ্টি করে থাকে যা কোনক্রমেই কাম্য হতে পারেনা।

আলোচ্য সূরা হুজুরাতে ১৩নং আয়াতে আল্লাহ গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলেন, হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও নারীর মাধ্যেম সৃষ্টি করেছি। অত:পর তোমাদের বিভিন্ন গোত্র ও জাতিতে বিভক্ত করেছি নিছক পরিচয়ের জন্য। অবশ্য আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাশীল যে, আল্লাহকে বেশি ভয় করে চলে। সুতরাং মর্যাদার ভিত্তি হলো তাকওয়া, জাতি বা গোত্র নয়। যে তাকওয়া মানুষকে অনৈতিক কাজ হতে বিরত রাখে।

হুজুর (সঃ) তাঁর বিদায়ী হজের ভাষনে গোটা উম্মতকে সম্বোধন করে বলেছিলেন,

لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى الْعَجَمِيْ وَلاَ فَضْلَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى الْعَرَبِيْ وَلاَ فَضْلَ لأَبْيَضٍ عَلَى الأَسْوَدِ وَلاَ فَضْلَ لأَسْوَدٍ عَلَى الأَبْيَضِ اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْ آدَمٍ

অর্থঃ তোমরা শুনে রাখ, কোন আরববাসীর (আরব দেশে বাড়ী হওয়ার কারণে অথবা আরবী ভাষায় কথা বলার কারণে) অনারববাসীর উপরে কোন মর্যাদা নাই। আবার কোন অনারাবেরও আরববাসী উপরে কোন মর্যাদা নাই, যেমন মর্যাদা নাই সাদা রংয়ের মানুষের কালো বর্ণের

www.pathagar.com

মানুষের উপরে, আবার কালো বর্ণের মানুষেরও সাদা বর্ণের মানুষের উপরে। মানব জাতি সকলেই আদমের সন্তান।

রসূল (সঃ) তার এ বক্তব্যের মাধ্যমে পরিষ্কার করে ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে, বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও দেশ মানুষের মর্যাদার মাপ কাঠি নয়।

আর আল্লাহতো পরিস্কার করে জানিয়ে দিলেন, যে এসকল বিভক্তি নিছক পরিচয়ের জন্য, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। একমাত্র তাকওয়াই হল আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি। অথচ দীর্ঘকাল ব্যাপী মানবজাতি প্রত্যক্ষ করে এসেছে যে, দুনিয়াব্যাপী মানব জাতির ভিতরে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ঝগড়া-ফাসাদ এসব সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও গোত্রবাদ ইত্যাদির কারণে সংঘটিত হয়ে এসেছে। আজকের দুনিয়ায় যারা নিজেদেরকে সুসভ্য ও মানবতাবাদী বলে দাবী করছে তারাও এ সংকীর্ণতার উর্ধে উঠতে পারে নাই।

শিক্ষাঃ

১. সূরা হুজুরাতের ১১ ও ১২ নং আয়াত হতে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি তাহলো এই যে, মুমেনরা যদি সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ পরিবার ও সমাজ কামনা করে তাহলে অবশ্যই তাদেরকে আয়াতে বর্ণিত ছয়টি পাপ কাজ পরিহার করতে হবে।

১১ ও ১২ নং আয়াতে বর্ণিত ঐছ'টি পাপ কাজ হল -

(১) কাউকে উপহাস করা। (২) পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করা। (৩) কাউকে মন্দ নামে ডাকা। (৪) আন্দাজ ও অনুমানের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। (কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া) (৫) কারো গোপন বিষয় অনুসন্ধান করা। (৬) গীবত করা।

২. ১৩ নং আয়াত আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে মানব জাতির উৎপত্তি একই উৎস হতে। কেননা তাদের আদি পিতা আদম এবং আদি মাতা হাওয়া (আ:)। তবে বংশ, গোত্র ও অঞ্চলের মাধ্যমে মানুষের যে বিভক্তি তা নিছক পরিচয়ের জন্য, মর্যাদা নিরুপনের জন্য নয়। মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদা নিরুপিত হবে তাকওয়ার ভিত্তিতে।

* * * * *

www.pathagar.com

আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা ও জান্নাত লাভের উপায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ (١٣٣) الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِيْ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (١٣٤) وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (١٣٥) أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيْنَ (١٣٦) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيْرُوْا فِيْ الأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ (١٣٧) هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِيْنَ (١٣٨)

(سورة آل عمران، مدنية، رقم الآية: من ١٣٣ الى ١٣٨)

অর্থঃ (১৩৩) তোমরা ধাবিত হও তোমাদের পরওয়ারদেগারের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে। যে জান্নাতের আয়তন হলো আসমান-জমিনের সমতুল্য, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে মুত্তাকীনদের জন্য। (১৩৪) ঐসব মুত্তাকীন যারা স্বচ্ছল, অসচ্ছল সর্বাবস্থায় দান করে, গোস্বাকে প্রশমিত করে। আর লোককে ক্ষমা করে দেয়, বস্তুতঃ আল্লাহ এই ধরনের নেককারদেরকে ভালবাসেন। (১৩৫) যারা এমন লোক যদি কোনক্রমে কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে, অথবা নিজের নফসের উপরে

www.pathagar.com

জুলুম করে, তাহলে আল্লাহর কথা স্মরণ করে সাথে সাথে উহা হতে তওবা করে, আর আল্লাহ ব্যতীত কেউতো গুনাহ মাফ করার ক্ষমতা রাখে না। আর এরা নিজের অন্যায় কৃতকর্মের উপরে জেঁদ ধরে বসে থাকেনা, আর জেনে-শুনেও তা করে না। (১৩৬) এরা হলো ঐসব লোক যাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ক্ষমা এবং এমন জান্নাত রয়েছে যার পাদদেশ হতে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা আবহমানকাল থাকবে। আর নেককারদের প্রতিদান কতইনা উত্তম। (১৩৭) তোমাদের আগে বহুকাল অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমন করে দেখ (আল্লাহর দ্বীনকে) অস্বীকারকারীদের পরিণতি কি হয়েছিল? (১৩৮) এ (কোরআন) হলো সমগ্র মানব জাতির জন্য ঘোষণা। আর মুত্তাকীনদের জন্য হেদায়েত ও উপদেশ।

(সুরা আল-ইমরান মদীনায় অবর্তীণ ১৩৩ নং আয়াত হতে ১৩৮ আয়াত পর্যন্ত)

নামকরণঃ

সূরার এক জায়গায় آلُ عِمْرَان শব্দ এসছে। ফলে ঐ শব্দ দ্বারা সূরার নাম آلِ عِمْرَان আল-ইমরান রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়কালঃ

সূরাটি মাদানী সূরা। রসূলের মাদানী জিন্দিগির বিভিন্ন পর্যায় সূরাটির বিভিন্ন অংশ নাযিল হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ সূরা আল-ইমরানের ১৩৩নং আয়াত হতে ১৩৮নং পর্যন্ত মোট ছ'টি আয়াত এবং উহার অনুবাদ পেশ করা হয়েছে। এখন উহার তাফসীর অর্থাৎ, ব্যাখ্যা পেশ করা হবে। এ সবক'টি আয়াতই মুমেনদেরকে উদ্দেশ্য করে নাযিল করা হয়েছে। আর এর লক্ষ্য হলো ঈমানদার লোকেরা।

১৩৪নং আয়াতে মহান আল্লাহ মুমেনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, "তোমরা আমার ক্ষমা ও জান্নাত পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে ধাবিত

www.pathagar.com

হও, যে জান্নাতের আয়তন আসমান জমিনের সমতুল্য। আর এ জান্নাত আমি প্রস্তুত করে রেখেছি বিশেষভাবে মুত্তাকীনদের জন্য। আয়াতে এখানে জান্নাতের একটি বৈশিষ্টের কথা মাত্র বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ জান্নাতের আয়তন হবে আসমান জমিন সমতুল্য। কোরাআন ও হাদীসে জান্নাত ও জান্নাতের নেয়ামত সমূহের যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তা আমাদের বুঝের মত করে কিছু বিবরণ মাত্র। পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমাদের বুঝ শক্তির ধারণ ক্ষমতার বাইরে। এ প্রসংগে আল্লাহর রসুল বলেছেন, বেহেশতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার বান্দাদের জন্য যেসব নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন সে সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ বলেন,

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيْ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنَ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنَ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

অর্থঃ "আমার নেককার বান্দাদের জন্য আমি (বেহেশতে) যে নেয়ামত সমূহ প্রস্তুত করে রেখেছি তা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান্ সে সম্পর্কে শুনেনি, আর কোন মানুষ তা দেলে কল্পনাও করতে পারবে না।

(বুখারী, আবু হোরায়রা, হাদীসটি হাদীসে কুদসী)

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ বলছেন, এ জান্নাত আমি মুত্তাকীনদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। পরবর্তী ১৩৫ ও ১৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ জান্নাত লাভের যোগ্য মুত্তাকীনের কতিপয় গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন। তন্মোধ্যে ১নং হলো তারা স্বচ্ছল অবস্থায় থাকুক, কিম্বা অস্বচ্ছল অবস্থায়, সর্বাবস্থায় আল্লাহর রাহে দান করে। ২নং হলো তারা গোস্বাকে হজম করে। গোস্বা সংবরণ করা এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়া এদু'টি মানুষের অতি উত্তম ও মহৎ গুণ। বুখারী শরীফের হাদীসে উল্লেখ আছে, একজন সাহাবী রসূলের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল আপনি আমাকে উপদেশ দিন, রসূল তাকে একাধিকবার

www.pathagar.com

বললেন, لَا تَغْضَبْ-لَا تَغْضَبْ "তুমি কখনও রাগ করবেনা, রাগ করবেনা।" পবিত্র কোরআনের সূরা শুরায়ে আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ

(আল্লাহর কাছে উত্তম ও স্থায়ী পুরস্কার রয়েছে তাদের জন্য) যারা রাগের মাথায় লোককে মাফ করে দেয়, (সূরা শুরা, আয়াত নং ৩৭)

৩নং হলো তারা লোকদের ক্ষমা করে দেয়। ৪নং হলো তারা যদি কখনও শয়তান বা নফসের প্রতারণায় কোন অশ্লীল কাজ বা অন্যায় কাজ করে ফেলে, তাহলে আল্লাহকে স্মরণ করে তা হতে তওবা করে। ৫নং হলো তারা নিজকৃত অন্যায় কাজের উপরে জেদ বা গোঁ ধরে থাকেনা। ফিকাহবিদদের মতে কেউ যদি সগীরা গুনাহ করে উহার উপরে জেদ ধরে থাকে ও অনুতপ্ত না হয়, তা হলে তার এই সগীরা গুনাহটি কবীরা গুনায় পরিণত হয়। আর কেউ যদি কবীরা গুনাহ করে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে আল্লাহ তার এ কবীরা গুনাহ মাফ করে দেন। ১৩৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন, যে সব মুত্তাকীনরা উপরোক্ত পাঁচটি গুণে গুনান্বিত হবে তারাই আমার ক্ষমা ও জান্নাত লাভ করবে।

১৩৩নং আয়াতে মহান আল্লাহ তার বান্দাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও জান্নাত লাভের জন্য ধাবিত হতে বলেছেন, আর ১৩৪ ও ১৩৫ নম্বর আয়াতে ঐ গুনাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন যা অর্জন করতে পারলে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ক্ষমা ও জান্নাত লাভ করা যাবে।

১৩৭নং আয়াতে আল্লাহ তার বন্দাদের সাবধান করতে গিয়ে বলছেন, তোমাদের আগে বহুকাল অতিবাহিত হয়েছে। আর বহু জাতি এ দুনিয়া হতে চলে গিয়েছে। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমন করে দেখ, বেঈমানদের অর্থাৎ মিথ্যাবাদীদের পরিণতি কি হয়েছিল?

www.pathagar.com

দুনিয়ার বহু দেশে এখনও পুরানোকালের বহু গর্বিত জাতির ধবংশাবশেষ পাওয়া যায়, আর বহু দেশের যাদু ঘরেও তাদের ধবংসের আলামত সমূহ রক্ষিত আছে। আল্লাহ মানব জাতিকে আহবান জানিয়ে বলছেন, তোমরা আমার পৃথিবীতে ঘোরা-ফিরা করে দেখ যে, যারা আমার নবীর দাওয়াত অস্বীকার করে আমার অবাধ্য হয়েছিল তাদের পরিণতি কি হয়েছিল।

সর্বশেষ ১৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন, এ কোরআন হল সমগ্র মানব জাতির জন্য আমার বক্তব্য, আর মুমেনদের জন্য হেদায়েত ও উপদেশ, অর্থাৎ কোরআন হতে হেদায়েত ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে তারাই যারা কোরআনের উপরে ঈমান এনেছে।

সূরা বাকারার প্রথমে আল্লাহ বলছেন, এই কিতাবখানা সব রকমের সন্দেহ সংশয়মুক্ত, আর এ কিতাব মুত্তাকীনদের জন্য হেদায়েত। অর্থাৎ যারা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাদেরকেই এই কোরআন পথ দেখায়।

শিক্ষাঃ

(১) আলোচ্য প্রথম আয়াতটি আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে, নেক কাজে প্রতিযোগিতা করা আল্লাহ ও রসুলের দৃষ্টিতে শুধু বৈধই নয়, বরং উৎসাহব্যঞ্জক। আয়াতে আরবী سَارِعُوا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ হল পরস্পর প্রতিযোগিতা করে ধাবমান হওয়া।

(২) বর্ণিত ১৩৫ ও ১৩৬ নং আয়াতদ্বয় হতে আমরা শিখতে ও জানতে পারি যে, মহান আল্লাহ যে মুত্তাকীনদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাদের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত পাঁচটি গুণ থাকতে হবে।

১ নম্বর গুণ হলো তারা স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল সর্বাবস্থায় তাদের ধন-সম্পদ, শ্রম ও সময় আল্লাহর রাহে ব্যয় করে, ২নং গুন হলো তারা গোস্বা প্রশমিত করে। ৩নং গুন হলো তারা লোককে ক্ষমা করে দেয় অর্থাৎ,

www.pathagar.com

গোস্বা সংবরণ করে মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দেয়। ৪নং গুন হলো যদি তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে, অথবা আপন নফসের উপরে জুলুম করে বসে, সাথে সাথে আল্লাহর কথা স্মরণ করে তা হতে তওবা করে। ৫নং গুন হলো তারা কোন অন্যায় কাজ কখনও করে ফেললে তার উপরে জেদ ধরে থাকেনা বরং অনুতপ্ত হয় ও তওবা করে।

১৩৯ নং আয়াত হতে আমরা জানতে ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, এ কোরআন কেবলমাত্র মুত্তাকীনদের জন্য হেদায়েত ও উপদেশ।

* * * * *

www.pathagar.com

হযরত লুকমান হাকিমের তার ছেলেকে উপদেশ দান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (١٢) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣) وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥) يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (١٦) يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ (١٨) وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ

www.pathagar.com

مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (١٩)

(سورة لقمان، مكية آية رقم من ١٢ الى ١٩)

অর্থঃ (১২) আমি লুকমানকে হিকমত (বিশেষ জ্ঞান) দান করেছিলাম, যাতে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। আর যে শুকরিয়া আদায় করে তার ফল সে নিজেই লাভ করবে। আর যে কুফরী (নাশুকরি) করবে, তার ক্ষেত্রে আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন ও প্রশংসিত। (১৩) স্মরণ কর, যখন লুকমান আপন ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, হে বৎস! তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। অবশ্য শিরক বড় আকারের জুলম। (১৪) আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রসঙ্গে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছি। তার মা কষ্টের পরে কষ্ট করে তাকে বহন করেছে এবং দু'বছর লেগেছে তার দুধ ছাড়াতে। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে আর কৃতজ্ঞ থাকবে পিতা-মাতার প্রতিও। আমার কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। (১৫) তবে যদি তারা আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য পীড়া-পীড়ি করে যে ব্যাপারে তোমার কোন কিছু জানা নাই, তাহলে তুমি তাদের কথা শুনবে না। কিন্তু দুনিয়ায় তুমি তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে। আর তুমি অনুসরণ করবে তাকে যে আমার দিকে রওয়ানা হয়েছে। অত:পর তোমরা সকলেই আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করব। (১৬) (হযরত লুকমান বলেছিলেন) হে বৎস! কোন বস্তু যদি সরিষার দানা বরাবরও হয়, আর তা যদি পাথর গর্ভে বা আসমান-জমিনের কোথাও লুকিয়ে থাকে, আল্লাহ তাও হাজির করবেন। আল্লাহ সুক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ। (১৭) হে বৎস! নামায কায়েম করবে, সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজ হতে বিরত রাখবে, আর যে বিপদই আসুক তাতে সবর করবে। অবশ্যই এগুলি সাহসিকতার কাজ।

www.pathagar.com

(১৮) তুমি গর্বিত আচরণ করবে না এবং ধরাপৃষ্টে উদ্ধত ভঙ্গিতে চলা-ফিরা করবেনা। অবশ্য আল্লাহ কোন অহংকারী গর্বিত ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। চলা-ফিরায় ভারসাম্য আনবে। কণ্ঠস্বর নীচু করবে। নিঃসন্দেহে গাধার কণ্ঠস্বর খুবই শ্রুতিকটু।

(সূরা লুকমান, মক্কায় অবতীর্ণ ১২ নং আয়াত হতে ১৯ নং আয়াত পর্যন্ত)

নামকরণঃ সূরার প্রথম দিকে ১২ নং আয়াতে লুকমানের বিবরণ এসেছে বলে সূরার নাম 'সূরা লুকমান' রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল ও আলোচ্য বিষয়ঃ বিষয়বস্তুর দিকে নজর দিলে প্রমাণ হয়, সূরাটি রসূলের নবুয়তের ১ম দিকে মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছিল। তখন ইসলামের দাওয়াত বেশ কিছু বংশ ও পরিবারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং কিছু সংখ্যক যুবক ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করায় পরিবারে পিতা-মাতার সাথে তাদের কিছু কিছু দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল।

সূরাটিতে শিরকের অসারতা প্রমাণ করার জন্য যুক্তি প্রদর্শনের সাথে সাথে তাদের কাছে আরবদের সমাজে বহুল আলোচিত একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব যার নাম ছিল লুকমান। তিনি তার ছেলেকে শিরক পরিহারের জন্য যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার বিবরণ তুলে ধরেছেন। আর মক্কার মুশরিকদেরকে বুঝান হচ্ছে যে, মুহাম্মদ (সঃ) তোমাদেরকে শিরক পরিহারের যে দাওয়াত দিচ্ছেন এটা নূতন দাওয়াত নয়, এর আগেও বিজ্ঞ মনীষীরা শিরককে মহাপাপ মনে করত এবং উহা পরিহার করে তাওহীদের পথে চলার জন্য তাদের অনুসারীদেরকে অহ্বান জানাত। যার মধ্যে মহাজ্ঞানী হযরত লুকমানও একজন।[১]

---

১. লুকমান কে ছিলেন? কোন দেশের লোক ছিলেন? ইত্যাদি ব্যাপারে পরস্পর বর্ণনাগুলিকে একত্র করলে যে ফল দাঁড়ায় তাহল এই যে, হযরত লুকমান পয়গম্বর ছিলেন না। তবে আল্লাহর দীনের একান্ত অনুসারী একজন আল্লাহর অলী ছিলেন। তিনি ছিলেন তার যুগের একজন ধীশক্তি সম্পন্ন প্রখর বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার

www.pathagar.com

ব্যাখ্যাঃ ১২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ লুকমানের প্রসংঙ্গ তুলে সেই সময়ের মক্কাবাসীদেরকে বলছেন যে, দেখ আমি লুকমানকে হিকমত (সুক্ষ্ম জ্ঞান) দান করেছিলাম। আর তাকে বলেছিলাম, তুমি এর শুকরিয়া আদায় কর।[২] কেননা এ শুকরিয়ার ফল তোমারই কল্যাণে আসবে। আর মনে রেখ যারা নাশুকরী (কুফরী) করে তাদের এ কুফরীর পরিণতি তারাই ভোগ করবে।

অত:পর ১৩ নং আয়াতে মহান আল্লাহ হযরত লুকমান তার প্রিয় ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে যে মূল্যবান কথাগুলি বলেছিলেন তার বিবরণ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, হে উম্মতে মুহাম্মদী, তোমরা সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন লুকমান তার স্বীয় ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, হে প্রিয় বৎস! তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। কেননা শিরক হল মহা জুলুম।

এরপর পরবর্তী ১৪ ও ১৫ নং আয়াতদ্বয় হল মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পিতা-মাতার প্রসংঙ্গে সন্তানদের দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা। এই আয়াতদ্বয়তে আল্লাহ বলছেন, আমি মানব জাতিকে তার পিতা-মাতার

কালো বংশের লোক। তার দেশ ছিল নূবা। নূবা অঞ্চলটা বর্তমানে সুদানের উত্তরে ও মিসরের দক্ষিনে অবস্থিত। এখানের লোকদের গায়ের রং কালো। তাই কোন কোন ঐতিহাসিক লুকমানকে হাবসী বলেছেন। ঐতিহাসিকদের মতে লুকমান হযরত দাউদের জামানার পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং হযরত দাউদের সময়ের আগেই তার বিস্ময়কর জ্ঞান-গরিমার কথা আরব এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

২. শোকর আরবী শব্দ। এর বাংলা হল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। তবে শোকর বা শুকরিয়া দুই প্রকার। প্রথম হল; মৌখিক অর্থাৎ জবান দিয়ে আল্লাহর নেয়ামতের শুকর আদায় করা। দ্বিতীয় হলঃ কার্যত অর্থাৎ আল্লাহ তাকে যে নেয়ামত দিয়েছেন ঐ নেয়ামতকে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক ব্যয় ব্যবহার করা। মনে করুন, আল্লাহ মানুষকে অর্থ সম্পদ দিয়েছেন এবং এই অর্থ সম্পদ ব্যয়-বিনিয়োগের বিধানও দিয়েছেন। সুতরাং সম্পদকে আল্লাহর দেয়া নিয়মের আওতায় ব্যয় বিনিয়োগ সম্পদ রূপ নিয়ামতের শুকরিয়া। আর এর বিপরীতে ব্যয়-বিনিয়োগ সম্পদ রূপ নিয়ামতের না শুকরী। জবান এবং কাজ এ উভয়ের মাধ্যমেই বান্দাকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। শুধু মুখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা আর কাজে উহার বিপরীত করা মুনাফেকী বৈ কিছু নয়।

www.pathagar.com

অধিকারের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছি। বিশেষভাবে তার মা কষ্টের পরে কষ্ট উঠায় তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। দু'বছর ধরে কোলে কাকে বহন করে দুধ পান করিয়েছে। সুতরাং তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় কর এবং পিতা-মাতারও। পরিশেষে তোমাদের সকলকেই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে।

অত:পর আল্লাহ ১৫ নং আয়াতে বলতেছেন, পিতা-মাতার হকের প্রতি তোমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবে। কিন্তু মনে রেখ এই পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার হক নষ্ট করার পরামর্শ দেয় বা এর জন্য তোমাকে চাপ দেয় অর্থাৎ আমার সাথে শরীক করতে বলে, তাহলে তাদের কথা মানবে না।[৩] তবে এতদসত্ত্বেও দুনিয়ায় তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। আর তুমি অনুসরণ করবে তাকে যে আমার দিকে পথ ধরেছে। পরিশেষে তোমরা সকলেই আমার কাছে ফিরে আসবে এবং তখন আমি তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্মের ব্যাপারে তোমাদেরকে অবহিত করব।

১৪ ও ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ পিতা-মাতার প্রসঙ্গে আলোচনা করার পরে আবার হযরত লুকমানের ছেলের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উপদেশের বিবরণ এভাবে দিচ্ছেন। (হযরত লুকমান বলেন,) হে প্রিয় বৎস! বস্তু যতই ক্ষুদ্র হোক, আর তাকে কঠিন শিলা খণ্ডের ভিতরে অথবা আসমান জমিনের যেখানেই লুকিয়ে রাখা হোক তা আল্লাহর দৃষ্টির বাহিরে যেতে পারবেনা। সুতরাং তোমার আমল ভাল-মন্দ যাই হোক এবং যতই ক্ষুদ্র হোক আল্লাহ বিচার দিনে তা তোমার সামনে হাজির করবেন।

---

৩. মক্কা শরীফে এই সূরা যখন নাযিল হয়, তখন মক্কার কোন কোন পরিবারের সন্তানেরা কেহ কেহ ইসলাম কবুল করেছিল, ফলে তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে শিরক পরিহার না করার জন্য এবং বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ না করার জন্য পীড়া-পীড়ি করছিল। আর তারা বলছিল তোমাদের নবীই তো বাপ-মায়ের কথা মান্য করতে বলেছেন। সুতরাং কেন তোমরা আমাদের কথা শুনবে না। এ প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন এবং বলেন, যে পিতা-মাতার কথা শুনবে বটে, তবে আমার কথা অমান্য করে নয়।

www.pathagar.com

অতপর ১৭ নং আয়াতে লুকমান ছেলেকে বলছেন, প্রিয় বৎস! তুমি নামায কায়েম করবে, লোককে ভাল কাজের নির্দেশনা দিবে, অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখবে। আর এ পথে যে বিপদ-আপদ আসবে ধৈর্য সহকারে তার মোকাবেলা করবে। আর একাজ তার পক্ষেই সম্ভব যে দুসাহসী ও হিম্মতওয়ালা।[৪]

অতপর ১৮ ও ১৯ নং আয়াতে ছেলের উদ্দেশ্যে লুকমান বলছিলেন, প্রিয় বৎস! মানুষের সাথে অবজ্ঞা সহকারে কথা বলবে না। ধরাপৃষ্ঠে গর্বভরে চলা-ফেরা করবে না। কেননা আল্লাহ দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি চলা-ফেরায় ভারসাম্য আনবে এবং কণ্ঠস্বর নীচু করবে। আর সবচেয়ে বিকট আওয়াজ হলো গাধার আওয়াজ।

শিক্ষা: কোরআনের এই আলোচনা হতে আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যে, একজন আদর্শবাদী মুসলিম পিতা-মাতা তার সন্তানকে কিভাবে উপদেশ দিবেন এবং তাকে কোন দিকে পথ নির্দেশনা দিবেন। অপর দিকে একজন ঈমানদার সন্তান তার পিতা-মাতার সাথে কি ধরণের আচরণ করবে। সাথে সাথে পিতা-মাতার প্রতি অনুগত্যের সীমাও ঠিক করে দিয়েছেন। আল্লাহ অনুগত্যের যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন ঐ সীমা অতিক্রম করে আনুগত্য করা যাবে না। তবে সর্বাবস্থায় পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে।

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

৪. এই আলোচনায় একটি ইঙ্গিত রয়েছে যে, যেই 'আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার' এর কাজ করতে যাবে তাকে অবশ্যই বিপদের ও বিরোধীতার সম্মূখীন হতে হবে। আর ঐসব বিরোধীতার মুখে টিকে থেকে সামনে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষেই সম্ভব যে সাহসী ও দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী।

www.pathagar.com

ইনসাফের উপরে অটল থাকার ও সত্য সাক্ষ্য দানের নির্দেশ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٣٥)

(سورة النِسَاء، مدنية آية رقم - ٣٥)

অর্থঃ (১৩৫) হে ঈমানদারেরা! তোমরা ইনসাফের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও এবং আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যয়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর। যদিও তা তোমাদের নিজেদের, তোমাদের পিতা-মাতার ও তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে যায়। কেউ ধনী হোক অথবা গরীব হোক (তা বিবেচনায় নিবেনা)। আল্লাহ তোমাদের চেয়ে তাদের বেশী হিতাকাঙ্খী। সুতরাং তোমরা নফসের তাবেদারী করতে গিয়ে বে ইনসাফী করবেনা। যদি তোমরা পেচালো কথা বল কিম্বা সত্যকে পাশ কাটিয়ে যাও, তাহলে মনে রাখবে তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।

(সূরা- নিসা, মদীনায় অবতীর্ণ, আয়াত - ৩৫)

নামকরণ ঃ সূরার ভিতরে কয়েক জায়গায়ই (النساء) নিসা শব্দ এসেছে, সেই জন্যই সূরার নাম সূরা "আন-নিসা" রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল ও বিষয়বস্তুঃ এ দীর্ঘ সূরাটি রসূলের মদীনায় হিজরতের পর ৩য় হিজরীর শেষ হতে ৫ম হিজরীর ১ম ভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময় নাযিল হয়েছে। মদীনায় তখন রসূলের নেতৃত্বে মুসলমানদের একটি সুসংগঠিত সমাজ ও রাষ্ট্র সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

হয়েছিল, ফলে এই সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যে সব নিয়ম কানুন ও বিধি-বিধান প্রয়োজন ছিল সেসব সহ অন্যান্য আরও কিছু বিষয় এ সূরার মাধ্যমে নাযিল করা হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ সূরা নিসার এই আয়াতটি বেশ বড়। এ আয়াতটিতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারনা করেছেন যে বিষয়টির সাথে মানব সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। উহা হলো সমাজের সর্বস্তরে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা। আয়াতে মহান আল্লাহ ঈমানদারদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, হে ঈমানদারেরা, তোমরা ইনসাফের ঝান্ডা বরদার হয়ে যাও। আর তোমরা অবশ্যই সত্য সাক্ষ্য দিবে, যদি সত্য সাক্ষ্যের কারণে তোমাদের নিজেদের, তোমাদের পিতা-মাতার ও তোমাদের আত্মীয়দের স্বার্থের হানি ঘটে তাহলেও তোমরা তার পরওয়া করবেনা। কেননা মানবতার বৃহত্তর কল্যাণ ও শান্তি ইনসাফ কায়েমের মাধ্যমেই সম্ভব। আর ন্যায় বিচার সম্ভব কেবলমাত্র সত্য সাক্ষ্যর মাধ্যমে। এ জন্যই আল্লাহ বিশেষভাবে মুমেনদেরকে সত্য সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। আল্লাহ আরো সাবধান করে বলেছেন যে, বিবদমান পার্টি দ্বয়ের কে ধনী, কে দরিদ্র তা তোমাদের বিবেচনায় আনার কোন প্রয়োজন নাই। তোমরা সত্য সাক্ষ্য দিবে চাই সে সাক্ষ্য ধনীর পক্ষে যাক কিম্বা দরিদ্রের পক্ষে। সাক্ষি দিতে গিয়ে স্পষ্ট কথা না বলে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলা অথবা পাশ কেটে যাওয়া ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন না করার জন্যও আল্লাহ সতর্ক করে দিয়েছেন।

সত্য সাক্ষ্যদান ও সুবিচার প্রসংগে সূরায়ে মায়েদার ৮ নং আয়াতে আল্লাহ অনুরূপ এক নির্দেশে বলেছেন-

"হে ঈমানদারেরা, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে অবিচল থাকবে। কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে (ঐ সম্প্রদায়ের প্রতি) ন্যায় বিচার হতে বিরত না রাখে। তোমরা ন্যায় বিচার (ইনসাফ) কর। কেননা ন্যায় বিচার তাকওয়ার নিকটবর্তী।" আর

www.pathagar.com

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্মের খবর রাখেন। (সূরা মায়েদা আয়াত নং - ৮)

উপরোক্ত আয়াতেও আল্লাহ রব্বুল আলামীন সত্য সাক্ষ্য দান ও শত্রু-মিত্র নির্বেশেষে সকলের প্রতি সুবিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এও বলেছেন যে, সুবিচার হলো তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। সূরায়ে হাদীদের ২৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন কিতাব ও রসূল পাঠাবার উদ্দেশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

"আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি। আর তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি। অর্থাৎ মিজান যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।" (সুরা হাদিদ, আয়াত নং ২৫)

সুতরাং মানুষের সামজে, রাষ্ট্রে ও গোটা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে একমাত্র নবী-রসূলদের মাধ্যমে আল্লাহ যে কিতাব পাঠিয়েছেন এবং উহাতে সুবিচারের যে ফরমুলা দিয়েছেন ঐ ফরমুলা কার্যকরভাবে গ্রহণের মাধ্যমে। সূরা মায়েদায় আল্লাহ বিশেষভাবে সাবধান করেছেন যে, কোন সম্প্রদায় বা জাতির সাথে যদি তোমাদের শত্রুতাও থাকে, তাহলেও সুবিচার হতে তাকে বঞ্চিত করা তোমাদের জন্য মোটেই বৈধ হবে না। বরং শত্রুদের প্রতিও সুবচিার করবে এটাই তাকওয়ার অধিকতর নিকবর্তী।

সুরা নিসার ৫৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ মুমেনদেরকে সম্বোধন করে বলছেন যে "তোমরা যখন মানুষের পরস্পরের মধ্যে কোন বিচার ফয়সালা করবে তখন তা ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে করবে।"

শিক্ষা: আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় যে আলোচনা এসেছে, তা হতে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, মহান আল্লাহর দুনিয়ায় নবী-রসূল পাঠাবার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানব সমাজের সর্বস্তরে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা। আর সুবিচার করতে বা পেতে হলে বিচারক ও সাক্ষী উভয়কেই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, দল ও অঞ্চল ইত্যাদি যাবতীয় সংকীর্ণতা পরিহার

www.pathagar.com

করতে হবে, বর্তমান মানব সমাজে যেটার খুবই অভাব, দেশের নিম্ন আদালত থেকে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত অধিকাংশ বিচারকরাও উপরোক্ত সংকীর্ণতা যেমন পরিহার করতে পারেনি, তেমনি অধিকাংশ সাক্ষীরাও উক্ত সকীর্ণতার শিকার। ফলে মানব সমাজ হতে সুবিচার আজ হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

সুতরাং, মানুষ হিসাবে মানবতার দাবীদার সকলের দায়িত্ব, আর মুসলিম উম্মাহর সদস্য হিসাবে প্রতিটি ঈমানদারদের দায়িত্ব, ইনসাফ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সব রকমের সংকীর্ণতা পরিহার করা।

* * * * *

www.pathagar.com

অপরাধীর পক্ষালম্বন করে বিচারককে বিভ্রান্ত করার পরিণতি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (١٠٦) وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (١٠٧) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٨) هَاأَنتُمْ هَؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً (١٠٩) وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا (١١٠) وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١١) وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (١١٢) وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (١١٣)

(سورة النساء مدنية رقم الآية من ١٠٥ الى ١١٣)

www.pathagar.com

অর্থঃ (১০৫) হে নবী, আমি আপনার প্রতি এই কিতাব সত্য ও সঠিকভাবে নাযিল করেছি, যাতে আপনি আল্লাহর দেখানো বিধি অনুসারে মানুষের পরস্পরের মধ্যে ফয়সালা করতে পারেন। আর আপনি খিয়ানতকারীদের পক্ষ অবলম্বন পরিহার করবেন। (১০৬) আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করুন। অবশ্য আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (১০৭) যারা নিজেদের সাথে প্রতারণা করে, আপনি তাদের পক্ষে কথা বলবেন না। যারা খিয়ানতকারী ও অপরাধী তদেরকে আল্লাহ আদৌ পছন্দ করেন না। (১০৮) এরা মানুষের কাছ থেকে অপরাধ গোপন করতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করতে পারেনা। এরা আল্লাহর মর্জির খেলাফ রাতে যখন সলা-পরামর্শে লিপ্ত থাকে তখন আল্লাহ ওদের সাথেই থাকেন। তারা যা কিছু করে সবই আল্লাহর জ্ঞানের আয়ত্ত্বাধীন। (১০৯) (শুনে রাখ) তোমরা দুনিয়ার জীবনেতো এদের পক্ষ অবলম্বন করে ঝগড়া করতে পারবে। কিন্তু আখেরাতে তাদের পক্ষে কে কথা বলবে? অথবা তাদের উকিল হবে? (১১০) কেউ যদি কোন পাপের কাজ করে অথবা নিজের উপরে জুলুম করে ফেলে, অত:পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে অবশ্যই আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে। (১১১) যে পাপ কামাই করবে তার এ পাপের ফল তাকেই ভোগ করতে হবে। আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি অতিশয় জ্ঞানী ও বিজ্ঞ। (১১২) আর যে ব্যক্তি কোন ভুল অথবা অপরাধ করে অত:পর কোন নির্দোশ লোকের উপরে চাপায়, সেতো অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা নিজের মাথায় বহন করে। (১১৩) যদি আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হতো, তাহলে তাদের একটি দল আপনাকে বিভ্রান্ত করার সংকল্প করে ফেলেছিল। প্রকৃতপক্ষে ওরা নিজেদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করছে। ওরা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারতনা। আল্লাহ আপনার উপরে কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছেন, আপনার উপরে আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যাধিক। (সূরা নিসা আয়াত নং ১০৫ হতে ১১৩ পর্যন্ত)

www.pathagar.com

নামকরণঃ সূরার ভিতরে نساء শব্দের ব্যবহার কয়েকবার এসেছে বলে সূরার নাম النساء রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়কালঃ রসূলের হিজরত পরবর্তী সময় মদীনা শরীফে সূরাটি নাযিল হয়েছে।

শানে নযুলঃ সূরা নিসার ১০৫ নং আয়াত হতে ১১৩ নং আয়াত ক'টি মদীনায় সংঘটিত একটি চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে। ঐ সময় সাধারণভাবে মদীনাবাসী মুসলমানদের ভিতরে তেমন স্বচ্ছলতা ছিলনা। এক আনসারী সাহাবী হযরত রিফাহ দুর্দিনের জন্য কিছু আটা খরিদ করে আটা ভর্তি একটা ব্যাগ আর কিছু অস্ত্র-শস্ত্র যা সাধারণতঃ জিহাদের প্রয়োজনে রাখা হতো, তার ঘরের একটি প্রকোষ্টে রেখে দিয়েছিল। এক রাত্রে এগুলি তার ঘর হতে চুরি হয়ে যায়। হযরত রিফাহ সকালে খুঁজা-খুঁজি শুরু করে এবং আলামত ও নেশানাদি দেখে তার প্রবল ধারণ হয়ে যে, বনি জাফর গোত্রের তোমা বিন উবায়রাকই তার এ মাল চুরি করেছে। বনি উবায়রাক এটা টের পেয়ে মালের একাংশ অর্থাৎ বর্ম ও লৌহাস্ত্র তার প্রতিবেশী এক ইহুদীর ঘরে রেখে আসে। মাল চুরি যাওয়া এ ঘটনা রসূলের আদালতে পেশ হয় এবং হযরত রিফাহ তার মাল তোমা বিন উবায়রাক চুরি করেছে বলে অভিযোগ দায়ের করেন। তোমা বিন উবায়রাকের বংশের লোকেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাকে চুরির অভিযোগ হতে বাঁচাবার জন্য রসূলের দরবারে তোমার প্রতিবেশী এক ইহুদীর বিরুদ্ধে প্রবলভাবে চুরির অভিযোগ উত্থাপন করে। ফলে ইহুদীর বাড়ীতে অনুসন্ধান চালান হয় এবং চোরাই মাল তার বাড়ী হতে উদ্ধার করা হয়। ইহুদীকে হুযুরের দরবারে হাজির করে জিজ্ঞাসা করলে সে শপথ করে বলে যে, আমাকে এ মাল তোমা বিন উবায়রাক দিয়েছে। চুরির ব্যাপারে আমি আদৌ কিছু জানিনা। উবায়রাকের বংশের লোকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে ইহুদীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় এবং বলে যে, মুসলমানের দুশমন ইহুদীর কথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয় সেই চুরি করেছে। বাহ্যিক আলামত ও সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে হুযুর ইহুদীর বিরুদ্ধে রায় দিবেন

www.pathagar.com

বলে মন স্থির করে ফেলেছিলেন। ঠিক এমন সময় আল্লাহ তার রসূলকে ওহীর মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা অবহিত করে দেন এবং তো'মার বংশের ঐসব নব্য মুসলমানদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন, যারা বংশীয় সংকীর্ণতার বশবর্তী হয়ে নিজেদের বংশের এক অপরাধীকে বাঁচাবার জন্য একজন নিরপরাধ অমুসলিমকে ফাঁসাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

ব্যাখ্যাঃ বর্ণিত ১০৫, ১০৬ ও ১০৭ নং আয়াতে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার প্রিয় পয়গম্বরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, যে হে নবী, আমি আপনার উপরে কিতাব অর্থাৎ, কোরআন এজন্য নাযিল করেছি যাতে আপনি কোরআনে প্রদর্শিত বিধান অনুসারে মানুষের পারস্পারিক দ্বন্দের বিচার ফয়সালা করতে পারেন। আর আপনি খিয়ানাতকারীদের পক্ষে মতামত দিবেননা। আপনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, অবশ্য আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যারা নিজেদের সাথে প্রতারণা করে, অর্থাৎ সঠিক ঘটনা অন্তরে জানা সত্ত্বেও সত্যকে প্রকাশ্যে গোপন করে এবং আপন লোককে বাঁচাবার জন্য অন্যকে ফাসাবার চেষ্টা করে, আপনি তাদের পক্ষালম্বন করবেন না। মনে রাখবেন, আল্লাহ খিয়ানতকারী ও অপরাধীকে আদৌ পছন্দ করেন না।[১] ১০৮ ও ১০৯ নং আয়াতে মহান

---

১ একজন বিচারক, (ইসলামী পরিভাষায় যাকে বলা হয় কাজী) সে সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে মোকদ্দমার ফয়সালা করবে এটাই শরীয়ত সম্মত নিয়ম। এই নিয়ম যথাযথ অনুসরন করে যখন কোন বিচারক মোকদ্দমার রায় প্রদান করে তখন তার এই রায় প্রদান সঠিক ও ন্যায় বিচার বলে বিবেচিত হবে। তবে হ্যাঁ সাক্ষীরা যদি সত্যকে গোপন করে মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে ন্যায়ের বিপরীতে অন্যায়ের পক্ষে রায় নিয়ে যায়, তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ও দোষী হবে সাক্ষীরা, বিচারক নয়। সাক্ষীরা এখানে মারাত্মক দু'টি দোষে দোষী, এক হলো- মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া আর দ্বিতীয় হলো মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে বিচারককে বিভ্রান্ত করা। এ জন্যই হাদীসে আল্লাহর রসূল মিথ্যা সাক্ষ্য দানকে মিথ্যা কথার চেয়েও মারাত্মক পাপ বলে অভিহিত করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে বিচারক সম্পূর্ণ নির্দোষ। কেননা তিনি শরীয়ত সম্মত নিয়ম-নীতির পূর্ণ অনুসরণ করে

www.pathagar.com

আল্লাহ বলেছেন, তারা তাদের এ ষড়যন্ত্র মানুষের কাছ থেকেতো গোপন করতে পারে। কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করতে পারে না। এরা যখন আল্লাহর মর্জির খেলাফ গোপন সলা-পরামর্শ করছিল, তখন আল্লাহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আল্লাহ তাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিফহাল। বনি উবায়রাকের এধরনের ন্যাক্কারজনক কাজের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে আল্লাহ বলছেন, হাঁ তোমরা দুনিয়ায়তো এদের পক্ষ অবলম্বন করে ঝগড়ায় নামতে পার। কিন্তু কিয়ামতের দিনে কি তোমরা এদের পক্ষ হয়ে আল্লাহর সাথে ঝগড়া করতে অথবা তাদের পক্ষে ওকালতি করতে পারবে? ১১০নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন, তবে কেউ যদি অপরাধ করে, অথবা নিজের নফসের উপরে জুলুম করে, অত:পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তাহলে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে। ১১১নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, যে কেহ পাপের কাজ করে সে তার ফল নিজেই ভোগ করবে। আল্লাহ তায়ালা সব বিষয় জ্ঞাত এবং তিনি মহাজ্ঞানী। অত:পর ১১২ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন, কেউ যদি ভুল বা অপরাধ করে তা অন্য কোন নিরপরাধ ব্যক্তির উপরে চাঁপায়, সে নিজের মাথায় জঘন্য মিথ্যা ও পাপের বোঝা বহন করে। (আর এ কাজটাই বনি উবায়রাকরা করেছে) এর পর আবার মহান আল্লাহ তার প্রিয় রসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে রসূল, আপনার উপরে যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুনা না থাকত, তাহলে এদের একটি দলতো আপনাকে ভুল পথে নিয়ে যেতো। তারা নিজেদেরকেই ভুল পথে

রায় দিয়েছেন। আলোচ্য মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে হুযুর যে রায় দিতে যাচ্ছিলেন তাতে হুযুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কোন ত্রুটি ছিলনা। ত্রুটি ও দোষ ছিল মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারীদের। আর যেহেতু ঘটনাটা রসূলের জীবদ্দশায় ওহী নাযিলের সময়কালে ঘটেছিল, তাই করুনাময় আল্লাহ তার প্রিয় রসূলকে ভৎসনার ভাষায় কিছু কথা বললেও আসল লক্ষ্য হলো তারা, যারা বংশীয় সংকীর্ণতার বশবর্তী হয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে দোষীকে বাঁচাবার জন্য নির্দোশীকে ফাঁসাবার ষড়যন্ত্র করছিল।

www.pathagar.com

পরিচালিত করছে, ওরা আপনার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। আল্লাহ আপনার উপরে কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং আপনার অজানা বিষয়সমূহ আপনাকে জানিয়ে দিয়েছেন। আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম।

শিক্ষা ঃ যদিও সূরা নিসার উপরোক্ত ১৩টি আয়াত, শানে নুযুলে উল্লেখিত বিশেষ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এর শিক্ষা এবং কার্যকারিতা দুনিয়া লয় হয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য প্রযোয্য ও শিক্ষনীয়।

১নং শিক্ষা হলো, গোত্রীয়, দলীয় কিম্বা ধর্মীয় সংকীর্ণতার বশবর্তী হয়ে কোন অন্যায়কারীর অন্যায়কে সমর্থন ইসলামের দৃষ্টিতে গর্হিত ও অন্যায়।

২নং শিক্ষা, হীন স্বার্থের বশবর্তী হয়ে অপরাধীকে বাঁচাবার জন্য নিরপরাধের উপরে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ চাপান জঘন্য পাপ।

৩নং শিক্ষা, মিথ্যা সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে বিচারককে বিভ্রান্ত করা ও নিরাপরাধীকে ফাঁসিয়ে দেয়া চরম ঘৃণিত ও জঘন্য পাপ।

উপরোক্ত শিক্ষার আলোকে আমরা আমাদের এই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটির কোর্ট, আদালত ও বিচার ফয়সালার দিকে যদি তাকাই, তাহলে হতাশ হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকেনা। এখানে মিথ্যা সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে বিচারককে বিভ্রান্ত করা, নিরপরাধকে আসামী করে মিথ্যা মামলা দায়ের করা এমনকি উৎকোচের মাধ্যমে বিচারককে প্রভাবান্বিত করে নিজের স্বার্থের পক্ষে বিচার খরিদ করে নেয়া ইত্যাদি অহরহ ঘটছে। সুতরাং ন্যায় বিচার পেতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে বিচার ব্যবস্থায় ইসলামের নিয়মনীতির অনুসরণ করতে হবে।

www.pathagar.com

কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতার বিবরণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا (١٧) يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (١٨) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (١٩) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (٢٠) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (٢١) لِلطَّاغِينَ مَآبًا (٢٢) لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (٢٣) لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَّلاَ شَرَابًا (٢٤) إِلا حَمِيمًا وَّغَسَّاقًا (٢٥) جَزَاءً وِفَاقًا (٢٦) إِنَّهُمْ كَانُوا لاَ يَرْجُونَ حِسَابًا (٢٧) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (٢٨) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (٢٩) فَذُوقُوا فَلَنْ نَّزِيدَكُمْ إِلا عَذَابًا (٣٠) إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (٣١) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (٣٢) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (٣٣) وَّكَأْسًا دِهَاقًا (٣٤) لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَّلاَ كِذَّابًا (٣٥) جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (٣٦) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (٣٧) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلاَئِكَةُ صَفًّا لاَ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (٣٨) ذَالِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (٣٩) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (٤٠)

(سورة النباء، مكية، رقم الآية: من ١٧ الى ٤٠)

www.pathagar.com

অর্থঃ (১৭) অবশ্য বিচারের দিনটি সুনির্দিষ্ট। (১৮) সে দিন সিংগায় ফুক দেয়ার সাথে সাথে তোমরা দলে দলে বের হয়ে আসবে। (১৯) আকাশ সে দিন খুলে দেয়া হবে আর তা বহু দরজায় পরিণত হবে। (২০) আর পর্বত মালাকে চলমান করা হবে ফলে তা মরীচিকায় পরিণত হবে। (২১) নিশ্চয়ই জাহান্নাম একটি ফাঁদ। (২২) যা হবে সীমালংঘনকারীদের আবাসস্থল। (২৩) সেখানে তারা যুগযুগ ধরে পড়ে থাকবে। (২৪,২৫) সেখানে তারা গরম পানি ও ক্ষত নির্গত পুঁজ ছাড়া পান যোগ্য কোন ঠান্ডা পানি পাবে না। (২৬) এটা হল পূর্নাঙ্গ প্রতিফল। (২৭) অবশ্য তারা হিসাব-নিকাশের আশা করতনা। (২৮) আমার আয়াত সমূহ মিথ্যা জেনে প্রত্যাখ্যান করেছিল। (২৯) অথচ তাদের প্রতিটি আচরণ আমি গুনে গুনে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। (৩০) এখন তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর আমি তোমাদের জন্য শাস্তিই বৃদ্ধি করব। (৩১) অবশ্য মুত্তাকীনদের জন্য সফলতা রয়েছে। (৩২) বাগ-বাগিচা, আঙ্গুর ফল। (৩৩) নব যৌবনা সমবয়সী তরুণীবৃন্দ। (৩৪) উচ্ছসিত পান পাত্র। (৩৫) সেখানে তারা বেহুদা ও মিথ্যা কথা শুনবে না। (৩৬) এটা হল আপনার রবের পক্ষ হতে যথোচিত প্রতিদান। (৩৭) তিনি আসমান-জমীন এবং এর মাঝখানে যা কিছু আছে তার পালনকর্তা, দয়াময়, তার সামনে কারো কথা বলার সাহস থাকবে না। (৩৮) সেদিন রূহ ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে দাড়াবে। সেদিন করুণাময় যাকে অনুমতি দিবেন তিনি ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্য-সঠিক কথাই বলবে। (৩৯) এদিনটি অবশ্যই আসবে। অত:পর যার ইচ্ছা সে যেন তার রবের কাছে ঠিকানা করে নেয়। (৪০) আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করলাম। সেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যাবতীয় কাজ যা তার হস্তদ্বয় আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে। আর কাফের আফসোস করে বলবে, হায়, আমি যদি মাটি হতাম।

(সূরা নাবা মক্কায় অবতীর্ণ ১৭ নং আয়াত হতে ৪০ পর্যন্ত)

www.pathagar.com

নামকরণঃ দ্বিতীয় আয়াতের اَلنَّبَا শব্দ হতে এ সূরার নাম 'সূরা নাবা' রাখা হয়েছে।

নাযেলের সময়কালঃ সূরাটি রসূলের নবুয়তী জিন্দেগীর প্রথম দিকে মক্কা মোয়ায্যামায় নাযেল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়ঃ সূরার বিষয়বস্তু হল আখেরাত ও কিয়ামতের বিষয় প্রমাণ পেশ করা। আর কিয়ামতে ও আখেরাতে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের যে পরিণতি হবে তার চিত্র তুলে ধরা।

ব্যাখ্যাঃ

আলোচ্য সূরার ১৭ নং আয়াত হতে ২০ নং আয়াত পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা এবং তার আলামতের বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে অবশ্য বিচারের দিনটি সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ, যারা আখেরাতে অবিশ্বাসী ও বিচার-ফয়সালার দিনকে অস্বীকার করে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এ দিনটি তার নির্দিষ্ট সময় আসবেই। এর পর ১৮ হতে ২০ নং আয়াত পর্যন্ত এই দিনের প্রাথমিক অবস্থার কিছু বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে সেদিন ইস্রাফিল ফেরেশতা সিংগায় ফুক দিবেন। আর তোমরা (হে মানব জাতি) দলে দলে কিয়ামতের মাঠে এসে হাজির হবে। আর সে দিন আকাশকে বিদীর্ণ করে বহু দরজা বিশিষ্ট করা হবে। যাতে অগণিত মানুষ অনায়াশে এসে কিয়ামাতের বিস্তীর্ণ ময়দানে হাজির হতে পারে। এখানে যে ফুৎকারের কথা বলা হয়েছে, এটা হল দ্বিতীয় ফুৎকার। দ্বিতীয় ফুৎকারে মানুষ কবর হতে জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে যাত্রা শুরু করবে। এর পূর্বে প্রথম ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকারে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। হাদীসে দু'টি ফুৎকারের কথাই বলা হয়েছে। ১৮ নং আয়াতের শেষাংশে এবং ১৯ ও ২০ নং আয়াতে ২য় ফুৎকারের পরের তিনটি বিশেষ ঘটনা যা সেদিন সংঘটিত হবে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে (১)

www.pathagar.com

সেদিন সকল মৃত মানুষ জীবিত হয়ে দলে দলে এসে হাশর ময়দানে জমা হবে। (২) আকাশ খুলে গিয়ে বহু দরজা বিশিষ্ট হবে। (৩) আর পাহাড় সমূহ স্থানান্তরিত হয়ে মরীচিকার রূপ ধারণ করবে।

সূরা আল কারিয়ায় আল্লাহ বলছেন, وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ "সেদিন পর্বত মালা ধূণিত রংগিন পশমের মত হবে।"

এর পর ২১ নং আয়াত হতে ৩০ নং আয়াত পর্যন্ত জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের করুণ পরিণতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে জাহান্নাম সেদিন একটি ঘাটি হিসেবে শরীয়তের সীমালংঘনকারীদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। আর জাহান্নামীরা সেখানে প্রবেশ করার পর যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। আর তারা পিপাসা মিটাবার জন্য সেখানে কোন সুপেয় ঠান্ডা পানি পাবে না। পাবে গরম পানি ও রক্ত ও পুঁজ মিশ্রিত পানি। জাহান্নামের আগুনের তাপে পিপাসায় পিপাসার্থ হয়ে যখন তারা পানি চাবে, তখন জাহান্নামের ফেরেশতারা তাদেরকে গরম পানি ও রক্ত ও পুঁজমিশ্রিত পানি দিবে। সেখানে অর্থাৎ জাহান্নামে তারা তাদের কৃত পাপ কার্যের পূর্ণ প্রতিদান পাবে। যেহেতু তারা পরকালকে ও পরকালে হাজির হয়ে আল্লাহর হুজুরে নিজেদের কৃত কর্মের হিসাব দেয়ার ব্যাপারটাকে একেবারেই অগ্রাহ্য করেছিল। ফলে তাদেরকে তাদের কৃত কর্মের উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ বলেন, আমি তাদের প্রতিটি পাপ কার্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলাম। সুতরাং আমি তাদেরকে তাদের পাপ কর্মের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। আর তাদের হাঁ-হুতাশে তাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করা হবে।

অত:পর সূরার ৩১ নং আয়াত হতে ৩৭ নং আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তার অনুগত মুত্তাকীন বান্দাদের জন্য বেহেশতের যে সব নিয়ামত দিবেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। বলা হয়েছে মুত্তাকীনরা সে দিন সফলতা লাভ করবে। তাদেরকে সেদিন বাগ-বাগিচা, ফল-মুল, নব

www.pathagar.com

যৌবনা সমবয়সী তরুনী ও উচ্ছসিত পান পাত্র দেয়া হবে। সেখানে তারা বেহুদা ও মিথ্যা কথা আদৌ শুনবেনা। আর এসব হবে পরম করুণাময় আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের জন্য যথোপযুক্ত পুরস্কার।

এরপর ৩৮ নং আয়াত হতে ৪০ নং আয়াত পর্যন্ত কিয়ামতের আরও কিছু বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে, সেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। আর দয়ালূ আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন তিনি ব্যতীত কেউ কথা বলার সাহস করবে না। আয়াতের মর্ম হলো এখানে সুপারিশ অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে সেদিন কেউ কারও ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন তিনিই কেবল সুপারিশ করতে পারবেন, দু'টি শর্তে এক হলো যার ব্যাপারে অনুমতি দেয়া হবে কেবলমাত্র তার জন্য সুপারিশ করতে পারবে। দ্বিতীয় হলো তিনি কেবল সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে সুপারিশ করবেন। পরবর্তী দু'টি আয়াতে কিয়ামতের আরও অধিক বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলছেন শুনে রাখ, কিয়ামতের দিনটি সত্য, সঠিক ও নির্ধারিত। সুতরাং যে চায় সেযেন তার পরওয়ার দিগারের দিকে পথ করে নেয়। এর পর বলা হচ্ছে হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে আসন্ন আযাব সম্পর্কে হুশিয়ার করছি। সেদিন কিন্তু প্রতিটি লোক তার যাবতীয় আমল প্রত্যক্ষ করবে। আর কাফেরেরা পরিতাপ করে বলবে, হায় আমরা যদি মানুষ না হয়ে মাটি হতাম, তাহলে আজ আমাদের এদুর্দশা হত না।

শিক্ষাঃ সূরা নাবার যে অংশের আয়াতসমূহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উপরে পেশ করা হয়েছে এ হতে আমরা নিশ্চিতভাবে শিখতে ও অবহিত পারি যে, আমাদের জিন্দেগী মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবেনা, বরং এ দুনিয়া লয় হয়ে যাওয়ার পরে আমাদেরকে আবার জীবিত করে আল্লাহ অন্য আর একটি জগতে হাজির করবেন এবং সেখানে আমাদের এই দুনিয়ার যাবতীয় ভাল মন্দ কাজের বিচার করে উহার উপযুক্ত প্রতিদান দেয়া হবে। ফলে আল্লাহর অবাধ্য পাপী লোকেরা জাহান্নামী হবে এবং

www.pathagar.com

সেখানে অর্থাৎ জাহান্নামে তারা অনন্তকাল ধরে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। আর আল্লাহর অনুগত মুত্তাকীন লোকেরা বিচার ফয়সালার পরে তাদের নেক আমলের প্রতিদানে জান্নাতে লাভ করবে এবং সেখানে অনন্তকাল ধরে জান্নাতর নিয়ামত ও সুখ শান্তি ভোগ করতে থাকবেন।

* * * * *

www.pathagar.com

কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ও নেক্‌কার-বদকারদের পরিণতি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ (١) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ (٢) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (٤) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (٥) يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٦) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ (٨) كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (٩) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢) إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (١٥) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ (١٦) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٧) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٨) يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (١٩)

(سورة الانفطار، مدنية آية رقم : من ١ الى ١٩)

(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে। (২) যখন নক্ষত্র সমূহ ছিটকে পড়বে। (৩) যখন সমুদ্র সমূহকে উথোলিত করা হবে। (৪) এবং কবর সমূহকে খুলে দেয়া হবে। (৫) তখন প্রতিটি মানুষ তার অগ্রপশ্চাতের যাবতীয় বিষয় অবহিত হবে। (৬) হে মানুষ, কে তোমাকে বিভ্রান্ত করল তোমার করুণাময় পরওয়ারদেগার সম্পর্কে? (৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অত:পর তোমাকে সুবিন্যস্ত ও সুষম করেছেন। (৮) তিনি তার পছন্দমত

www.pathagar.com

তোমাকে আকৃতি দিয়েছেন। (৯) প্রকৃত ব্যাপার হল যে, তোমরা প্রতিদানের ব্যাপারটাকে অবিশ্বাস কর। (১০) অবশ্যই তোমাদের উপরে পরিদর্শক নিযুক্ত রাখা হয়েছে। (১১) সম্মানিত লেকখবৃন্দ। (১২) তারা তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। (১৩) অবশ্য নেককারগণ (বেহেশতে) পরম আনন্দে থাকবে। (১৪) আর বদকাররা থাকবে জাহান্নামে। (১৫) বিচার দিনেই তারা তথায় প্রবেশ করবে। (১৬) অত:পর সেখান থেকে তারা আর বের হতে পারবে না। (১৭) আপনি কি জানেন বিচার দিবস কি? (১৮) অত:পর আপনি কি জানেন বিচার দিবস কি? (১৯) যেদিন কেউ কারো কোন উপকার করতে পারবেনা আর সর্বময় কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।

(সূরা-ইনফিতার, মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত নং ১ হতে ১৯ পর্যন্ত)

নামকরণ: সুরার প্রথম আয়াতের শব্দ اِنْفَطَرَتْ শব্দ হতে এ সূরার নাম রাখা হয়েছে আল ইনফেতার।

নাযিলের সময় ও বিষয়বস্তু : বিবয়বস্তু পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে এ সুরাটি রসূলের নবী জীবনের প্রথম দিকে মক্কা শরীফে নাযিল হয়েছে। মক্কী সূরা সমূহে বিশেষভাবে তিনটি বিষয়ের উপরে ঈমান আনার আহবান জানান হয়েছে। ১নং তওহীদ, ২নং রিসালাত আর ৩নং হলো ঈমান বিল আখেরাত অর্থাৎ কিয়ামত ও বিচার দিনে বিশ্বাস। আলোচ্য সুরাটিতে কিয়ামত দিনের ভয়াবহতা বর্ণনার সাথে সাথে ঐদিনে নেককারদের পুরস্কার আর পাপীদের শাস্তির বিবরণ দেয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ সূরার প্রারম্ভে ১নং আয়াত হতে ৩নং আয়াত পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠানের ভয়াবহতার প্রথম দিকের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে যে সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, নক্ষত্র সমূহ ছিটকে পড়বে, আর সমুদ্র সমূহের পানিও ভীষনভাবে উদ্বেলিত হবে এবং কবরসমুহ হতে মানুষকে পুনর্জীবিত করে বের করে আনা হবে। অর্থাৎ সেদিন বর্তমান সৌর জগতের যাবতীয় ব্যবস্থা লন্ড-ভন্ড হয়ে রহিত হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

অত:পর ৪নং ও ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, সেদিন কবর হতে মৃত মানুষকে জীবন্ত করে হাশর ময়দানে আনা হবে এবং দুনিয়ায় সে ভাল মন্দ কি কাজ করেছিল তা তাকে অবহিত করা হবে। আয়াতে বলা হয়েছে -

مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ এর সরল অর্থ হলো সে অগ্র-পশ্চাতে কি করেছিল তা তাকে জানানো হবে। কোন কোন মুফাচ্ছেরীনদের মতে قَدَّمَتْ এর অর্থ হল সে দুনিয়ায় যেসব কাজ করে এসেছিল তাই, আর أَخَّرَتْ এর অর্থ হলো তার কৃত কাজ সমূহের মধ্যে যেসব কাজের ধারাবাহিকতা ও ফলাফল তার মৃত্যুর পরেও অব্যাহত ছিল সেসব কাজ। মনে করুন এক ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় একটি মসজিদ অথবা জনগণের চলা-চলের জন্য একটি রাস্তা করেছে। তার মৃত্যুর পরেও যতদিন ধরে এ প্রতিষ্ঠান থাকবে ততদিন জনগণ এর ফলাফল ভোগ করবে, আর এটাকে তার প্রবাহমান কাজ ধরে তার আমল নামায় সওয়াব লেখা হবে। এটাই হলো أَخَّرَتْ অর্থাৎ, মৃত্যু পরবর্তী পর্যায় তার কৃত কাজের ফলা-ফল।

অত:পর ৬,৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন, হে মানুষ, কে তোমাকে তোমার করুণাময় পরওয়ারদেগার সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? যে তোমাকে শুধু সৃষ্টিই করেন নাই বরং সুবিন্যস্ত করে ও সুষম (ভারসাম্যশীল) করে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাকে আপন পছন্দমত আকৃতি দিয়েছেন। মানুষের সৃষ্টির উপাদান এবং তার মূল আকৃতি এক হলেও মাহান আল্লাহ প্রতিটি মানুষের সৃষ্টি কৌশলে কিছুনা কিছু বৈচিত্র এমন রেখেছেন যার মাধ্যমে দুনিয়ার অগণিত ও অসংখ্য মানুষের মধ্যে এক জনকে আর একজন থেকে পৃথক করা যায়। যদি এই বৈচিত্র নাহত তাহলে মানব সমাজে ব্যাপক বিভ্রান্তি ও ফাসাদ দেখা দিত। এখানে বর্ণিত তিনটি আয়াতে মহান রব্বুল আলামীন তার এই বিশেষ সৃষ্টি কৌশলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন আমার এই বিশেষ করুণার কথা স্মরণে রেখেতো তোমার আমার প্রতি একান্ত অনুগত থেকে আমার ফরমা

www.pathagar.com

বরদার বান্দাহ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তোমাকে কে এ পথ হতে বিভ্রান্ত করল? অত:পর ৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে, তোমার এ বিভ্রান্তির প্রকৃত কারণ হল যে, তুমি পরকাল অর্থাৎ বিচার দিনে বিশ্বাস রাখতে না। এরপর ১০,১১ ও ১২ নম্বরে আয়াতে আল্লাহ বলছেন, আমি তোমাদের উপরে পর্যবেক্ষণকারী নিয়োগ করে রেখেছিলাম। তারা হলো মর্যাদাশীল লেখকবৃন্দ যারা তোমাদের যাবতীয় আমল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং তা তারা তোমাদের আমল নামায় লিখে রেখেছেন।

মানুষ কি করতেছে বা না করতেছে মহান আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরা খবর ও ইলম রাখেন। কিন্তু আল্লাহ তার ঐ ইলমের ভিত্তিতে মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দিবেন না, সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতিরিকে। প্রথমত: ফেরেশতারা বান্দার যে আমল নামা নির্ভুলভাবে লিখে রেকর্ড করে রেখেছে তাই পেশ করা হবে। এতে বান্দাহ পুরা আশ্বস্ত না হলে আল্লাহ বলবেন,

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (سورة يس - ٦٥)

অর্থ: আজ আমি তাদের মুখ মোহর করে দেব, তাদের হাত ও পা আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের যাবতীয় কাজ কর্মের কথা বলে দিবে।

(সূরা ইয়াসিন, আয়াত নং ৬৫)

অত:পর সূরা হামিম সাজদায় আল্লাহ বলছেন,

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٩) حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٠)

অর্থ : যেদিন আল্লাহর দুশমনদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। সেদিন জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছাতে

www.pathagar.com

পৌঁছাতে তাদের কান তাদের চোখ এবং তাদের ত্বক তাদের বিরূদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। (সূরা হামীম আস-সাজদাহ-২০-২১)

অত:পর যে মাটিতে অবস্থান করে বান্দাহ নেক কিম্বা পাপের কাজ করেছে সেই মাটির সাক্ষ্য দানের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলছেন,

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥)

অর্থ: সেদিন মাটি তার উপরে সংঘটিত (মানুষের যাবতীয়) কাজের খবর বলেদিবে। এজন্য যে তোমার রব তাকে এর নির্দেশ দিবেন।

(সুরা যিল-যাল, আয়াত নং ৪ ও ৫)

এভাবে ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মাটির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফয়সালা করে মহামহীয়ান আল্লাহ নেককারকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন এবং বদকারকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। আর সেখান থেকে আর তাদেরকে বের করে আনা হবে না। সূরার ১৩,১৪,১৫, ও ১৬ নম্বর আয়াতে উপরোক্ত কথাগুলিই আল্লাহ বলছেন। অত:পর ১৭,১৮ নং আয়াতে আল্লাহ স্বীয় রসূলকে অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বলছেন, আপনি কি জানেন বিচারের দিন কি? আপনি কি জানেন বিচারের দিন কি? ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ নিজেই এর জওয়াব দিচ্ছেন "সে দিন হলো ঐদিন যেদিন কেউ কারও উপকার করতে পারবে না আর সেদিন সর্বময় কতৃত্ব থাকবে একমাত্র আল্লাহর হাতে।

শিক্ষাঃ এ সূরায় মাহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন দুনিয়ায় মানুষের বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ বলেছেন মানুষের বিচার দিন তথা পরকাল অবিশ্বাস। তাই মানুষকে বিশেষভাবে হুশিয়ার করে বলা হয়েছে যে, হে মানুষ, এই দুনিয়ায় তোমাদের ভাল-মন্দ কাজের প্রতিদানের দিনটি অনিবার্য এবং সেখানে তোমার কৃত সব কাজের হিসাব-নিকাশ সাক্ষ্য প্রমাণসহ নেয়া হবে। অত:পর কর্ম অনুসারে ফলাফল দেয়া হবে।

www.pathagar.com

সুতরাং তুমি দুনিয়ার জীবনে পরকালের ঐদিনটির প্রতি ঈমান এনে সাবধানতা অবলম্বন কর। নতুবা তোমাকে পরকালে করুন পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

* * * * *

www.pathagar.com

নেককার লোকেরা পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানাদিসহ জান্নাতে একত্রে বসবাস করবে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ (١٩) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلاَ يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ (٢٠) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (٢١) وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (٢٢) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (٢٤)

(سورة الرَّعد، مكيةٌ آية رقم من ١٩ الى ٢٤)

অর্থঃ (১৯) আচ্ছা তোমার রবের পক্ষ হতে তোমার উপরে যে কিতাব নাযিল হয়েছে উহাকে যে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, আর যে ব্যক্তি এ সত্যটির ব্যাপারে অন্ধ এরা দু'জন কি করে সমান হতে পারে? আর উপদেশতো বিবেকবান লোকেরা গ্রহণ করতে পারে। (২০) এসব লোক তারা যারা আল্লাহর সাথে প্রদত্ত ওয়াদা ও অঙ্গীকার পালন করে, চুক্তি ভঙ্গ করে না। (২১) আল্লাহ তাদেরকে যে সব সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা তারা অক্ষুন্ন রাখে এবং স্বীয় প্রতিপালককে ভয়

www.pathagar.com

করে। আর খারাপ হিসাবের মুখো-মুখী হওয়াকেও ভয় পায়। (২২) এরা স্বীয় রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য সবর করে, নামায কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছি তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে দান করে, আর তারা মন্দ আচরণের বিপরীতে উত্তম আচরণ করে। এদের জন্য সুনির্দিষ্ট আছে পরকালের আবাসস্থল। (২৩) বাগ-বাগিচা ঘেরা চিরস্থায়ী বাসস্থান। তারা নিজেরাও সেখানে প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদা ও স্ত্রী সন্তানেরাও, যারা নেক আমল কেরেছে। ফেরেশতারা সব দিক হতে তাদের কাছে আসবে। আর বলবে তোমাদের সবরের বিনিময় তোমাদের এ শান্তি। আর তোমাদের আখেরাতের গৃহ কতইনা চমৎকার। (সূরা রা'দ, মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত নং ১৯ হতে ২৪ পর্যন্ত)

নামকরণঃ সূরার ১৩ নং আয়াতের اَلرَّعْد (আর্ রা'দ) শব্দ হতে সূরার নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়কালঃ বিষয়বস্তুর প্রতি নজর দিলে মনে হয় সূরাটি রসূলের মক্কী জীবনের শেষের দিকে নাযিল হয়েছে। সূরাটির প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত তাওহীদ, রিসালত ও আখেরাতের সত্যতার প্রমাণের জন্য দলিল ও প্রমাণ পেশ করে ঈমান আনার আহ্বান জানান হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলছেন, হে মুহাম্মদ, (স.) তোমার উপরে যে কিতাব নাযিল হয়েছে এটাকে যে সত্য হিসাবে গ্রহণ করেছে, সেতো আর অন্ধের মত হতে পারে না। বরং সে হলো বিবেকবান, আর বিবেকবান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। পরবর্তী ২১,২২ ও ২৩ নং আয়াতে উক্ত اُولُو الاَلْبَاب বিবেকবান মুমেনের নয়টি গুণ-বৈশিষ্টের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

তাদের ১নং গুন বৈশিষ্ট্য হলোঃ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ অর্থাৎ তারা আল্লাহর সাথে করা ওয়াদা পূর্ণ করে। এ ওয়াদা বলতে ঐ ওয়াদাকে বুঝান হয়েছে, যা সৃষ্টির সূচনায় সমস্ত রূহকে একত্র করে আল্লাহ জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করছিলেন, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ অর্থাৎ, আমি কি তোমাদের রব নই? তখন সকলে সমস্বরে বলেছিল بَلَى হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই আমাদের রব। এখানে মহান আল্লাহ বলছেন আমার বিবেকবান মুমেন বান্দারা জীবনভর উক্ত ওয়াদা মোতাবেক চলে আমার অনুগত্য করেছে।

তাদের দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে, তারা কোন অঙ্গীকার বা চুক্তি ভঙ্গ করেনাই। অঙ্গীকার এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কৃত অঙ্গীকার, ব্যক্তি ব্যক্তিতে, জাতি জাতিতে ও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে কৃত যাবতীয় অঙ্গীকার ও চুক্তিকে বুঝান হয়েছে।

আল্লাহর অনুগত বিবেকবান মুমেন বান্দাদের তৃতীয় গুন হচ্ছে, তারা আত্মীয়তার যে সম্পর্ককে আল্লাহ অটুট ও মজবুত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তা তারা ছিন্ন কিম্বা দুর্বল করেনি।

তাদের চতুর্থ গুণ হচ্ছে, তারা সর্ব সময় আল্লাহকে ভয় করে চলে।

তাদের পঞ্চম গুণ হচ্ছে, তারা আখেরাতে কঠোর হিসাবের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত থাকে।

বিবেকবান বান্দাদের ষষ্ঠ গুণ হচ্ছে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের আগ্রহে সবর ইখতিয়ার করে। অর্থাৎ বিপদ-আপদ বরদাস্ত করে এবং অস্থির ও বিচলিত হয় না।

তাদের সপ্তম গুণ হচ্ছে, তারা নামায কায়েম করে। যেভাবে আল্লাহ বিনয় ও নম্রতা সহকারে নামায আদায় করতে বলেছেন।

তাদের অষ্টম গুণ হচ্ছে, তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর রাহে দান করে। প্রকাশ্যে ও গোপনে এ জন্য বলা হয়েছে যে, ফরয ও ওয়াজেব দান প্রকাশ্যে দেয়া উত্তম, যেমন যাকাত ও ফিতরা। আর নফল দান গোপনে করা উত্তম। কেননা ফরয দান ও ইবাদতে রিয়ার সম্ভবনা থাকে না। রিয়ার সম্ভবনা থাকে নফল দান ও নফল ইবাদতে। সুতরাং নফল দান ও নফল ইবাদত গোপনে করা উত্তম।

www.pathagar.com

বুদ্ধিমান বান্দাদের নবম গুণ হচ্ছে, তারা মন্দ আচরনকে উত্তম আচরন দ্বারা প্রতিহত করে। অর্থাৎ শত্রুতাকে বন্ধুত্ব দ্বারা, জুলুম-অত্যাচারকে ক্ষমা ও মার্জনা দ্বারা প্রতিহত করে। আল্লাহ তার দায়ী বান্দাহদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন:

اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

"তুমি উত্তম পন্থায় প্রতিদান দাও, তাহলে দেখবে তোমার এককালের শত্রু বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। (সূরা হা'মিম সাজদা: ৩৪)

বিবেকবান নেক বান্দাদের উপরোক্ত নয়টি গুণ-বৈশিষ্ট্যের বর্ণনার পরে পরকালে তাদেরকে যে প্রতিদান দেয়া হবে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ বলছেন যে, আখেরাতে তাদের আবাস স্থল সুনির্দিষ্ট। তা হলো জান্নাতে আদন, যেখানে তারা চিরন্তনভাবে বসবাস করবে।

এরপর মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের আর একটি পুরস্কারের ঘোষণা দিচ্ছেন যে, এ সাফল্য ও নিয়ামত শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবেনা বরং তাদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি ও স্বামী-স্ত্রীরাও যদি তারা নেককার হয়, তাহলে তাদেরকেও তাদের সাথে 'জান্নাতে আদনে' এক সঙ্গে বসবাস করার সুযোগ করে দেয়া হবে।

অত:পর তাদের আর একটি পুরস্কারের কথা আল্লাহ এভাবে ঘোষণা করছেন যে, ফেরেশতারা প্রতি দরজা হতে তাদেরকে সালাম দিতে দিতে প্রবেশ করবে।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, বিবেকবান মুমেন বান্দাহ যিনি উপরোক্ত নয়টি গুণের অধিকারী তাকে আল্লাহ তো জান্নাত দিবেনই, উপরন্তু তার পরিবার পরিজনের ঈমানদারদেরকেও আল্লাহ তার সঙ্গে একই জান্নাতের অধিবাসী করে দিবেন। যাতে তারা পরম আনন্দের সাথে জান্নাতে একত্রে বসবাস করতে পারে। পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন একটা লোক যতই ভাল জায়গায় ও প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করুক

www.pathagar.com

সে পুরোপুরি সুখী হতে পারে না। তাই আল্লাহ তার অনুগত নেক বান্দাকে পূর্ণ শান্তি ও সন্তিদানের জন্য তার ঈমানদার পরিবারের লোকদেরও তার সাথে একই জান্নাতে বসবাস করার সুযোগ করে দিবেন। যাতে তারা উত্তমভাবে বেহেশতের শান্তি ভোগ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কোরআনের কয়েক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে সূরা তুর ও সূরা মুনেনুনে।

সূরা তুরে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

"যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের ব্যাপারে যাদের সন্তানরা তাদের অনুসরণ করেছে, আমি (জান্নাতে) তাদেরকে তাদের পিতৃ পুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব। আর আমি তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। (এক্ষেত্রে জান্নাতের নীচের দরজা প্রাপ্তকে তরক্কী দিয়ে উপরে নিয়ে যাওয়া হবে, তার পরিবারের সাথে মিলাতে। উপরের দরজা প্রাপ্তকে নীচে নামিয়ে আনা হবে না।) আর প্রতিটি লোকই নিজের কৃতকর্মের জন্য দায়ী। (সূরা আত তুর, আয়াত: ২১)

সূরা মুমেনুনে আল্লাহ ফেরেশতাদের দোয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"আল্লাহর আরশধারণকারী ও তার পার্শ্বে উপবিষ্ট ফেরেশতারা মুমেন এবং তাদের আওলাদদের জন্য আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করবে"

www.pathagar.com

"হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আপনি তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আর তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, পতি-পত্নি ও সন্তানদেরকেও। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

(সূরা আল মুমেনুন, আয়াত: ৮)

শিক্ষা ঃ

সূরা আররা'দের ১৯ হতে ২৪নং আয়াতে ঈমানদারদের জন্য যে শিক্ষা রয়েছে তা নিম্নরূপ,

(১) ঈমানদার বিবেকবান লোকেরাই কোরআন হতে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, বিবেকহীন লোকেরা উপদেশ গ্রহনের যোগ্য নয়।

(২) আমরা যদি পরকালে চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করতে চাই, তাহলে আমাদের ২০, ২১ ও ২২ নং আয়াতে বর্ণিত নয়টি গুন বৈশিষ্টের অধিকারী হতে হবে।

(৩) ২৩ নং আয়াত হতে আমরা আরও অবহিত হলাম যে, আল্লাহর যে সমস্ত অনুগত বান্দারা ঐ নয়টি গুনে গুনান্বিত হবে, আল্লাহ অতিরিক্ত মেহেরবানী দ্বারা তার নেককার পরিবার পরিজন সহ বেহেশতে তাদের একত্রে বস-বাসের ব্যবস্থা করে দিবেন।

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

www.pathagar.com

হযরত ইব্রাহীমকে আল্লাহর পরীক্ষা, নেতৃত্বদান, কাবাঘর নির্মাণ ও ইব্রাহীমের আল্লাহর বরাবরে দোয়ার বিবরণ-

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (١٢٤) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (١٢٥) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٢٦) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٢٧) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٢٨) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(سورة البقرة مكية آية رقم من ١٢٤ الى ١٢٩)

www.pathagar.com

অর্থঃ মনে কর সেই সময়ের কথা, যখন ইব্রাহীমকে তার রব কয়েকটি বিষয় পরীক্ষা করেছিলেন এবং তিনি সব পরীক্ষায়ই সফলকাম হয়েছিলেন, তখন আল্লাহ ঘোষনা দিলেন, আমি তোমাকে গোটা মানব জাতির নেতা বানাব। ইব্রাহীম (আ:) আরজ করলেন, আমার আওলাদের জন্যেও কি এ ওয়াদা? আল্লাহ বললেন, আমার এ ওয়াদা জালেমদের জন্য নয়। (১২৫) মনে কর সেই কথা, যখন আমি আমার এ ঘরকে মানুষের আবাসস্থল ও নিরাপত্তার ঘরে পরিনত করলাম, আর তোমরা ইব্রাহীমের দাড়ানোর জায়গাকে স্থায়ী নামাজের জায়গা বানিয়ে নাও। আমি ইব্রাহীম ও ইসমাইলকে তাকিদ করেছিলাম যে, আমার এ ঘরকে তওয়াফ, ইতেকাফ ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পাক-পবিত্র রাখবে। (১২৬) স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন ইব্রাহীম আরজ করলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! তুমি এই নগরীকে শান্তি ও নিরাপত্তার নগরীতে পরিণত কর, আর এখানের অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদেরকে ফল-মুল দিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করে দিও। আল্লাহ বললেন, যারা নাফরমান তাদেরকেও আমি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের জীবিকা দান করব। পরিশেষে তাকে টেনে-হিচড়ে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, যেটা হবে খুবই নিকৃষ্ট আবাস। (১২৭) মনে কর সেই সময়ের কথা, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল উভয় মিলিতভাবে কা'বা ঘরের দেয়াল গাঁথতেছিলেন, আর দোয়া করতেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের এ খেদমত কবুল কর। অবশ্যই তুমি সবকিছু শুন ও জান। (১২৮) হে পরওয়ারদেগার, তুমি আমাদের (পিতা-পুত্র) উভয়কে তোমার আরও অধিক ফরমাবরদার বানাও এবং আমাদের বংশধর হতে এমন একটি জাতি সৃষ্টি কর যারা একমাত্র তোমার অনুগত হবে। আমাদেরকে তোমার ইবাদতের নিয়ম-নীতি শিখিয়ে দাও, আর আমাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করে দাও, অবশ্য তুমি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (১২৯) হে আমাদের প্রভু, তুমি তাদের মধ্যে হতে তাদের জন্য এমন একজন রসূল পাঠাও যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের

www.pathagar.com

শিক্ষাদান করবে এবং তাদের জীবনকে পবিত্র করে গড়ে তুলবে। তুমি সর্বাধিক শক্তিমান ও মহাবিজ্ঞ।

(সূরা আল বাকারা, মক্কায় অবতীর্ণ ১২৪নং আয়াত হতে ১২৯নং পর্যন্ত)

নামকরণঃ সূরার কতিপয় আয়াতে البقرة। আল-বাকারা শব্দটি আসায় সূরার নাম আল-বাকারা রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল ও আলোচ্য বিষয়ঃ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মদীনায় হিযরতের পরপর রসূলের মাদানী জিন্দেগীর প্রথম দিকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে ও বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে সূরাটি নাযিল হয়েছে। মক্কা শরীফে বিশেষভাবে কুরাইশরা বসবাস করত, যারা ছিল মুশরিক অর্থাৎ, পৌত্তলিক। আহলে কিতাব অর্থাৎ, সেই সময়ের ইহুদী ও নাসারাদের কোন গোত্র মক্কায় বসবাস করত না। কিন্তু মদীনা শরীফে আনসার গোত্রদ্বয়ের পাশা-পাশি বনু নাজির ও বনু কুরায়জা নামে ইহুদীদের দুটি প্রভাবশালী গোত্র বাস করত। অন্যদিকে মদীনার কিছু উত্তরে তাবুক ইত্যাদি এলাকায় আহলে কিতাবের ২য় অংশ অর্থাৎ, নাসারাদের বসতি ছিল। ফলে মাদানী সূরার ভিতরে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী নাসারাদের প্রসংগেও আলোচনা এসেছে। ইতিপূর্বে নাযিলকৃত মক্কী সূরা সমূহে শুধুমাত্র মক্কার মুশরিকদের প্রসংগে আলোচনা এসেছিল।

সূরা বাকারা বেশ বড় সূরা, কোরআনে কারীমের প্রায় সাড়ে তিন পারা প্রয়োজন হয়েছে সূরাটি লিখতে। হুজুরের মদীনায় হিযরতের পরপরই মুল মদীনায় ইহুদীদের বসবাস থাকার কারনে আর তাদের মধ্যে কিছু ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব তথা ইহুদী আলেম ছিল বিধায় তারা নুতন করে ইসলামের বিরোধিতা শুরু করেছিল। ফলে মদীনায় নাযিলকৃত প্রথম সূরা আল-বাকারায়, সূরার ১ম অংশের সামান্য অংশ বাদ দিয়ে বাকী ১ম পারার সম্পূর্ণ অংশটাই বনি-ইসরাইল অর্থাৎ ইহুদীদের সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। যেহেতু ইহুদী ও নাসারা উভয়ের দাবী ছিল যে, তারা দ্বীনে

www.pathagar.com

ইব্রাহীমের অনুসারী তাই সূরার এই অংশে অর্থাৎ, ১২৪ নং আয়াত হতে আরম্ভ করে ১৪১নং আয়াত পর্যন্ত হযরত ইব্রাহীম (আ:) তার দুই ছেলে হযরত ইসমাইল ও হযরত ইসহাক (আঃ) এবং দৌহিত্র হযরত ইয়াকুবের (আ:) আকীদা বিশ্বাস ও আমল সম্পর্কীয় কিছু বিবরণ এখানে দেয়া হয়েছে। যাতে ইহুদী, নাসারাদের দাবীর অসারতা প্রমাণ করে তাদের দাবী যে ভিত্তিহীন ও অসত্য তার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ ১২৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলছেন, আমি আমার প্রিয় খলীল ইব্রাহীমের কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা নিয়েছিলাম এবং সে সব কয়টি পরীক্ষায়ই উত্তমভাবে সফল হয়েছিল, ফল স্বরূপ আমি ঘোষনা দিলাম হে ইব্রাহীম, আমি তোমাকে গোটা মানব জাতির নেতা করব। একথা শুনে ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, আমার বংশধরদের জন্যও কি তোমার এ সুসংবাদ? জওয়াবে আল্লাহ বললেন, শুন ইব্রাহীম, আমার এ অঙ্গীকার জালেমদের জন্য নয়। সুতরাং তোমার বংশধরদের মধ্যে যারা জালেম অর্থাৎ, আমার নাফরমান হবে, তাদের ব্যাপারে আমার এ প্রতিশ্রুতি প্রযোজ্য হবেনা। ১২৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন, হে উম্মতে মুহাম্মদী, তোমরা সেই সময়ের কথা স্মরন কর, যখন আমি আমার কা'বাঘর কেন্দ্রিক স্থানকে মানুষের আবাস স্থল ও নিরপত্তার নগরীতে পরিণত করেছিলাম। আর মানুষকে হুকুম দিয়েছিলাম, ইব্রাহীমের দাড়ানোর জায়গাকে তোমরা তোমাদের স্থায়ী নামাজের জায়গা বানিয়ে নাও। অত:পর আমি ইব্রাহীম ও ইসমাইলকে (আঃ) তাকিদ করেছিলাম আমার এ ঘরকে তাওয়াফ, ইতেকাফ ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পাক-পবিত্র রাখতে।

আয়াতে প্রথম বলা হয়েছে যে, আমি কাবাঘর কেন্দ্রিক জায়গাকে মানুষের আবাস স্থল ও নিরাপত্তার নগরীতে পরিণত করলাম। প্রকৃতপক্ষে এখন যেখানে কাবাঘর এটা হযরত হাজেরা ও ইসমাইলের আগমনের পূর্বে জনমানব ও তরুলতাহীন একটি মরু উপত্যকা ছিল। অত:পর আল্লাহ হযরত হাজেরা ও ইসমাঈলের পানির প্রয়োজনে

www.pathagar.com

কুদরতি কুয়া জমজম সৃষ্টি করেন। আর মরুভূমিতে যেখানেই পানির ব্যবস্থা থাকে সেখানেই লোক অস্থায়ী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। সুতরাং প্রথম দিকে অস্থায়ীভাবে এবং আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) যখন কাবাঘর তৈরী করলেন, তখন স্থায়ীভাবেও কিছু লোক এখানে বসবাস শুরু করল। এভাবেই কাবাঘর কেন্দ্রিক মানব বসতি শুরু হল। অন্যদিকে মহান আল্লাহ কাবাঘর কেন্দ্রিক হারামের পুরা এলাকায় ঝগড়া-ফাসাদ, খুন-খারাবী ও রক্তপাত ইত্যাদি চরমভাবে নিষিদ্ধ ঘোষনা করলেন। সুতরাং হযরত ইব্রাহীমের জামানা হতে আরম্ভ করে ইসলাম পূর্ব জাহেলিয়াত যুগে ও বর্তমানে সবাই এ নির্দেশ মেনে চলছে। ফলে কাবা শরীফের এই এলাকাটা হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর সময় হতে আরম্ভ করে কিয়ামত পর্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তার নগরী হিসাবে বর্তমান থাকবে। যার দোয়া হযরত খলীল নিম্নের ভাষায় করছিলেন, رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدً امِنًا "হে প্রভু, তমি এ নগরীকে শান্তি-নিরপত্তার নগরীতে পরিণত কর।" আর আল্লাহ ঘোষনা দিলেন وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ امِنًا "আর এখানে যে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা পাবে।" ফলে ইসলাম পূর্ব জাহেলিয়াত যুগে আরবরা হারামের সীমানায় বাপের ঘাতককেও নিরাপদে চলা-ফিরা করতে কোন রকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করত না।

আয়াতে আরও বলা হয়েছে, اِتَّخَذُوْا مِنْ مَّقَامِ اَبْرَاهِيمَ مُصَلًّى "তোমরা ইব্রাহীমের দাড়ানোর জায়গায় নামাজ আদায় কর।" যে পাথরে দাড়িয়ে ইব্রাহীম কাবাঘরের দেওয়াল গেথেছিলেন। আল্লাহর কুদরতে এ পাথরখানা ইব্রাহীমের (আঃ) দেয়াল গাথার প্রয়োজনে নীচে-উপরে উঠা নামা করত। এখন এ পাথরখানা কাবা ঘরের পূর্ব দিকে খানিকটা দূরে স্থাপন করে গ্লাসের বেষ্টনী দ্বারা ঘিরে দেয়া হয়েছে। ঐটাকেই সাধারণভাবে মাকামে ইব্রাহীম বলা হয়। তাওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দাড়িয়ে কাবাঘরকে সামনে রেখে দু'রাকায়াত নামাজ

www.pathagar.com

পড়া ওয়াজিব। আয়াতে এই নামাজের কথাই বলা হয়েছে যে, "তোমরা মাকামে ইব্রাহীমে নামাজ আদায় কর।[১]

অত:পর আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে (আঃ) নির্দেশ দিয়েছিলাম, তারা যেন আমার এঘরকে সব রকমের অপবিত্রতা হতে পাক-ছাফ ও পবিত্র রাখে।

নোটঃ

১. ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন যেসব বিষয় পরীক্ষা নিয়েছিলেন তার বিবরণ কোরআন-হাদীস ও বিশ্বস্থ তাফসীর গ্রন্থে যা এসেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই লেখার শেষ দিকে দেয়া হবে। তার আগে ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের জীবনীর উপরে সামান্য আলোকপাত করতে চাই। হযরত নূহ আলাইহেচ্ছালামের পরে গোটা মানব জাতির রসূল হিসাবে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন হযরত ইব্রাহীমকে (আঃ) প্রেরণ করেন। ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের জন্ম বর্তমান ইরাকের "উর" নামক নগরীতে। এটা ছিল বর্তমান বাগদাদের দক্ষিনে এবং সেই সময়ের ক্ষমতাশালী শাসক নমরুদের রাজধানী শহর। নমরুদ এবং তার দেশবাসী ছিল পৌত্তলিক। হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) পিতা ছিলেন রাজকীয় পুরোহিত। তার তত্ত্বধানে ছিল রাজধানীর প্রধান রাজকীয় মন্দির। এই মন্দিরেই বেশকিছু মুর্তি স্থাপন করে তারা তার পূঁজা করত। ইব্রাহীম (আঃ) রাজকীয় মন্দিরের পুরোহিতের সন্তান হওয়ার কারনে রাজকীয় মন্দিরের এ পূঁজা-অর্চনার কাজ দেখে ব্যথিত ও মর্মাহত হতেন। ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ প্রদত্ত নবী সুলভ বুদ্ধিমত্তার ফলে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মানুষের হাতে গড়া ক্ষমতাহীন মুর্তিগুলিকে পূঁজা করা এবং তাদের সামনে মাথানত করাকে যুক্তিহীন, অপ্রয়োজনীয় ও ভ্রান্ত হিসাবে আখ্যায়িত করে উহা প্রত্যাখ্যান করার জন্য মুর্তি পূঁজাকারীদেরকে আহবান জানাতেন। ফলে মুর্তিপূঁজকদের সর্ব প্রধান রাজকীয় পুরোহিত তার পিতা, তাকে পিতৃধর্মের বিরোধিতার এ পথ পরিহার করার শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হতে বাধ্য হন। বরং ইব্রাহীম (আঃ) তার পিতাকে মুর্তিপূজার এই ভ্রান্ত পথ পরিহার করে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইবাদতের দিকে আহবান জানান।

www.pathagar.com

এখানে বাহ্যিক অপবিত্রতা যেমন ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি থেকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তেমনি নৈতিক অপবিত্রতা যেমন শিরক ও কুফরী ইত্যাদি থেকেও পবিত্র রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে।

এরপর ১২৬ নং আয়াতে মহান রব্বুল আলামীন ইব্রাহীমের (আঃ) দোয়ার উল্লেখ করেছেন যে, ইব্রাহীম (আঃ) আমার কাছে দোয়া করল যে,

---

শেষ পর্যন্ত হযরত ইব্রাহীম ক্ষমতাহীন এসব মুর্তি পূজার অসাড়তা প্রমানের জন্য পূজারীদের অনুপস্থিতে রাজকীয় মন্দিরে প্রবেশ করে মুর্তি ভাঙ্গার প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটান। যে ঘটনা কেরাআনের সূরা আম্বিয়া ও সূরা আচ্ছফাতে বর্ণনা করা হয়েছে। অত:পর রাজকীয় ধর্মের প্রবল বিরোধিতার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাকে যে রাজদণ্ড দেয়া হয়, তাহলো তাকে প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে পুড়ে মারার দণ্ড।

নমরুদের হুকুমে বিরাট গর্ত খুড়ে অগ্নি জালান হলো, আর অগ্নির দাহিকা শক্তি প্রচন্ড আকারে বৃদ্ধির জন্য জালানি উপকরণ সরবরাহ করা হলো। ইব্রাহীমকে গেরেপ্তার করে অগ্নি গহবরের কাছে নিয়ে তাকে বলা হলো, এখনও তুমি পিতৃধর্মে প্রত্যাবর্তন কর, নতুবা তোমাকে এই ভয়াবহ অগ্নিগহব্বরে নিক্ষেপ করে পুড়ে ভস্ম করে দেয়া হবে। ইব্রাহীম (আঃ) কোন রকম বিচলিত না হয়ে কুফরীর দাওয়াত ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। ফলে তাকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হলো। কিন্তু বিশ্ব জাহানের মালিক মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তার খলীলকে না পুড়িয়ে নিরাপদে রাখার জন্য আগুনকে হুকুম দিলেন,

قُلْنَا يَانَارُ كُوْنِى بَرْدًاوَّ سَلَامًا عَلَى اِبْرَهِيْمَ "হে আগুন ইব্রাহীমের উপরে ঠান্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে যা" ফলে আগুনের দাহিকা শক্তি একেবারেই রহিত হয়ে গেল এবং ইব্রাহীম অগ্নি গহব্বর হতে নিরাপদে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বের হয়ে আসলেন। ইব্রহীমের (আঃ) আগুনের ভিতর হতে নিরাপদে বের হয়ে আসার মত অলৌকিক ঘটনা দেখার পরেও তারা তাদের বাতেল ধর্ম পরিহার করে দ্বীনে হক কবুল করতে পারল না। পরিশেষে আল্লাহ রব্বুল আলামীন হযরত ইব্রাহীমকে (আঃ) নমরুদের দেশ হতে হিজরত করার নির্দেশ দিলেন, হযরত ইব্রাহীম আল্লাহর নির্দেশে দেশ ত্যাগ করে নিরুদ্দেশের পথ ধরে চলতে

www.pathagar.com

হে পরওয়ারদেগার, তুমি মক্কা নগরীকে শান্তি ও নিরপত্তার নগরীতে পরিণত করো এবং এখানের ঐসব অধিবাসী যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে তাদেরকে ফলমুল দিয়ে খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিও। জওয়াবে আল্লাহ বললেন, খাদ্য-খাদকের ব্যবস্থা এ দুনিয়ায় আমি কাফেরদের জন্যও করব। তবে আখেরাতে আমি তাদেরকে দোযখের শাস্তি ভোগ করাব। এখানে ইব্রাহীম (আঃ) নেতৃত্বের দোয়ার জওয়াবকে সামনে রেখে শুধু ঈমানদারদের জন্য খাদ্যের দোয়া করছিলেন। কিন্তু আল্লাহ বললেন, ইব্রাহীম দুনিয়ার নেয়ামত আমি ঈমানদার বে-ঈমান সকলকেই দিব। তবে আখেরাতে বে-ঈমানরা কোন নেয়ামততো পাবেইনা বরং দোযখের শাস্তি ভোগ করবে।

থাকলেন। এ সফরে তার সঙ্গী ছিলেন তাঁর স্ত্রী হযরত সারা এবং তার ভাইপো হযরত লুত (আঃ)। কেননা এরা দুজন হযরত ইব্রাহীমের দাওয়াত কবুল করে আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী হয়েছিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে প্রথমত: ফিলিস্তিনের নিকটবর্তী হারানে কিছুদিন অবস্থান করলেন। অত:পর তিনি কেনান চলে গেলেন এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন, আর কেনানকে কেন্দ্র করে পাশ্ববর্তী জনপদে দাওয়াতে দ্বীনের কাজ শুরু করে দেন। তার ভ্রাতৃষ্পুত্র হযরত লুতকে (আঃ) জর্দান নদীর পুর্ব তীরে অবস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়ে এই অঞ্চলের লোকদের মধ্যে দ্বীনি দাওয়াতের দায়িত্ব অর্পন করেন।

কেনানে হযরত ইব্রহিম আলাইহিচ্ছালামের ২য় স্ত্রী হযরত হাজেরার গর্ভ হতে একটি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে, যার নাম রাখা হয়েছিল ইসমাইল। এই একমাত্র পুত্র সন্তানের প্রতি পিতা মাতা উভয়ের অগাধ স্নেহ মমতা ছিল। আবার শুরু হল আল্লাহর পক্ষ হতে দ্বিতীয় কঠিন পরীক্ষা। প্রথম পরীক্ষা অর্থাৎ অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপের পরীক্ষায়তো তিনি পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এবার দেখা যাক দ্বিতীয় পরীক্ষায় তিনি কি করেন।

আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশ আসল, ইব্রাহীম তুমি তোমার এই পুত্র সন্তান ও তার মাকে তোমার বাড়ী কেনানে রাখতে পারবে না। দুগ্ধপুষ্য সন্তান ও তার মাকে নিয়ে দক্ষিণ দিকে রওয়ানা হও। অত:পর আমি তাদেরকে যেখানে -

www.pathagar.com

এখানে বিশেষভাবে যে বিষয়টি লক্ষ্য করার বিষয় তাহলো হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তার নবীসুলভ জ্ঞান দ্বারা এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, আল্লাহ যখন এই শুষ্ক প্রান্তরে তার কুদরতে সুপেয় পানীর জন্য জমজম কূপ সৃষ্টি করলেন, অত:পর আমাকে তারই পার্শ্বে মানুষের ইবাদতের জন্য কা'বাঘর নামক পবিত্র মসজিদ নির্মানের নির্দেশ দিলেন। নিশ্চয়ই তিনি এখানে একটি জনবসতি আবাদ করবেন।

রাখতে বলব সেখানে রেখে চলে আসবে। সদ্য ভুমিষ্ট সন্তান আর তার মাকে নিয়ে শুরু হলো ইব্রাহীমের নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা। দক্ষিন দিকে চলতে চলতে মাইলের পরে মাইল অতিক্রম করতে থাকলেন, ইব্রাহীম যেখানেই কোন জনপদ ও গাছ গাছড়া দেখতেন, জিবরাইল আলাইহেচ্ছালামকে জিজ্ঞেস করতেন এখানেই কি আমাদের অবস্থান করতে হবে। জিবরাইল (আঃ) বলতেন, না আরো আগে। এভাবে দিবারাত্রি চলতে চলতে যখন জনমানবহীন একটি মরু উপত্যাকায় পৌছালেন, যেখানে বর্তমানে কা'বাঘর তখন জিবরাইল (আঃ) বললেন, এখানেই আপনাদেরকে থাকতে হবে। ইব্রাহীম (আঃ) কয়েকদিন এখানে অবস্থান করে পুনরায় আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে স্ত্রী ও সন্তানকে কিছু খাদ্য ও পানীয় দিয়ে কেনানের দিকে রওয়ানা হলেন। হযরত হাজেরা বিচলিত হয়ে বললেন, আপনি কিভাবে এ দুগ্ধপোষ্য সন্তানসহ আমাকে এভাবে রেখে যাচ্ছেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, দেখ হাজেরা আমি যা কিছু করছি আল্লাহর নির্দেশে করছি। তখন হাজেরা বললেন, আল্লাহর নির্দেশেই যদি আপনি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। তাহলে আপনি চলে যান আল্লাহই আমাদেরকে দেখবেন। ইব্রাহীম (আঃ) চলে যাওযার পরে যে সামান্য কিছু খাদ্য ও পানীয় রেখে গিয়েছিলেন তা কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। খাদ্য ও পানির অভাবে শিশু ও মা উভয়ই কাতর হয়ে পড়লেন। বিশেষ করে কচি শিশু। হযরত হাজেরা খাদ্য ও একটু পানি সংগ্রহের জন্য সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। তিনি মারওয়া পাহাড়ে উঠে দেখতে থাকলেন যে, উত্তর দিক অর্থাৎ জেরুজালেমের দিক থেকে কোন বাণিজ্যিক কাফেলা আসতেছে কিনা? তাহলে তিনি তাদের কাছ হতে কিছু খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করবেন।

www.pathagar.com

কিন্তু এ এলাকাতো বালুময় মরুভূমি, কিছু সংখ্যক মরুচারী বেদুইন পরিবার এখানে অস্থায়ীভাবে যাযাবর জীবন যাপন করছে, এলাকাটা নিয়মতান্ত্রিক কোন শাসক বা শাসন ব্যবস্থার অধীনে না থাকার ফলে সেখানে পথচারীদের জান-মালের নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা নাই, এ পথে সোন্‌য়া ও জেরুজালেমের মধ্যে যে বানিজ্যিক কাফেলা যাতায়াত করত তাদের উপরে লুণ্ঠনকারী বেদুইন ডাকাতরা হঠাৎ আক্রমন করে তাদের যথা সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে যেতো।

উত্তর দিক থেকে নিরাশ হয়ে আবার দক্ষিণ দিকে ছুটে তিনি সাফা পাহাড়ের উপরে উঠে দেখতেন ইয়ামান অর্থাৎ সোনয়া হতে কোন বাণিজ্যিক কাফেলা আসতেছে কিনা? এভাবে সাফা এবং মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে তিনি সাতবার চক্কর দেয়ার পরে ইসমাইলকে (আঃ) যেখানে শোয়ায়ে রেখে এসেছিলেন সেখান হতে একটা শব্দ শুনে বাচ্চার কাছে দৌড়ে গেলেন এবং দেখতে পেলেন বাচ্চার পায়ের পার্শ্ব দিয়ে সুপেয় পানি প্রবাহিত হচ্ছে। এ পানি হতে তিনি পান করলেন এবং বাচ্চাকেও পান করালেন। অত:পর তিনি পাথরের ঘেরা দিয়ে পানির প্রবাহকে আটকিয়ে দিলেন। এটাই হল সেই প্রসিদ্ধ জমজম কুয়া যা ইব্রাহীমের (আঃ) সময় থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য মানুষের পানির প্রয়োজন মিটাচ্ছে এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মিটাতে থাকবে।

মরুভুমির দেশে যেখানেই কোন পানির ব্যবস্থা থাকে সেখানেই সফরের মাঝে পথিকরা বিশ্রাম ন্যায় ও রাত্রি যাপন করে। কাবা ঘরের পূর্বে সাফা-মারওয়া পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়ে ইয়ামানের রাজধানী সোনয়া ও জেরুজালেমের মধ্যে যাতায়াতের জন্য দীর্ঘ পথটি গুরুত্বপূর্ণ বানিজ্যিক পথ হিসাবে ব্যবহার হত। এ পথে বানিজ্যিক কাফেলা সহ অন্যান্য পথিকরাও চলা-চল করত। মক্কা শরীফে জমজম কুপের পানির ব্যবস্থা হওয়ায় এখানে পথচারীরা বিশ্রাম নিত এবং রান্না-বান্না সহ খানা-পিনার কাজও সমাধা করত। অস্থায়ীভাবে বসবাসের সাথে স্থায়ীভাবেও এখানে কিছু লোক বস-বাস শুরু করল। এখানে এখন আর হযরত হাজেরা ও ইসমাইলকে (আঃ) একটি বিচ্ছিন্ন পরিবার হিসাবে বস-বাস করতে হলনা।

www.pathagar.com

ফলে ইব্রাহীম (আঃ) ভবিষ্যত মক্কা নগরীর বসিন্দাদের জন্য আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে তাদের নিরাপত্তার দোয়া করলেন। দ্বিতীয় আবেদনটি করলেন তাদের খাদ্যের জন্য। কেননা এলাকাটি ছিল শুষ্ক, মরুময় ও তরুলতাহীন। আল্লাহর কাছে তিনি আবেদন করলেন, প্রভু তুমি ফল-মূলের মাধ্যমে এদের খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিও।

বরং আস্তে আস্তে এখানে বসতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল। প্রতি বছর ইব্রাহীম (আঃ) কয়েকবার এসে স্বীয় পরিবারের সাথে কিছু দিন কাটিয়ে আবার তার স্থায়ী বাসস্থান কেনানে চলে যেতেন। কেনানে তার অন্য বিবি হযরত সারার ঘরে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র হযরত ইসহাক জন্ম গ্রহন করেন। অত:পর ইসমাইল (আঃ) যখন বড় হন, তখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন খাবের মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীমকে (আঃ) নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তার স্বীয় পুত্র ইসমাইলকে কোরবানী দেন। নির্দেশ পেয়ে ইব্রাহীম (আঃ) মক্কা শরীফে চলে আসেন এবং একদিন ইসমাইলকে (আঃ) মিনায় ডেকে নিয়ে আল্লাহ্ তাকে কোরবানী করার যে নির্দেশ দিয়েছেন, তার বর্ণনা দিয়ে তার মতামত জানতে চান, কোরআনে আল্লাহ্ ঘটনাটা সূরা আচ্ছাফাতে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করেছেন,

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (سورة الصافات آية – ١٠٢)

"অত:পর ইসমাইল যখন পিতার সাথে চলাফিরার বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্রাহীম আঃ তাকে বললেন, হে বৎস; আমি স্বপ্নাদৃষ্ট হয়েছি যে, তোমাকে জবেহ করছি, তুমি বল, তোমার মত কি? ইসমাইল (আঃ) বললেন হে পিতা, আপনাকে (আল্লাহর তরফ হতে) যা বলা হয়েছে আপনি তা করুন। ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।"

(সূরা আচ্ছাফাত-আয়াত নং-১০২)

www.pathagar.com

মহান রব্বুল আলামীন ইব্রাহীমের(আঃ) উভয় দোয়াই কবুল করেছিলেন, যার ফল হযরত ইব্রাহীমের(আঃ) সময় হতে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত দুনিয়া প্রত্যক্ষ করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

নেতৃত্বের দোয়ার অভিজ্ঞতার আলোকে ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর কাছে শুধু ঈমানদারদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তার দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ ইব্রাহীমকে বললেন, দেখ ইব্রাহীম দুনিয়ায় খাদ্য-খাদকের ব্যবস্থা আমি কাফেরদের জন্যও করব, কিন্তু পরকালে আমি তাদেরকে দোজখে প্রবেশ করাব এবং সেখানে তারা অনন্তকাল ধরে দোজখের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

পুত্রকে জবেহ করার নির্দেশ ছিল ইব্রাহীমের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে আর একটি কঠিন পরীক্ষা। এ পরীক্ষায়ও ইব্রাহীম যেমন সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তেমনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তার সুযোগ্য পুত্র হযরত ইসমাইল আলাইহে আচ্ছালামও। ইব্রাহীম (আঃ) যখন ইসমাইলকে শোয়ায়ে দিয়ে ছুরী হাতে জবেহ করার উদ্যোগ নিলেন, তখনই জিব্রাইল (আঃ) ইসমাইলকে সরিয়ে নিয়ে একটি দুম্বা তার ছুরীর নীচে শোয়ায়ে দিলেন, দুম্বা জবেহ হয়ে গেল। আর আল্লাহর পক্ষ হতে ঘোষনা আসল,

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) (سورة الصفات، آية : ١٠٤- ١٠٥)

হে ইব্রাহীম তুমি তোমার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছ, আমি এভাবেই নেককারদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।" (সূরা আচ্ছাফাত, আয়াত-১০৪- ১০৫)

ইব্রাহীমের কঠিন পরীক্ষা সমূহের বিবরণ

১২৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ ইব্রাহীমের যে পরীক্ষা সমূহের কথা বলছিলেন, আমার দীর্ঘ আলোচনায় ঐ সব পরীক্ষার বিবরণ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত আকারে এসেছে। তবে পাঠকের সুবিধার জন্য ঐসব গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা সমূহের বিবরণ শ্রেণী বিন্যাস সহকারে এক জায়গায় করে দিলাম। এখানে প্রধান প্রধান পরীক্ষা সমূহের নাম্বার উল্লেখ করে দেয়া হল।

www.pathagar.com

এর পর আল্লাহ রব্বুল আলামীন ১২৭ নং আয়াতে হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাইল মিলে কাবা ঘরের নির্মান কাজ এবং নির্মান সময় যে দোয়া করেছিলেন তার বিবরণ দিতে গিয়ে বলছেন, যে হে উম্মতে মুহাম্মদী, তোমরা মনে কর সেই সময়ের কথা যখন ইব্রাহীম ও ইসমাইল (আঃ) কাবা ঘরের দেয়াল তুলতে তুলতে আমার দরবারে দোয়া করছিল,

---

ইব্রাহীম আলাইচ্ছালামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ১নং পরীক্ষাটি ছিল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ঘটনা। তাকে নমরুদের পুলিশ বাহিনী গ্রেপ্তার করে অগ্নি গহবরের পার্শ্বে এনে দাউ দাউ করে প্রজ্জলিত অগ্নি শিখা দেখায়ে বলল, এখনও তুমি পিতৃ ধর্মে প্রত্যাবর্তন কর, নতুবা তোমাকে এই ভয়াবহ অগ্নি গহবরে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়া হবে। ইব্রাহীম (আঃ) কোন রকম ভীত না হয়ে আল্লাহর দ্বীনের উপরে অবিচল থেকে আগুনে পুড়ে ভস্ম হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। ইব্রাহীম আলেইহেচ্ছালাম তখনও একথা জানতেন না যে, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ আগুনের দাহিকা শক্তি রহিত করে তাকে নিরাপদে অগ্নি গহবর হতে বের করে আনবেন। গুরুত্বপূর্ণ ও ভয়াবহ এই ১নং পরীক্ষায় ইব্রাহীম (আঃ) পূর্ণ সফলতার সহিত উত্তীর্ণ হলেন। এরপর শুরু হল ২নং পরীক্ষা, আল্লাহ নির্দেশ দিলেন যে, ইব্রাহীম নমরুদের এদেশ তোমার জন্য বাসোপযোগী থাকল না। তুমি এ দেশ হতে হিজরত কর। আল্লাহর নির্দেশে ইব্রাহীম (আঃ) পিতা-মাতা, ভাইব্রাদার, আত্মীয় স্বজন ও বাড়ীঘর ইত্যাদি সব ছেড়ে নিরুদ্দেশের পথে রওয়ানা দিলেন। এ দ্বিতীয় পরীক্ষাতেও ইব্রাহীম (আঃ) পুরোপুরি উত্তীর্ণ হলেন। দিবা-রাত্রি সফর করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ইব্রাহীম তার স্ত্রীকে নিয়ে কেনানে এসে বসবাস শরু করলেন, অত:পর এখানেই তার প্রথম সন্তান ইসমাইল (আঃ) জন্ম গ্রহন করেন। একমাত্র পুত্র সন্তান নিয়ে ইব্রাহীম যখন তার ছোট্ট পরিবারকে নিয়ে স্বস্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন, তখন আসল আল্লাহর পাক্ষ হতে তৃতীয় আর একটি বিরাট পরীক্ষা। আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশ আসল ইব্রাহীম, তুমি তোমার স্ত্রী ও দুগ্ধ পোষ্য সন্তানকে নিয়ে দক্ষিনে যাত্রা করে পথ চলতে থাক। অত:পর আমি যেখানে এদেরকে রেখে আসতে তোমাকে হুকুম দেব সেখানে রেখে তুমি তোমার বাড়ীতে চলে আসবে।

www.pathagar.com

হে পরওয়ারদেগার, তুমি আমাদের এ নির্মাণ কাজকে কবুল কর, কেননা তুমি সব কিছু শুন এবং জান। ১২৮ নং আয়াতে ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর সমীপে আরও আরজ করলেন, পরওয়ারদেগার আমাদের পিতা-পুত্র উভয়কে তোমার আরও অধিক অনুগত ও ফরমারবদার বানাও, আর আমাদের বংশধরদের মধ্যে হতে এমন একটি উম্মত সৃষ্টি কর যারা তোমার অনুগত হবে। আর আমাদেরকে আমরা কিভাবে তোমার ইবাবদত করব তার নিয়ম-প্রনালী দেখিয়ে দাও, আমাদের ভুল ত্রুটি মাফ করে দাও, কেননা তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

তৃতীয় কঠিন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ইব্রাহীম বিবি বাচ্চা নিয়ে আবার নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা শুরু করলেন। দিবা-রাত্রি সফর করে প্রায় হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে যখন তিনি হেযাযের একটি মরুপ্রান্তরে জন-মানবহীন এলাকায় পৌছালেন, তখন আল্লাহ্ বললেন, এদেরকে এখানেই রাখ এবং তুমি কয়েকদিন এখানে থেকে বিবি ও বাচ্চাকে এখানে রেখে কেনানে চলে যাবে। এটা ছিল ইব্রাহীমের জন্য চতুর্থ পরীক্ষা। এ চতুর্থ পরীক্ষায়ও ইব্রাহীম (আঃ) পুরা-পুরি উত্তীর্ণ হলেন। তিনি আল্লাহর নির্দ্দেশে তার স্ত্রী ও দুগ্ধপুষ্য সন্তানকে জন-মানবহীন মরুপ্রান্তরে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে রেখে কেনানে চলে গেলেন। ইব্রাহীম কেনান হতে কখনও কখনও এখানে এসে বিবি-বাচ্চার সাথে কিছু দিন থেকে আবার তাঁর স্থায়ীবাস কেনানে চলে যেতেন। এভাবে কয়েক বছর বয়স অতিবাহিত করে পিতার সাথে চলা ফিরার মত বয়সে উপনীত হলেন, তখন আবার আসল আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ভয়াবহ কঠিন পরীক্ষা। যা ছিল পঞ্চম পরীক্ষা। আল্লাহর প্রিয় খলীল ইব্রাহীম (আঃ) এ কঠিন পরীক্ষায়ও কোন দুর্বলতা প্রদর্শন করলেন না। বরং প্রানাধিক ছেলেকে কোরবানী করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিলেন। আর এভাবেই তিনি পঞ্চম পরীক্ষায় পূর্ণ সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হলেন।

পরীক্ষা সমূহের এ সব উত্তম ফলাফলকে সামনে রেখে আল্লাহ্ ঘোষনা দিলেন,

قَالَ اِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَاماً

"হে ইব্রাহীম আমি তোমাকে সমস্ত মানব মন্ডলীর নেতৃত্ব দান করব।" (আয়াত নং- ২৪, সূরা আল-বাকারা)

www.pathagar.com

অত:পর ১২৯ নং আয়াতে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইব্রহীমের (আঃ) আর একটি দোয়ার বিবরণ এভাবে দিচ্ছেন, ইব্রাহীম আমার বরাবরে আবেদন করল পরওয়ারদেগার, ভবিষ্যত উম্মতের যে দোয়া তোমার কাছে করলাম, তুমি তাদের জন্য তাদের মধ্যে হতে একজন রসূল পাঠাবে যে তাদেরকে তোমার আয়াত পাঠ করে শুনাবে, কিতাব-হিকমতের তা'লিম দিবে এবং তাদেরকে পবিত্র রাখবে। আর তুমি যেমন শক্তিমান, তেমন সর্বজ্ঞও।

উপরের বর্ণিত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে অবহিত করলেন যে, আমার এই পবিত্র ঘর কাবার নির্মান কাজ কোন সাধারণ রাজমিস্ত্রি বা লেবার দিয়ে করান হয়নি। বরং এঘর নির্মানের কাজ করেছেন আমার প্রিয় খলীল ইব্রাহীম ও তার ছেলে ইসমাইল। অর্থাৎ, আল্লাহর প্রেরিত দুজন পয়গম্বর নিজ হাতে এঘর তৈরী করেছেন।

হযরত নূহ আলাইহেচ্ছালামের পরে হযরত ইব্রাহীমই ছিলেন সেই সময়ের সমগ্র মানব মন্ডলীর নবী অর্থাৎ, বিশ্ব নবী। এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, তাহলো ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের সময় তার সাথে তার পুত্র ইসমাইল (আঃ) ও ইসহাকও (আঃ) নবী ছিলেন এবং ভাইপো হযরত লুতও (আঃ) নবী ছিলেন। এ দ্বারা এ কথা প্রমান হয় যে, একই সময় মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন একাধিক নবীও পাঠিয়েছেন। তবে এসব ক্ষেত্রে কিতাবধারী ও শরীয়তধারী নবী একজনই থাকেন, বাকীরা থাকেন তার সাহায্যকারী নবী। তাদের জন্য আলাদা কোন শরীয়ত থাকেনা এবং আলাদা কোন কিতাবও নাযিল হয়না। সুতরাং এক্ষেত্রে হযরত ইব্রাহীমই ছিলেন মূল পয়গম্বর, তার উপরেই নাযিল হয়েছিল কিতাব ও শরীয়ত। বাকী তিনজন নবী সকলেই একই শরীয়ত ও কিতাবের অধীন মূল পয়গম্বর হযরত ইব্রাহীমের(আঃ) সাহায্যকারী ও সহযোগী নবী হিসাবে আল্লাহ নবুয়ত প্রদান করেছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত মূসার (আঃ) সাথে একই সংগে তার ভাই হারুণও (আঃ) নবী ছিলেন, তবে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন নবী ছিলেননা। হযরত মূসার দোয়ায় আল্লাহ তাকে মূসা আলাইহেচ্ছালামের সাহায্যকারী হিসেবে নবুয়ত প্রদান করেছিলেন।

www.pathagar.com

দুনিয়ার আর কোথাও এমন একখানা মসজিদ খুজে পাওয়া যাবে না যার নির্মাণের কাজের রাজমিস্ত্রি একজন পয়গম্বর, আর নির্মান কাজে তার সাহায্য কারীও একজন পয়গম্বর। ফলে এই ঘরের আওতাধীন কোন একটা নেককাজের প্রতিদান অন্য যেকোন যায়গায়কৃত নেক কাজের তুলনায় আল্লাহ এক লক্ষ গুন বাড়িয়ে দিবেন, এটা হল পবিত্র কাবা ঘরের একটি বিশেষ মর্যাদা। কেননা দুনিয়ার আর কোথাও এমন কোন এক খানা মসজিদ খুজে পাওয়া যাবে না, যার নির্মান কাজ কোন পয়গম্বর নিজ হাতে করেছেন।

আয়াতে যে উম্মতের জন্য দোয়া করা হয়েছে, সে উম্মত হল উম্মতে মুহাম্মদী অর্থাৎ, উম্মতে ইসলাম, আর যে রসূলের জন্য দোয়া করেছিলেন, সে রসূল হলো সর্বশেষ নবী ও বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অচ্ছাল্লাম। মসনদে ইমাম আহমদ নামক হাদীস গ্রন্থে একটি হাদীসে এ বর্ননা এসেছে, রসূল (সঃ) বলেছেন, "আমি আমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) দোয়া, ঈসার (আঃ) সুসংবাদ এবং স্বীয় জননীর স্বপ্নের প্রতীক।" উপরের আয়াতে রসূল প্রেরণের জন্য ইব্রাহীম যে দোয়া করেছিলেন সেই দোয়ার কথা বলা হয়েছে।

বিশ্বনবী হিসাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সেই সময়ের দুনিয়ায় তার জানামতে যেসব জায়গায় জনবসতি ও লোক সমাগম ছিল তাকে কেন্দ্র করে তিনি তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং তার সাহায্যকারী তিনজন পয়গম্বরকে উহার দায়িত্বশীল করে নিজ নিজ এলাকায় দাওয়াতী কাজ আনজামের দায়িত্ব দেন। তিনি হেযাযের দাত্বিশীল করেন তার বড় ছেলে হযরত ইসমাইলকে, (আঃ) তিনি মক্কাকে কেন্দ্র করে দাওয়াতে দ্বীনের কাজ আনজাম দিতে থাকেন। কেনানের দায়িত্বশীল করেন, তার কনিষ্ঠ ছেলে হযরত ইসহাককে, (আঃ) আর ফিলিস্তিনস্থ জর্দান নদীর পূর্ব পারে একটি দাওয়াতী কেন্দ্র স্থাপন করে তার দায়িত্বে নিয়োগ করেন তার ভাইপো হযরত লুতকে (আঃ)। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এই তিনটি দাওয়াতী কেন্দ্রের তদারকী ছাড়াও নিজে বিভিন্ন দেশে সফর করে দাওয়াতে দ্বীনের কাজ আনজাম দিতেন।

www.pathagar.com

আর হযরত ঈসার (আঃ) সুসংবাদের বর্ণনা কোরআনে এভাবে এসেছে-

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاتِى مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ

হযরত ঈসা (আঃ) বনি ইসরাইলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমি তোমাদের কাছে একজন রসূল আগমনের সু-সংবাদ নিয়ে এসেছি, যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম হবে আহমদ।" আহমদ ও মুহাম্মদ এ দু'টি নামই শেষ নবীর জন্য ব্যবহার হত।

আয়াতে ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর কাছে যে রসূল প্রেরণের দোয়া করেছিলেন, সে রসূল থেকে তিনি চারটি কাজ কামনা করেছিলেন। কেননা ইব্রাহীম (আঃ) নিজে আল্লাহর রসূল ছিলেন এবং রসূলের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। কাম্য রসূলের কাছ হতে তিনি ১ নম্বরে কামনা করেছিলেন যে, আল্লাহর আয়াত মানুষকে তিলাওয়াত করে শুনাবেন।

কেনানে বসবাসকারী হযরত ইব্রাহীমের(আঃ) কনিষ্ট ছেলে হযরত ইসহাকও (আঃ) পয়গম্বর ছিলেন। আর তার ছেলে ইয়াকুবও (আঃ) পয়গম্বর ছিলেন। হযরত ইয়াকুবের (আঃ) ১২টি ছেলে ছিল। এই বার ছেলে এবং তাদের পরবর্তী বংশধরেরা বনি ইসরাইল নামে খ্যাত। কেননা ইয়াকুবের (আঃ) আর এক নাম ছিল ইসরাইল। এ জন্যই হযরত ইয়াকুবের (আঃ) বংশধরদেরকে বনি ইসরাইল বলা হয়। হযরত ইয়াকুবের (আঃ) বার ছেলের মধ্যে হযরত ইউসূফ (আঃ) ছিলেন অন্যতম। যাকে তার ভাইয়েরা ষড়যন্ত্র করে কুপে ফেলে দিয়েছিল। অত:পর বাণিজ্যিক কাফেলার লোকেরা তাকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে মিসরের প্রধানমন্ত্রী আজিজ মিসরের কাছে অর্থের বিনিময় বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তার পরবর্তী ঘটনা খুব দীর্ঘ। কোরআনের সূরা ইউসূফে একটি সার্বিক ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ এসেছে। যার মাধ্যমে জানা যায় যে, হযরত ইউসূফ বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে আল্লাহ অনুগ্রহে প্রথমে মিসরের খাদ্যমন্ত্রী, তার পরে প্রধানমন্ত্রী এবং সর্বশেষ মিসরের রাজ সিংহাসনের অধিকারী হন। অত:পর তিনি তার পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) এবং তার সমস্ত পরিবার অর্থাৎ, বনি ইসরাইলকে মিসরে নিয়ে আসেন।

www.pathagar.com

২নং কামনা ছিল, তাদেরকে কিতাবের অর্থাৎ কোরআনের তা'লীম দিবেন। যাতে তারা কিতাবের মর্ম অনুধাবন করে সে মোতাবেক আমল করতে পারে। মুহাক্কেক ওলামাদের অভিমত কোরআন শুধু শব্দের নাম নয়, বরং শব্দ ও অর্থ মিলে কোরআন। সুতরাং কোরআন তেলাওয়াতের হক তখনই পূর্ণরূপে আদায় হয়, যখন তেলাওয়াকারী ও শ্রবনকারী উভয়ই কোরআনের অর্থ বুঝতে ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। কিতাবের তা'লীমের সাথে সাথে হিকমতের তা'লীম দানের কামনাও পেশ করেছিলেন। আরবীতে হিকমত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। প্রজ্ঞা, জ্ঞান, ও প্রয়োগের কৌশল ইত্যাদি। এটা সাধারণ জ্ঞান হতে উচ্চে। যেহেতু পয়গম্বরদের কাজ হলো আল্লাহর দিনের দিকে সব রকমের মানুষকে হেকমতের সাথে দাওয়াত দান, যেমন আল্লাহ বলেছেন,

أدع إلى سبيل ربك بالحكمة "লোকদেরকে হিকমতের সাথে আল্লাহর পথে আহবান কর।" তাই হযরত ইব্রাহীম পয়গম্বরের দায়িত্বের ভিতরে হিকমতের কথাও বলেছিলেন। পয়গম্বরের আর একটি অন্যতম দায়িত্ব হলো তাজকীয়া। অর্থাৎ পয়গম্বর তার উম্মতকে সব রকমের অপবিত্রতা হতে পবিত্র করবেন। এখানে অপবিত্রতা বলতে বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা উভয়কে বুঝানো হয়েছে।

হযরত ইউসূফের (আঃ) পরেও ধারাবাহিকভাবে কয়েকশত বছর মিসরের রাজক্ষমতায় বনি ইসলাইলরা অধিষ্টিত ছিল। তার পরে তাদের পতন যুগ শুরু হয়। এই পতন যুগের শেষ পর্যায় আল্লাহ মেহেরবানী করে বনি ইসরাইল বংশে হযরত মূসাকে (আঃ) পয়গম্বর করে পাঠান।

অন্যদিকে হেযাযের মক্কায় অবস্থিত হযরত ইব্রাহীমের বড় ছেলে হযরত ইসমাইলের (আঃ) বংশধরেরা বনি ইসমাইল নামে খ্যাত হয়। এরই অধস্থন বংশধর হলো কোরাইশরা। বনি ইসমাইলের কোরাইশ বংশে মহান আল্লাহ শেষ নবী ও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদকে (আঃ) রসূল করে প্রেরণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

পয়গম্বর তার উম্মতকে শরীর ও কাপড়-চোপড় পবিত্র রাখার নিয়মনীতি যেমন তা'লিম দিবেন, তেমনি তা'লিম দিবেন কিভাবে দেল ও মনকে শেরক, নেফাক ও কুফরীর অপবিত্রতা হতে পবিত্র রাখবে।

শিক্ষাঃ

সূরা বাকারার আলোচ্য আয়াত হতে পাঠকদের জন্য তিনটি বিষয় শিক্ষনীয় আছে, এক নম্বর বিষয় হলো এই যে, আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাহদেরকে দুনিয়ায়ও বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। এমনকি নবী রসূলদেরকেও, তবে এ ব্যাপারে আল্লাহর প্রিয় বান্দা বিশেষ করে নবী-রসূলদের পরীক্ষা বেশী কঠিনও কঠোর হয়ে থাকে।

ঈমানী পরীক্ষার ব্যাপারে সুরা আন-কাবুতের শুরুতে আল্লাহ বলেন, মানুষ কি মনে করে যে, তারা এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা ঈমান এনেছিলাম, আর তাদের (এ দাবীর ব্যাপারে) কোন পরীক্ষা নেয়া হবে না? অথচ তাদের পূর্ববর্তীদেরও (এ দাবীতে) পরীক্ষা নিয়েছি, যাতে এ কথা প্রকাশ হয়ে যায় (ঈমানের দাবীতে) কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী।

দুই নম্বরে আমরা যে বিষয়টি অবহিত হতে পারি, তাহলো মসজিদে হারাম, অর্থাৎ কাবাঘর এমন একখানা মসজিদ যার নির্মাণ কাজ সাধারণ শ্রমিক দ্বারা করানো হয়নি। বরং আল্লাহর মনোনীত দু'জন পয়গম্বর নিজ হাতে এর নির্মাণ কাজ করেছিলেন।

তিন নম্বর যে বিষয়টি জানা যায়, তাহলো হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর বরাবরে যে রসূলের জন্য দোয়া করছিলেন, তিনি হলেন আমাদের প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ), আর যে উম্মতের জন্য দোয়া করেছিলেন, সে উম্মত হলো উম্মতে মুহাম্মাদী।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

www.pathagar.com

খেলাফত পাবলিকেশন